বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা পরিষদঃ

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

নাসরীন আক্তার চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদঃ

জনাব মোঃ আফজাল হোসেন অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সভাপতি
জনাব জোবায়দা বেগম উপ প্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপসচিব (প্রশাসন-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ কেরামত আলী উপসচিব (প্রতিষ্ঠান-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব নূরুন নাহার উপসচিব (বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব আইরীন ফারজানা উপসচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৯

প্রকাশনায় ও মুদ্রণ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd

প্রচ্ছদ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পল্লী এলাকার জনগনের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের পশ্চাদপদ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ পল্লী এলাকার সর্বত্র এ বিভাগের কার্যক্রম বিস্তৃত। সরকারের নীতিমালা, নির্বাচনী ইস্তেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) কে সামনে রেখে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নানামূখী প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প' এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, বাপার্ড এবং আরডিএ একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরে ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিভাগের হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য সকলকে অবহিত করতে সহায়তা করবে যা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ বিভাগের অবদান মূল্যায়নে সহায়ক হবে। এ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রনয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের পল্লী এলাকার জনগনের ভাগ্যোন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ নানামূখী সমস্যা তথা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বেকার সমস্যা, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বিশ্বব্যাপী দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিগত বৎসর গুলোতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

দারিদ্র্যমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার** নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম বৃহৎ কর্মসূচি "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যম্যে কর্মসংস্থান, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন দপ্তরসমূহের মধ্যে বিআরডিবি ও সমবায় অধিদপ্তর সহ অন্যান দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে - যা দেশের উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে। এ বিভাগের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বার্ড, আরডিএ ও বাপার্ড গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও মডেল উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক এ প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক বিষয় অবহিত করতে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রতিবেদনটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি)

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের বৎসরভিত্তিক সামগ্রিক কর্মকান্ড প্রতিফলনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ডের বাস্তব চিত্র/বিবরণ তুলে ধরে জনসাধারণের নিকট সরকারের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা ও উন্নয়নের তথ্যচিত্র প্রকাশ করে। সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নসহ নীতি নির্ধারক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, গবেষক ও সুশীল সমাজের নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে এ প্রকাশনা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর রাজনৈতিক দর্শন এর অন্যতম অংশ ছিল অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষম বন্টন তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিতকরণে বহুমূখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে মৌলিক অধিকার সমূহের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। জাতির পিতার রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ও নির্দেশিত দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত বহুমূখী ও সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে বিভাগাধীন সকল প্রতিষ্ঠান পল্লী উন্নয়ন তথা জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকারসমুহ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ-১ “আমার বাড়ি আমার খামার” প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ বিভাগ ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল ধারনাকে দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে দেশের শহর ও পল্লী এলাকার বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ এবং এসডিজি বাস্তবায়নে দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে এ বিভাগ ও আওতাভূক্ত সংস্থাসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এরূপ তথ্য চিত্রের প্রকাশ এ বিভাগ সম্পর্কে জনমানসে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করবে এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে জনগণের সহায়তা ও অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি।

পরিশেষে, এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

(মো: কামাল উদ্দিন তালুকদার)

সম্পাদকীয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমুহের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সম্মিলিত মেধা, শ্রম ও মননের ফসল ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এই বার্ষিক প্রতিবেদন। এ বিষয়ে যাঁরা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য এ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব মহোদয়ের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এ প্রতিবেদনে পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রাম ও শহরের আয় বৈষম্য হ্রাস, সমবায় আন্দোলন জোরদারকরণসহ সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড),গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা), বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের দলিল হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এ প্রতিবেদন সুধীজনের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হবে বলে সম্পাদনা পর্ষদ মনে করে।

(মোঃ আফজাল হোসেন)

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন**	১
১.১	পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন	২
১.২	বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন	২
২.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ**	৩
২.১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট	৪
২.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী	৪
২.৩	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য	৪
২.৪	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট	৫
২.৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	৬
৩.	**২০১৮-২০১৯ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	৭
৩.১	প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৮
৩.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ	২৭
	৩.২.১ আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প	২৭
	৩.২.২ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়	৩৪
৩.৩	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৬
৪.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা**	৪০
৪.১	সমবায় অধিদপ্তর	৪১
	৪.১.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)	৫০
	৪.১.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	৬২
৪.২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	৬৩
৪.৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৭১
৪.৪	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	৮৬
৪.৫	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)	১১৮
৪.৬	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	১২৪
৪.৭	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	১৩৯

১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন

১.১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের অবস্থানও পল্লী অঞ্চলে। ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকায়ন পল্লীর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীণ কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমী পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে কুমিল্লা মডেল উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এ সকল উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। সম্প্রতি বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

১.২ বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে বিধ্বস্থ কৃষি ও ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কৃষকরা মহাজনী শোষণমূলক ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সহজ শর্তে ঋণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিবেদনে ঋণ সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণ চালুর সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে বহুমুখী সমবায় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি চালু করে। এর মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে প্রায় ৩২,০০০ প্রাথমিক সমিতি ছিল যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষি সমবায় সমিতি। ষাটের দশকের কুমিল্লায় বার্ড কর্তৃক দ্বি-স্তর সমবায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আঙ্গিকে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়। কুমিল্লার দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নজির স্থাপিত হওয়ায় সরকার এ মডেল সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়। সত্তরের দশকে আইআরডিপি এবং আশির দশকে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ মডেল দ্রুততার সাথে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

২

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দু'টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, অপরটি স্থানীয় সরকার বিভাগ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালন, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান, পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা।

২.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী

১. পল্লী উন্নয়ন নীতি, সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন;
২. পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায় ব্যাংক, সমবায় বীমা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ ও বিপণন, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
৪. সমবায়ীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা;
৫. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক নিত্য-নতুন মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন;
৬. সমবায়ের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান।

২.৩. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,
২. পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন,
৩. পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি,
৫. গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং ফলাফল সম্প্রসারণ।এ ছাড়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অর্জনে অবদান রাখার জন্য এবিভাগ কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় নিম্নরূপ আরও পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য যোগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে-
৬. জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন,
৭. অফিসের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ,
৮. ক্ষুদ্র ঋণ ও উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজার-সংযোগ (Marketing Linkage) সৃষ্টি,
৯. খাদ্য পুষ্টির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দুগ্ধ উৎপাদন,
১০. সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

২.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের মূল বাজেটে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ২২০৯ কোটি ৫৭ হাজার (পরিচালন বাজেট ৫১৩৮৯.৫৭ লক্ষ ও উন্নয়ন বাজেট ১৬৯৫১১.০০ লক্ষ) টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ২২৬৬ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭২ হাজার (পরিচালন বাজেট ৫২১২৮.৭২ লক্ষ ও উন্নয়ন বাজেট ১৭৪৫২৮.০০ লক্ষ) টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ বিভাগের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৫২১ কোটি ২৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১৭৪৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) আয়ের লক্ষ্যমাত্রা

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	২০১৮-২০১৯
০১.	সচিবালয়	১০৮২.০০
০২.	সমবায় অধিদপ্তর	৪৫৩.০০
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		১৩৩৫.০০

(খ) বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মূল বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯
পরিচালন বাজেট	৫১৩৮৯.৫৭	৫২১২৮.৭২
উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	১৬৯৫১১.০০ (৯০৪.০০)	১৭৪৫২৮.০০ (৯২১.০০)
সর্বমোট (প্রকল্প সাহায্য)	২২০৯০০.৫৭ (৯০৪.০০)	২২৬৬৫৬.৭২ (৯২১.০০)

এক নজরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	পরিচালন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)
০১.	সচিবালয়	১৩২১.৪০	১১৬৫৭৯.০০	১১৭৯০০.৪০
০২	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা	৬৬.২৭	-	৬৬.২৭
০৩.	সমবায় অধিদপ্তর	২২৬২৪.০০	৮২৫২.০০	৩০৮৭৬.০০
০৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	২২৭২৭.০০	৬৮৯১.০০	২৯৬১৮.০০
০৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ),বগুড়া	২৪০৭.৯১	১৫৩৭৪.০০ (৯২১.০০)	১৭৭৮১.৯১ (৯২১.০০)
০৬.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড),কুমিল্লা	২৫০০.০০	১৫৯১.০০	৪০৯১.০০
০৭.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	৩৯০.৪৪	৬০০০.০০	৬৩৯০.৪৪
০৮.	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)	-	১৪৭৪০.০০	১৪৭৪০.০০
০৯.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	-	২৮০৯.০০	২৮০৯.০০
১০.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	-	২২৯২.০০	২২৯২.০০
১১.	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	৯১.৭০	-	৯১.৭০
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		৫২১২৮.৭২	১৭৪৫২৮.০০ (৯২১.০০)	২২৬৬৫৬.৭২ (৯২১.০০)

২.৫ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

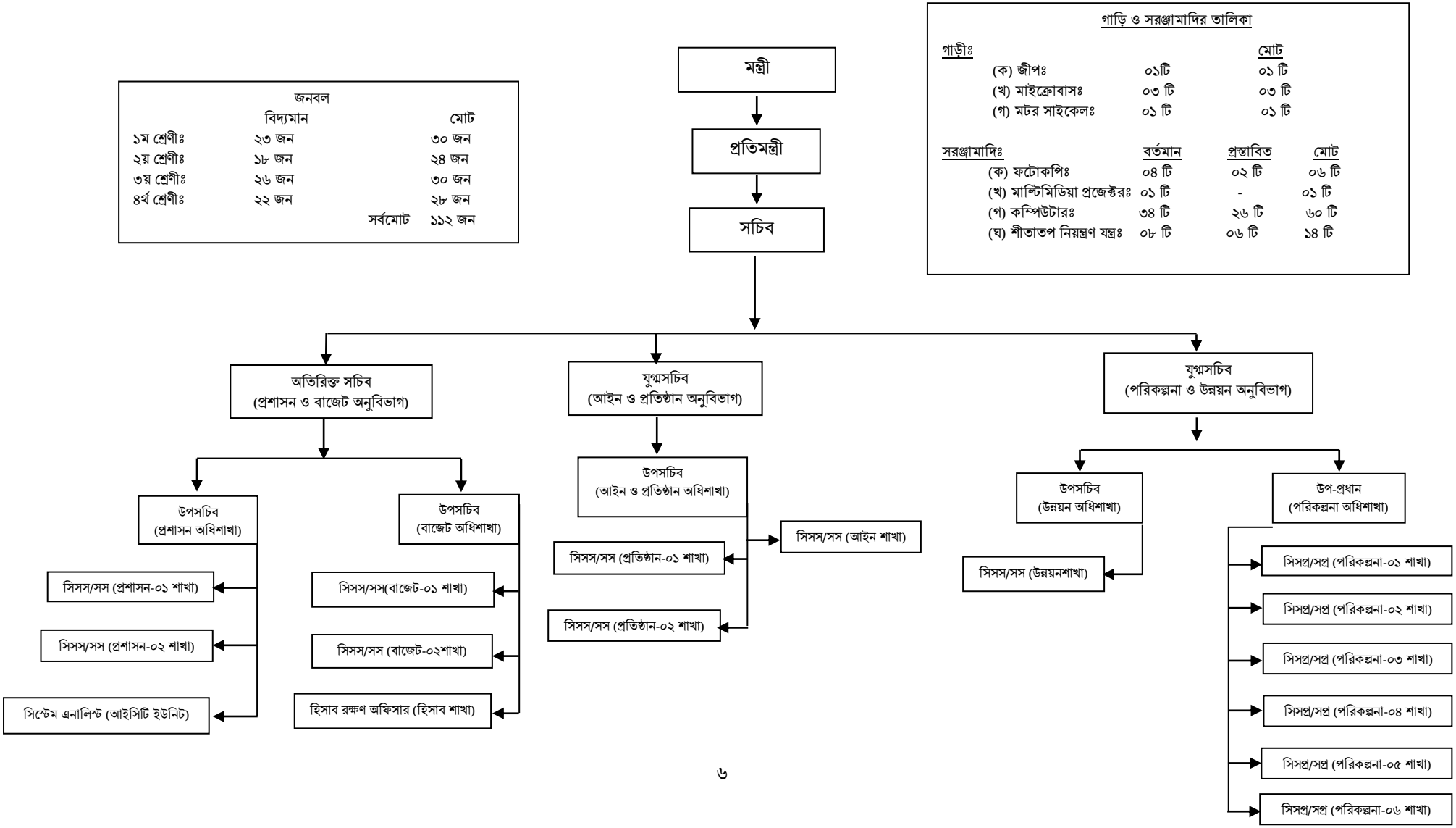

৩

২০১৮-২০১৯ সালে
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

২০১৮-১৯ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশ্তেহার ও অঙ্গিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারিদ্য বিমোচনকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কৌশল হিসেবে কৃষি ও পল্লী জীবনের গতিশীলতা আনয়নের জন্য হতদরিদ্রদের মাঝে নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃতির লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে সরকারের গৃহীত "আমার বাড়ি আমার খামার'' প্রকল্প বর্তমানে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প নামে সফল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩.১ প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

৩. ২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
১	২	৩	৪
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১২৩	৮৭	৩৬
মোট	১২৩	৮৭	৩৬

৩.৩ শূন্যপদের বিন্যাস

অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫
৭	১	১৮	১০	৩৬

৩.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	৩	৩	-	-	-	-

৩.৫ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
২৬ টি	৯২৯ জন (৩০ দিনে ৮৮৭২ ঘন্টা)

৩.৬ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
৩ টি (১টি ৫ দিন ব্যাপী, ১ টি ২ দিন ব্যাপী এবং ১ টি ১ দিন ব্যাপী)	১২০ জন

ক. প্রশাসনিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়ন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখ শনিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত এপিএ গ্রহণ করেন।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর ২৩ জুন ২০১৯ তারিখ এ বিভাগের সন্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।



২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র মহাপরিচালক।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা'র মহাপরিচালক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র মহাপরিচালক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর মহাপরিচালক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।





পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।





পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সাথে বার্ড, কুমিল্লাতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণরত সুফলভোগীদের সাথে ১৯ জুন ২০১৯ তারিখ ভিডিও কনফারেন্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার। এছাড়া বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লার মহাপরিচালক সহ এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।












পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সুফলভোগীদের বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লাতে প্রশিক্ষণরত সুফলভোগীদের সাথে ২৮ মে ২০১৯ তারিখ ভিডিও কনফারেন্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,বগুড়া এর যৌথ উদ্যোগে এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) এর সহায়তায় ১২-১৬ মে, ২০১৯ মেয়াদে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আরডিএ, বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,বগুড়া এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম। উদ্ভাবন চর্চার জন্য সেবা চিহ্নিতকরণ, চিহ্নিত সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ আমার দৃষ্টিতে ও উপস্থাপন, সেবা গ্রহিতা পরিদর্শন প্রস্তুতিঃ উপস্থাপনা, এটুআই এবং উদ্ভাবনঃ ইউআইএসসি, নেস, পোর্টাল ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ রুম,চিহ্নিত সেবা পুনঃ পর্যালোচনা, নিশ্চিতকরণ ও উপস্থাপন, সেবা পদ্ধতি সহজিকরণঃ সেবার বিভিন্ন ধাপে নাগরিক ভোগান্তিসমস্যা চিহ্নিতকরণ /, জনপ্রশাসন/ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, অংশীজন, রিসোর্স ম্যাপিং ও পাইলট কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন বিষয়ে উক্ত কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। কর্মশালাটিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।





পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,বগুড়া এর যৌথ উদ্যোগে আরডিএ, বগুড়ায় "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান



আরডিএ, বগুড়াতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পাঁচ দিনব্যাপি নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া বক্তব্য রাখছেন।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পাঁচ দিনব্যাপি নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদপত্র গ্রহণ করছেন প্রশিক্ষণার্থী।

ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ উদ্বোধনঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর সহযোগীতায় ০৯ মে ২০১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার সিরডাপ মিলনায়তনে ইনোভেশন শোকেসিং এবং শ্রেষ্ঠ ইনোভেটর পুরস্কার প্রদান করা হয়। "ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার, মহাপরিচালক (সচিব), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর; জনাব শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান, মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড); ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান) জনাব মোঃ আফজাল হোসেন।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন।



ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ।

ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ এর বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার ইনোভেশন পরিদর্শন:



সমবায় অধিদপ্তরের ইনোভেশন উপস্থাপন করছেন ইনোভেটর



বিআরডিবির ইনোভেশন উপস্থাপন করছেন বিআরডিবির ইনোভেটর



ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ইনোভেশন উপস্থাপন করছেন।



বার্ড, কুমিল্লার ইনোভেটর তাঁর ইনোভেশন উপস্থাপন করছেন।



আরডিএ বগুড়ার ইনোভেশন উপস্থাপন করছেন ইনোভেটর।



সমবায় অধিদপ্তরের ইনোভেটর তাঁর ইনোভেশন উপস্থাপন করছেন।

ইনোভেশন শোকেসিং এবং শ্রেষ্ঠ ইনোভেটর পুরস্কার প্রদান ২০১৯

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর সহযোগীতায় ০৯ মে ২০১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার সিরডাপ মিলনায়তনে ইনোভেশন শোকেসিং এবং শ্রেষ্ঠ ইনোভেটর পুরস্কার প্রদান ২০১৯ অনুষ্ঠানের "শ্রেষ্ঠ ইনোভেটর পুরস্কার প্রদান ২০১৯" এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. এম মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড); জনাব মোহাম্মাদ পারভেজ হাসান, লোকাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট (উপসচিব), এটুআই প্রোগ্রাম; ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ এ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার ২৬ টি ইনোভেশন শোকেসিং করা হয়। শোকেসিং হতে ৪টি শ্রেষ্ঠ ইনোভেশন কে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(i) আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক ইনোভেশন - গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবমান উন্নয়নে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক পল্লী জনপদ – ১ম স্থান;

(ii) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ইনোভেশন - অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা – ২য় স্থান;

(iii) বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক ইনোভেশন - ইউনিয়ন পরিষদের অফিস ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ – ৩য় স্থান;

(iv) এসএফডিএফ কর্তৃক ইনোভেশন – ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় সম্পর্কিত অফিস আটোমেশন কার্যক্রম – ৪র্থ স্থান।



পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ এর ১ম স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করছে।



সমবায় অধিদপ্তর ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ এর ২য় স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করছে।



বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক ইনোভেশন - ইউনিয়ন পরিষদের অফিস ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ – ৩য় স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করছে।



এসএফডিএফ কর্তৃক ইনোভেশন – ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় সম্পর্কিত অফিস আটোমেশন কার্যক্রম – ৪র্থ স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করছে।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩ মে হতে ৪ মে, ২০১৯ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বার্ডের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এম. মিজানুর রহমান। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা সহ আওতাধীন দপ্তরসংস্থার/ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্মশালা প্রশিক্ষক সহ বার্ড, কুমিল্লার অন্যান্য অনুষদ সদস্যগণ।



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান।



নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা (দুই দিনব্যাপী) প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ (রবিবার) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। এ সময়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব সহ দুই বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন এবং কার্যক্রমের উপর নির্দেশনা প্রদান করেন।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের উপর দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। (১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ (রবিবার))



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি'র নিকট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম উপস্থান করেন সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি' কে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী আমার গ্রাম আমার শহর সম্বলিত ক্রেস্ট উপহার প্রদান করেন।

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এম.পি এবং প্রতিমন্ত্রী হিসেবে জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এম.পি শপথ নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষ হতে মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো ও পরিচিতি সভা ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।




স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এম.পি এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি'কে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা।





স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এম.পি এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহের প্রধানগণের সাথে মতবিনিময়।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ৬ষ্ঠ গ্রেড হতে ১০ গ্রেড কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থার ৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড কর্মকর্তাদের ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ এক (০১) দিনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার। প্রশিক্ষণ কোর্সে ক্লাস সেশন গুলো পরিচালনা করেন উপসচিব (কর্মসম্পাদন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।




পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ৬ষ্ঠ গ্রেড হতে ১০ গ্রেড কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থার ৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ।




পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার এর নেতৃত্বে এবিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা (সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এবং ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর প্রধানসহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মহান বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর'২০১৮) জাতির পিতা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

মহান বিজয় দিবস, ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সমবায় অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক/মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় অবস্থানরত আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।





যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস, ২০১৮ উদযাপন ।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ৬ষ্ঠ – ১০ তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ এক (০১) দিনের ই-ফাইল (ই-নথি), ই-টেন্ডারিং (ই-জিপি) এবং ক্রয় (পিপিআর) বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার। প্রশিক্ষণ কোর্সে ই-ফাইল (ই-নথি), ই-টেন্ডারিং (ই-জিপি) এবং ক্রয় (পিপিআর) ক্লাস সেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।








পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ৬ষ্ঠ - ১০ তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ এক (০১) দিনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে উপস্থিতি বিধিমালা-১৯৮২, সরকারী কর্মচারী আচারণ বিধিমালা-১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কোর্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার। প্রশিক্ষণ কোর্সে উপস্থিতি বিধিমালা-১৯৮২, সরকারী কর্মচারী আচারণ বিধিমালা-১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ সম্পর্কে ক্লাস সেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।





পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১৬ - ২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক সভা ও অতিথি আপ্যায়নের জন্য চা-নাস্তা ও পানীয় সরবরাহ বিষয়ে করণীয় ব্যবহারিক সহ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধেকল্পে দায়িত্ব বিষয়ে ২৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ এক (০১) দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার।






পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১৬ - ২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের কল্যানমূলক পদক্ষেপ বিষয়ে পুনরালোচনা, নৈতিকতা ও সেবা পরায়নতা, সভা, সেমিনার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের কর্তব্য এবং অফিস পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে ২৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ এক (০১) দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার।




পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রশাসনিক ও ব্যাক্তিগত কর্মকর্তাদের ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ এক (০১) দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার। প্রশিক্ষণ কোর্সে দাপ্তরিক পত্র লিখন রীতি ও প্রেরণ,

টেলিফোন ব্যবহার, ই-মেইল ও সোশাল মিডিয়া সম্পকিত ক্লাস সেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ক্লাস সেশন গুলো পরিচালনা করেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান), উপসচিব (প্রশাসন), উপসচিব (প্রতিষ্ঠান-১) এবং সিস্টেম এনালিস্ট।










পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়াতে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণরত সুফলভোগীদের সাথে ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিডিও কনফারেন্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এস এম গোলাম ফারুক। এছাড়া অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সহ এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।









পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রশাসনিক ও ব্যাক্তিগত কর্মকর্তাদের ২৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ এক (০১) দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এস. এম গোলাম ফারুক। প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তা হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান), উপ সচিব (প্রশাসন) এবং সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব ক্লাস সেশন পরিচালনা করেন।








পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১৬-২০ গ্রেড কর্মচারিদের ২৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ এক (০১) দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এস. এম গোলাম ফারুক। প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তা হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), উপসচিব (প্রশাসন), সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব এবং সিস্টেম এনালিস্ট ক্লাস সেশন পরিচালনা করেন।






জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এস এম গোলাম ফারুক সিনিয়র সচিব হিসেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পদায়ন হওয়ায় এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পক্ষ হতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।






খ. শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০১৮-২০১৯ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ১ম শ্রেণীর ১ জন এবং ২য় শ্রেণীর ৫ জন সহ মোট ৬ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের নতুন পদ সৃস্টি ও শূন্যপদ পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রকল্পসমূহ

৩.২.১. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

প্রকল্পের রুপকল্প :
বহুমুখি কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকায়ন সুনিশ্চিত করে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন

প্রকল্পের অভিলক্ষ্য:
সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে বিনিয়োগযোগ্য নিজস্ব তহবিল গঠন করে দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সেবার আওতায় নিয়ে আসা এবং প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উপকারভোগী সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।

প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:
১. পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা সুসংহতকরণ;
২. উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণ;
৩. দরিদ্র মানুষের অংশীদারিত্বে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্থায়ী তহবিল গঠনপূর্বক তা আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থায়ী আয় সৃজন;
৪. বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতি প্রতি ন্যূনতম ৫ জন সদস্যকে পরামর্শক এবং প্রযুক্তি সহায়তাকারী হিসেবে গড়ে তোলা;
৫. দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বহুমুখি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও গতিশীল করা;
৭. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলোকে স্থানীয় সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা;
৮. আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
৯. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সুবিধাভোগীদের নিয়ে চলমান কার্যক্রমের সর্বস্তরে তথ্য-প্রযুক্তির সেবা নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল:
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বহুমাত্রিক ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল দর্শন হল জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ কিছু কর্মকৌশলকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তা হলো:

১। গ্রাম নির্বাচন:
প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রাম নির্বাচনের মাপকঠি ছিল:
১. দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতা;
২. শিক্ষার অপ্রতুলতা;
৩. নিয়মিত কাজের অভাব/অনিশ্চিত জীবিকা;
৪. জলাবদ্ধতা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে বিপর্যস্ত গ্রাম;
৫.অঞ্চলভিত্তিতে অনগ্রসরতার কোন বিশেষ কারণ বা বৈশিষ্ট্য;
তবে ৩য় সংশোধনীতে দেশের সকল গ্রামকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী এলাকায় যেখানেই দরিদ্র মানুষ আছে সেখানেই সমিতি গঠন করে দরিদ্র মানুষকে প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে।

২। **প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের মানদন্ড:**
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনে/শনাক্তকরণে একটি মানদন্ড অনুসরন করা হয়ে থাকে, তা হলো:

* দরিদ্র পরিবার (মহিলা পরিবার প্রধান: ০-০.৫০ একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-১
* দরিদ্র পরিবার (অনূর্ধ্ব ০.৩০ একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-২

* দরিদ্র পরিবার (সর্বোচ্চ ০.৫০একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-৩
* চর ও পাহাড়াঞ্চলে দরিদ্র পরিবার (সর্বোচ্চ ১.০০ একর) জমির মালিক অগ্রাধিকার-৪

উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে শহীদ পরিবার, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রয়েছে। কোনক্রমেই যাতে গ্রামের সচ্ছল, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী বা তাদের পোষ্য উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। মানদন্ড অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে ৪০ জন মহিলা এবং ২০ জন পুরুষ সদস্য। তবে ভৌগলিক বিশেষ অঞ্চল, বিশেষ সম্প্রদায়, নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি ভেদে সর্বনিম্ন ৩০ জন সদস্য নিয়েও গ্রাম সমিতি গঠন করা হয়। তবে নারী পুরুষ অনুপাত ঠিক রাখা হয়।

৩। **উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া:**
উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি উপকারভোগী নির্বাচন করার জন্য গ্রামে প্রকাশ্য স্থানে সভা করে উপস্থিত সকলের মতামত নিয়ে উপকারভোগী নির্বাচন করে থাকেন। প্রতি পরিবার হতে একজন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হওয়ার সুযোগ পান। সদস্যদের মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত হতে হবে ২:১।

৪। **গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি**:
গ্রামে প্রকাশ্য সভায় নির্বাচিত উপকারভোগীদের নিয়ে গ্রামভিত্তিক একটি অথবা দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশী হলে একাধিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়। প্রতি গ্রাম সমিতিতে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কার্যকারী কমিটি গঠন করা হয়। যার মধ্যে ১ জন সভাপতি ও ১ জন ম্যানেজার নির্বাচন করা হয়। গ্রাম সমিতির সদস্যদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ, পারস্পারিক আস্থা, বিশ্বাস, সহযোগিতা, অবাধ মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ সামাজিক পুঁজিকে (Social Capital) আরো বেশি সুসংহত করার লক্ষেই এ সংগঠনের সৃষ্টি।

৫। উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ ও অনলাইন ডাটা এন্ট্রি:
সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে প্রকল্পের কর্মীগণ উপকারভোগী সদস্যদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এ তথ্যের মধ্যে তাদের পেশা, জীবিকা, আয়, সম্পদ, পরিবারের সদস্যদের জীবিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য থাকে। প্রতি গ্রাম সমিতির সদস্যদের তথ্য প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজে এন্ট্রি দিয়ে অনলাইনে সমিতি তৈরীর কাজটি করেন প্রকল্পের কর্মীগণ। প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ারটি ৩টি বেসরকারি ব্যাংকের ব্যাংকিং সফটওয়ারের সাথে ইন্টারফেসিং থাকার কারণে প্রকল্পের ডাটাবেজ সফটওয়ারে সমিতি তৈরী সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে ব্যাংক সাইডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমিতির নামে একটি অনলাইন ব্যাংক হিসাব তৈরী হয়। অনলাইন সফটওয়ারে এন্ট্রিকৃত সকল উপকারভোগীর তথ্য বর্তমানে অনলাইন সফটওয়ারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং তা যে কোন ব্যক্তি অনলাইনে দেখতে পারেন।

৬। পুঁজি গঠনঃ
অনলাইনে সমিতি গঠন এবং ব্যাংক হিসাব তৈরী সম্পাদন হলে অংশীদারিত্ব মূলক পুঁজিগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ৩টি ধাপ রয়েছেঃ
ক) সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়ঃ
প্রকল্পের সদস্যগণ সপ্তাহে ৫০ টাকা মাসে ২০০ টাকা হারে সঞ্চয় করেন। প্রতি সদস্যকে একটি পাশ বই প্রদান করা হয়। প্রকল্পের মাঠ সহকারী রশিদ দিয়ে সদস্যের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করেন। অর্থ সংগ্রহ ও তা সদস্যের পাশ বইতে লেখার কাজে সমিতির ম্যানেজার মাঠ সহকারীকে সহায়তা করে থাকেন। মাঠ সহকারী সদস্যদের নিকট হতে সংগৃহীত অর্থ উপজেলায় প্রকল্প কার্যালয়ে কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারীর নিকট জমা দিয়ে একটি রশিদ গ্রহণ করেন। কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারী গৃহীত সঞ্চয়ের অর্থ অনলাইনে সমিতির হিসাবে জমা প্রদান করেন। ব্যাংক হিসাবটি সমিতির নামে হলেও ঐ হিসাবে সকল সদস্যের পৃথক হিসাব রাখার জন্য লেজার সংরক্ষিত হয়। ফলে কোন সদস্য কবে কত টাকা জমা করলেন তা পৃথকভাবে দেখা যায়। সদস্যদের সঞ্চয় জমা এক নাগাড়ে ২৪ মাস পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। ৬০ জন সদস্য ২৪ মাস ২০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে ২ বছরে ২.৮৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা হয়।

খ) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাসঃ

সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প হতে সমপরিমাণ অর্থ (সদস্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে ২৪ মাস) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাস হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। এটি দরিদ্র সদস্যদের তাঁদের কষ্টার্জিত দৈনন্দিন আয় হতে সঞ্চয় করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারি অর্থ ছাড়ের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদান করা হয়। কোন সদস্য বেশী সঞ্চয় করলেও মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে বোনাস প্রদান করা হয়। ব্যাংক হতে অনলাইনে এ অর্থ সমিতি তথা সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা হয়। এ অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্য সমিতির সদস্যদের একটি মিউচুয়াল তহবিল গঠন করা। এ অর্থ সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা হলেও এর মালিক সমিতি। কোন সদস্য ইচ্ছা করলে এ অর্থ তুলতে পারবেন না। শুধুমাত্র ঋণ নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

গ) সমিতির ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলে আর্থিক সহায়তাঃ

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব স্থায়ী তহবিল গঠনের জন্য প্রকল্প হতে প্রতি সমিতিকে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে দু'বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। সদস্যদের নিজেদের সঞ্চয় ও প্রকল্প হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদানের সাথে এ অর্থ যোগ হয়ে প্রতি সমিতির জন্য ২ বছরে ৯.০০ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গড়ে উঠছে। এ অর্থের মালিক সমিতি। সমিতির সদস্যগণ এ অর্থ স্থায়ীভাবে আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করেন। তহবিল গঠনের এ প্রক্রিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৭। প্রশিক্ষণ ও গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃজনঃ

আয়বর্ধক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করে সফল হতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রতি গ্রাম সমিতি হতে ৫ জন করে সদস্যকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা প্রকল্পে রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে একটি রিসোর্স টিম গঠন করে তার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে প্রদান করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে উপজেলা পর্যায়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হয় না। তাই ৩য় সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ প্রশিক্ষণ বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবাসিক ব্যবস্থায় প্রদান করা হচ্ছে। একটি সমিতি হতে ৫ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে ভলানটিয়ার বা সেচ্ছাকর্মী হিসেবে তৈরী করা হচ্ছে। যাতে প্রশিক্ষণ শেষে তারা তাদের লব্ধ জ্ঞান নিজে প্রয়োজনের পাশাপাশি সমিতির অন্য সদস্যদের শেখাতে পারেন।

৮। সমিতির সদস্যদের উঠান বৈঠকঃ

প্রকল্পে অন্যতম বৈশিষ্ট্য সদস্যদের নিয়মিত উঠান বৈঠক। যা সমিতির সদস্যদের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, একতা, কাজের জবাবদিহিতা তৈরীতে সহযোগিতা কর। এ বৈঠকে সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, ঋনের প্রকল্প গ্রহণ, কিস্তি আদায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, কুটিরশিল্প উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়াও এ বৈঠকে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশু অধিকার, বয়স্কশিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

৯। সমিতির তহবিল ব্যবহার ও জীবিকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সৃজনঃ

এ প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো তহবিল ব্যবহারে সমিতির সদস্যদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার। সমিতির সদস্যগণ উঠান বৈঠকে বসে সদস্যদের চাহিদা মাফিক ও প্রয়োজন অনুযায়ী আয়বর্ধক খামার সৃজনে সমিতির তহবিল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। প্রকল্প অফিস বা উপর হতে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয় না। উঠান বৈঠকে সদস্যগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে অনুযায়ী ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করার দায়িত্ব প্রকল্পের কর্মীদের। সদস্যগণ তাদের বসতভিটা উপযোগী বিষয়ে খামার সৃজনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১০। বিপণন সহায়তা (বাজারজাতকরণ কার্যক্রম):

সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার জন্য প্রতি উপজেলায় স্থাপন করা হচ্ছে মার্কেটিং সেন্টার। এ মার্কেটিং সেন্টারের মাধ্যমে সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন বাজারজাত করার সকল সহযোগিতা পাবেন। ইতোমধ্যে ৪৩৫টি উপজেলায় প্রকল্পের মার্কেটিং সেন্টার কাম অফিস ভবন তৈরী সম্পন্ন হয়েছে।

১১। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন:

সরকারের ডিজিটার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পেও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রস্তুত করা হয়েছে সকল সদস্যের অনলাইন ডাটাবেজ। সকল আ|র্থিক লেনদেন অনলাইন ব্যাংকিং তথা ডিজিটাল ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের দাপ্তরিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ব্যবহার/মোবাইল ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। কেনাকাটায় ই-দরপত্র, নথি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি "নথি" ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা:

প্রচলিত উচ্চ সুদের ঋণের পরিবর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত 'ক্ষুদ্র সঞ্চয়' মডেল অনুসরণে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী তহবিল সৃজন এবং ঐ তহবিল হতে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ-

১. সারাদেশের ৫৪.৫৯ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় আনা;

২. প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক আমার বাড়ি আমার খামার সমিতি গঠন । যার সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০ হতে সর্বাধিক ৬০টি দরিদ্র পরিবার। সদস্যদের ৬৬% হবেন মহিলা;

৩. দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান। মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা সঞ্চয় করলে প্রকল্প হতে সমিতির মিউচুয়াল তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চয়ের বিপরীতে মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে ২৪ মাস পর্যন্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদান প্রদান করা;

৪. ৬০ জন দরিদ্র মানুষের সমিতিতে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রকল্প হতে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে ২ বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা;

৫. এভাবে ৬০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতির স্থায়ী তহবিল ২ বছরে প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা;

৬. সকল অর্থ এবং আর্থিক লেনদেন প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণপূর্বক এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

৭. প্রতি সমিতি হতে গড়ে ৫ জন সদস্যকে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন আয়সৃজন কাজে ৩-৫ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন আবাসিক/ অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৮. সমিতির তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত সদস্যদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রহণ এবং সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ে সমিতিকে সক্ষম করে গড়ে তোলা;

৯. সমিতির স্থায়ী তহবিল উহার সদস্যদের মধ্যে স্থায়ী ও ঘূর্ণায়মানভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১০. প্রতিটি সদস্যের বাড়িকে পর্যায়ক্রমে পারিবারিক কৃষি খামারে পরিণত করা;

১১. যে সকল সদস্য সমিতির তহবিল হতে বিনিয়োগ করে সফল হবেন এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করবেন, তাদেরকে প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক হতে মাত্র ৫% সেবামূল্যে ৫০ হাজার টাকা হতে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ দেয়া;

১২. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে অফিস কাম মার্কেটিং সেন্টার নির্মাণ। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন মার্কেটিং এর সুযোগ তৈরি করা;

১৩. সমিতির তহবিল স্থায়ীভাবে লেনদেন এবং সদস্যদের আয়বর্ধক কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

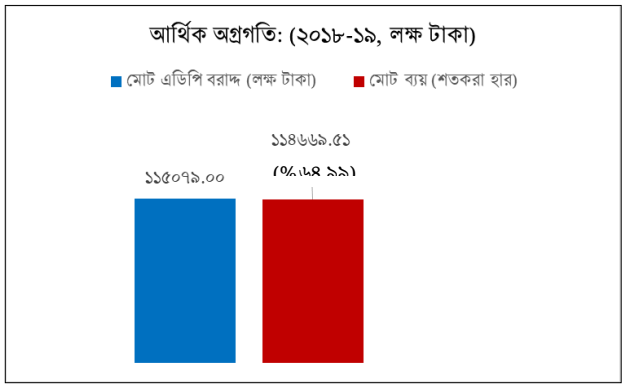

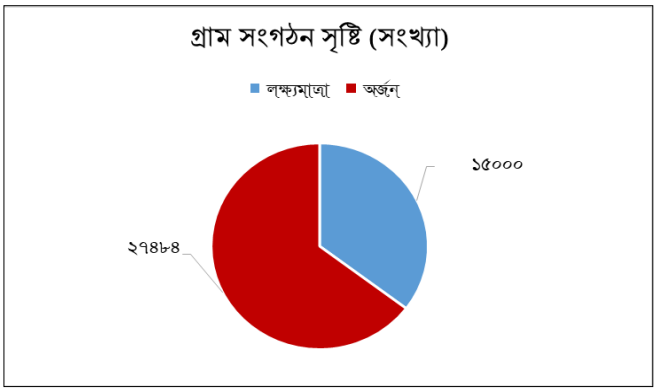

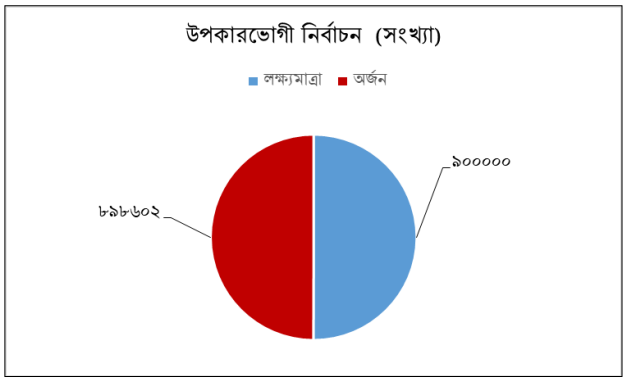

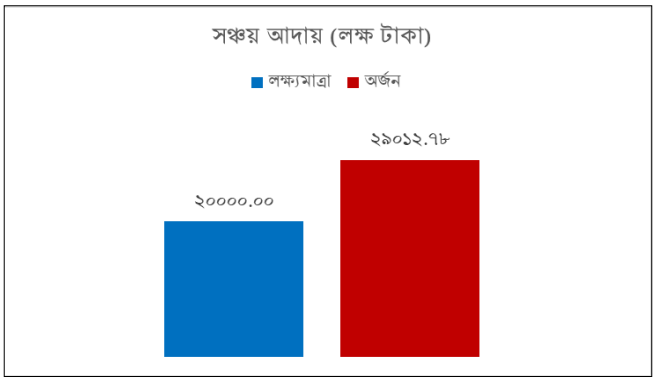

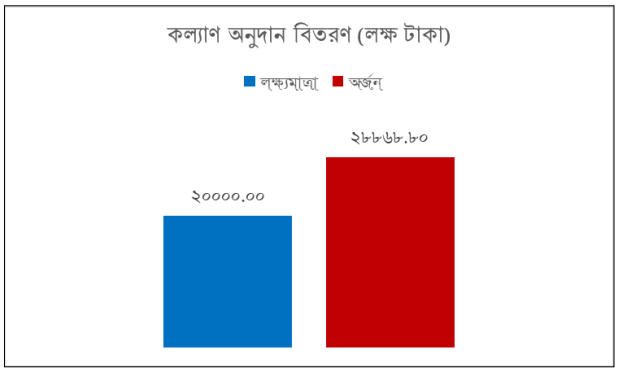

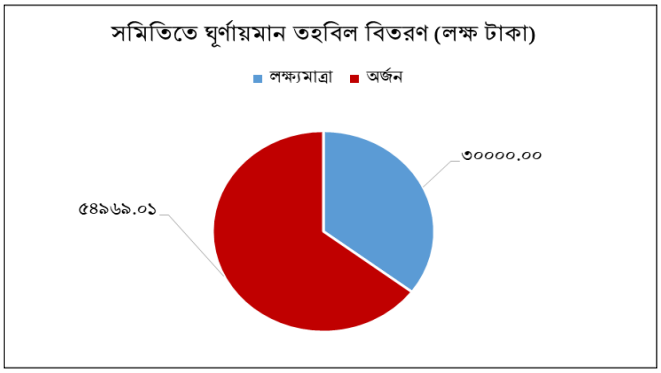

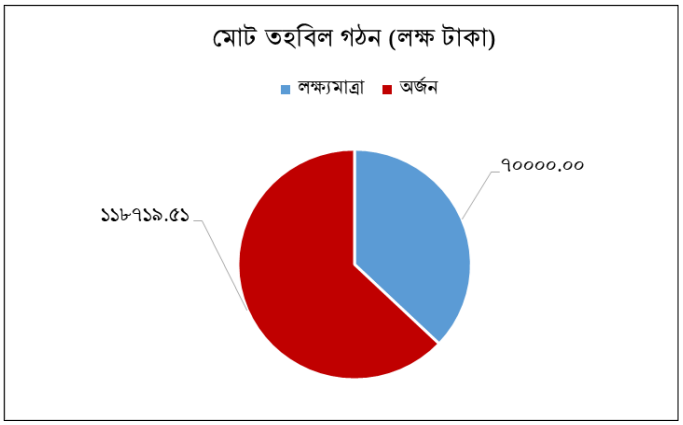
মোট তহবিল গঠন (লক্ষ টাকা)
লক্ষ্যমাত্রা
অর্জন
৭০০০০.০০
১১৮৭১৯.৫১

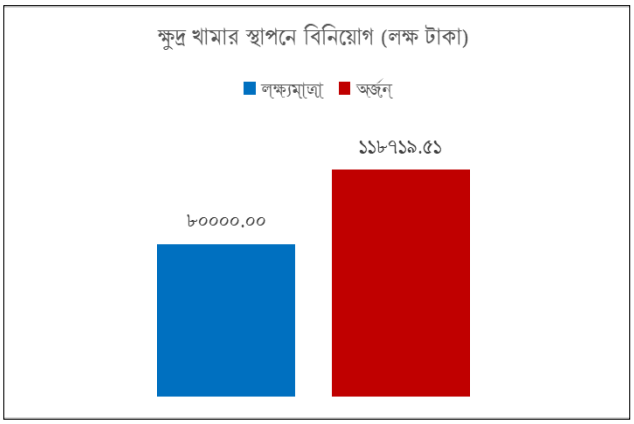
ক্ষুদ্র খামার স্থাপনে বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)
লক্ষ্যমাত্রা
অর্জন
১১৮৭১৯.৫১
৮০০০০.০০

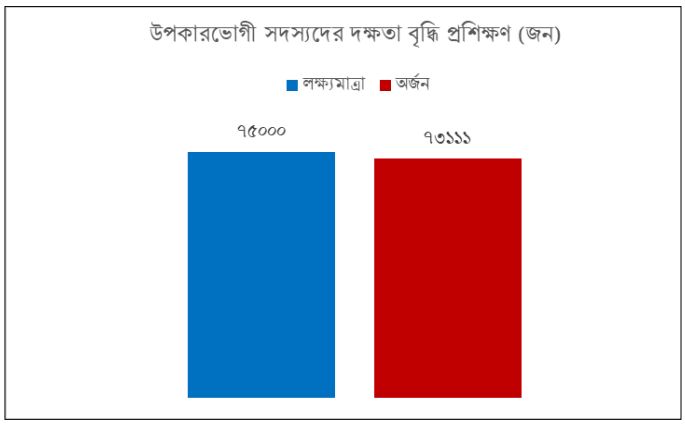
উপকারভোগী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ (জন)
লক্ষ্যমাত্রা
অর্জন
৭৫০০০
৭৩১১১

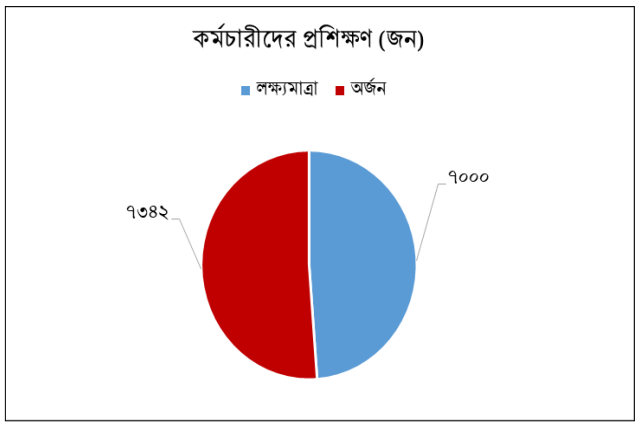
কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ (জন)
লক্ষ্যমাত্রা
অর্জন
৭০০০
৭৩৪২

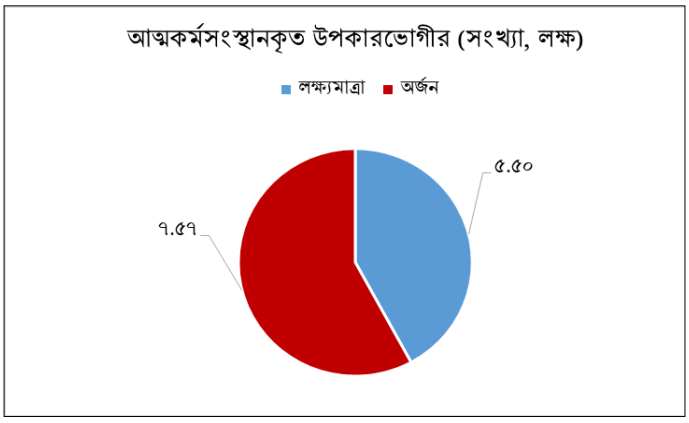
আত্মকর্মসংস্থানকৃত উপকারভোগীর (সংখ্যা, লক্ষ)
লক্ষ্যমাত্রা
অর্জন
৫.৫০
৭.৫৭

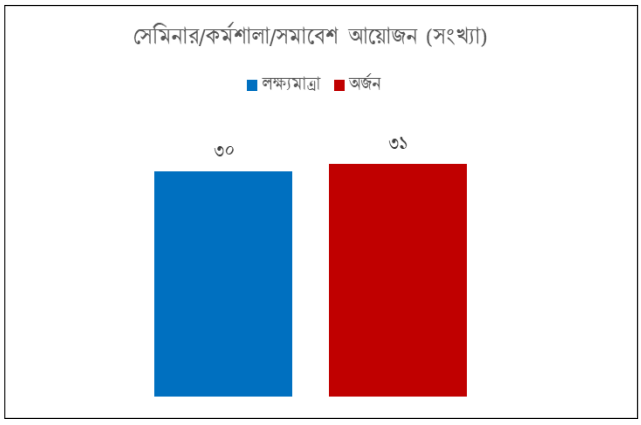
সেমিনার/কর্মশালা/সমাবেশ আয়োজন (সংখ্যা)
লক্ষ্যমাত্রা
অর্জন
৩০
৩১



৪৭ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপকারভোগীকে ঋণের চেক বিতরণ করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার





গত ০৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অশ্বিনী কুমার টাউন হল, বরিশালে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার-বরিশাল, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।



নবনিয়োগকৃত মাঠ সহকারীদের প্রশিক্ষণ গত ১৩/০৫/২০১৯ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার এলজিইডি অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক -এর পক্ষ হতে গত ১৫ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর, ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

৩.২.২ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়

"সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি "পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় এ বিভাগের ০৪টি সংস্থা সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)এর মাধ্যমে দেশের ১৬২ টি উপজেলার ১০,০৩৫টি গ্রামে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মোট ৩০১০৫ ০০.লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ,২০১৮ হতে ডিসেম্বর ,২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
  - ক) মোট : ৩০১০৫.০০
  - খ) জিওবি : ৩০১০৫.০০
  - গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
- প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।
- বাস্তবায়নকাল : ০১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১
- প্রকল্প এলাকা : এ প্রকল্পে দেশের সকল বিভাগের ৬৪টি জেলার ১৬২টি উপজেলার ১০,০৩৫টি গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (উল্লেখ্য, ১৬২টি উপজেলার ১০,০৩৫টি গ্রাম এর মধ্যে ইত:পূর্বে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ে ৬৬টি উপজেলার ৪,২৭৫টি গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- গ্রাম পর্যায়ে ১০,০৩৫ টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করা;
- প্রকল্পের আওতায় ৯,৫০,০০০ টি পরিবারের ১৪,৫০,০০০ জন সমবায়ীকে প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা;
- সমবায়ীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করা;
- সমবায়ীদের নিজস্ব তহবিল বিনিয়োগ এবং স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা দৃশ্যমান করা এবং তা গ্রামবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছানো;

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

- প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ;
- তহবিল সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ কর্মসূচি;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা;
- মাসিক যৌথ সভা ও প্রশিক্ষণের **মাধ্যমে দূর্বল সমিতিসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।**

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ছলি ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়ছে ১২০৬.১৭ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৩.২৩%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১২০৬.১৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৮০.৪১% এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ১৪,৩০,১৬৩ জন সমবায়ীকে (নারী-পুরুষ উভয়) প্রকল্পের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি প্রকল্পটির সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে সমিতি গঠন ১০,০৩৫টি, পরিবার অন্তর্ভুক্তি ৯,৫০,০০০টি, সদস্য অন্তর্ভুক্তি ১৪,৫০,০০০ জন এবং পুঁজিগঠন ৫১০.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে । উক্ত

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪,৯৫,৩৫১টি পরিবার ও ৭,৫৯,২০০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ৭,১৩৫টি সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং সমিতি কর্তৃক ১৫৫১১.৭৪ লক্ষ টাকার মূলধন/পুঁজি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পটির মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণে প্রায় ৪০,৮৫১ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।













চিত্রে: সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩.৩ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
১.	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জুলাই/২০০৯-জুন/২০২০)	পউসবি	৮০১০২৭.০৫	১১৫০৭৯.০০	১১৫০৭৯.০০	০.০০	১১৪০৫৭.৮৫	১১৪০৫৭.৮৫	০.০০	৯৯.১১
২.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় (০১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	পউসবি	৩০১০৫.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	১২০১.০০	১২০১.০০	০.০০	৮০.০৭
৩.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) প্রকল্প (মার্চ/২০১০ হতে জুন/২০২০)	বাপার্ড	৩৪৪৭৩.৫৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	৫৯২৩.০৬	৫৯২৩.০৬	০.০০	৯৮.৭২
৪.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (পিআরডিপি-২) (সংশোধিত) (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	বিআরডিবি	১৯৯২৭.১৫	৩০০০.০০	৪১৭০.০০	০.০০	২৭০৮.৯০	২৭০৮.৯০	০.০০	৯০.৩০
৫.	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (এপ্রিল/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	বিআরডিবি	১০৮৬৮.৭২	২৩২৮.০০	২৩২৮.০০	০.০০	২২২২.২৭	২২২২.২৭	০.০০	৯৫.৪৬
৬.	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প; (জানুয়ারি, ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০)	বিআরডিবি	৪১৭৭.৭৩	১৫৬৩.০০	১৫৬৩.০০	০.০০	১৪৩২.০৬	১৪৩২.০৬	০.০০	৯১.৬২
৭.	বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন (জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০২০)	বার্ড, কুমিলল্লা	৪২৬৪.০০	১৫৯১.০০	১৫৯১.০০	০.০০	১১৩৬.৩৫	১১৩৬.৩৫	০.০০	৭১.৪২
৮.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (এম ৪সি) (মে/২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৯)	আরডিএ, বগুড়া	৯২৬২.৮৫	১২২১.০০	৩০০.০০	৯২১.০০	১১০২.০০	১৮১.০০	৯২১.০০	৯০.২৫

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
৯.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প (অক্টোবর/২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৯)	আরডিএ, বগুড়া	১১১৩২.০০	৫০৫৩.০০	৫০৫৩.০০	০.০০	৫০১৭.৯৮	৫০১৭.৯৮	০.০০	৯৯.৩১
১০.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত) * (২ বছর ৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধন প্রক্রিয়াধীন)	আরডিএ, বগুড়া	৪২৪৩৩.৭৮	২৫৪০.০০	২৫৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১.	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)	আরডিএ, বগুড়া	৩৯৬৩.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	০.০০	৭৬৬.৭২	৭৬৬.৭২	০.০০	৯৫.৮৪
১২.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ)জামালপুর স্থাপন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)	আরডিএ, বগুড়া	১২৪৫০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	২৯২৫.৫৪	২৯২৫.৫৪	০.০০	৯৭.৫২
১৩.	‘‘বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকার বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন’’ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)	আরডিএ, বগুড়া	৩০৫৫.৭০	১৬৬০.০০	১৬৬০.০০	০.০০	১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০		৯৪.৮৯
১৪.	সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বিস্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	আরডিএ, বগুড়া	৩৯৮৯.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	৯৭৬.২০	৯৭৬.২০	০.০০	৯৭.৬২
১৫.	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	আরডিএ, বগুড়া	১৯৫১৫.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	৬৯.৪০	৬৯.৪০	০.০০	৬৯.৪০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
১৬.	উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন (জুলাই ২০১৬-জুন, ২০২১)	সমবায় অধিদপ্তর	১৫১৫৭.০০	৭২৪২.০০	৭২৪২.০০	০.০০	৭১০৬.৭৭	৭১০৬.৭৭	০.০০	৯৮.১৩
১৭.	কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	সমবায় অধিদপ্তর	২৩৮৯.০০	১০১০.০০	১০১০.০০	০.০০	৯৯৪.৯৬	৯৯৪.৯৬	০.০০	৯৮.৫১
১৮.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা-২য় পর্যায় (জানুয়ারি,২০১৬ হতে ডিসেম্বর,২০১৯)	এসএফডিএফ	৯১৬৩.৭১	২২৯২.০০	২২৯২.০০	০.০০	২২৬৩.৫৯	২২৬৩.৫৯	০.০০	৯৮.৭৬
১৯.	প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১)	পিডিবিএফ	৬১০০.০০	১৩০৫.০০	১৩০৫.০০	০.০০	১২৯২.৮৮	১২৯২.৮৮	০.০০	৯৯.০৭
২০.	হাজামজা/পতিত পুকুর পূনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২১)	পিডিবিএফ	৩৯৬৭.০০	৫০৪.০০	৫০৪.০০	০.০০	৪৯৭.৫০	৪৯৭.৫০	০.০০	৯৮.৭১
২১.	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও চর এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ ২০১৮ হতে জুন, ২০২০)	পিডিবিএফ	৩৩০৮.৪২	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	৯৯৭.৫০	৯৯৭.৫০	০.০০	৯৯.৭৫
২২.	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)	মিল্ক ভিটা	১০৫৯৩.২৩	৭১৫৬.০০	৭১৫৬.০০	০.০০	৭১৫৬.০০	৭১৫৬.০০	০.০০	১০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
২৩	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)	মিল্ক ভিটা	৪২৪৮.৭২	১৯৬০.০০	১৯৬০.০০	০.০০	১৮৫৩.৯৪	১৮৫৩.৯৪	০.০০	৯৪.৫৯
২৪.	বৃহত্তর ফরিপুরের চরাঞ্চলে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, চারণভূমি সৃজন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	মিল্ক ভিটা	৩৪৪১৯.২৯	৫৬২৪.০০	৫৬২৪.০০	০.০০	৫৩৮২.১৭	৫৩৮২.১৭	০.০০	৯৫.৭০

৪

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রধান পাঁচটি সংস্থা রয়েছে, এগুলো হলো- সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। আরও রয়েছে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। এছাড়াও কিছু আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলো হলো-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট; নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী; টাংগাইল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাংগাইল; বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মুক্তাগাছা; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, ফেনী; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, রংপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, খুলনা; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, বরিশাল; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওঁগা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

৪.১ সমবায় অধিদপ্তর

ভূমিকাঃ দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নতুন নতুন সমবায় সমিতি। এ সকল সমবায় সমিতির ব্যাক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১২,৪২,৬৯৭ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ৬২৩১ কোটি টাকা। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এ ছাড়া দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিবহণ খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় তথা পরিবহণ সমবায় দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন ও বিধির আওতায় নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নেও সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম(জুলাই'১৮ হতে জুন'১৯ পর্যন্ত)

নতুন সমিতি গঠনঃ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন করা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে ৮,৪৪০ টি নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে।

প্রাথমিক সি আই জি সমবায় সমিতি সংখ্যাঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সারা দেশে মোট প্রাথমিক সি আই জি সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩,১৪৮টি এবং সদস্য সংখ্যা ২,৯৪,০৫০ জন। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এই সমিতির সংখ্যা ছিল ১১,১২৭ টি অর্থাৎ বিগত বছরের তুলনায় এ বছর সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোট সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৭৭,৬৮৫টি যার মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৭৬,৪৭১টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,১৯২টি এবং জাতীয় সমবায় সমিতি ২২টি। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১,৭৪,৬০৪টি। যার মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৭৩,৩৯৬টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,১৮৬টি এবং জাতীয় সমবায় সমিতি ২২টি। গত বছরের তুলনায় এ বছর সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যাঃ নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন ও পুরানো সমিতিতে নতুন সদস্য অর্ন্তভুক্তি বা প্রত্যাহারের মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নতুন সদস্য অর্ন্তভূক্তি হয়েছে ৯,৩২,৫০২ জন এবং সদস্য প্রত্যাহার হয়েছে ৫,২৪,০৫২ জন। ফলে বর্তমান অর্থ বছরে মোট সদস্য সংখ্যা দাড়িঁয়েছে ১,১২,৪২,৬৯৭ জন। গত বছর সদস্য সংখ্যা ছিল ১,০৮,৩৪,৭৫০ জন।

সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সারাদেশে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ভৌত সম্পদ, বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ, মজুদ তহবিল ইত্যাদির মোট পরিমাণ প্রায় ৬,২৩১.০৩ কোটি টাকা।

সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থানঃ সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৯,৪৭,১৮১ জন লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

সমবায় সমিতির অডিটঃ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব ও কার্যক্রম অডিট করা। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৬২,০৯৩টি সমবায় সমিতি অডিট করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণঃ সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সমবায় সংগঠন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী। এ ধরনের কর্মীবাহিনী সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গঠন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী সমবায় সেক্টরের একমাত্র জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। যেখানে মূলত: সমবায়কে কেন্দ্র করেই সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও তার আওতাধীন ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট সমবায়ীদের এবং সমবায় বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সমবায় খাতের উন্নয়নের জন্য সমবায়ী চেতনা সৃষ্টির নিমিত্তে সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণের তথ্যচিত্র:

অর্জনের খাত সমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	৭০	১৭০১
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট	৪৫০	১৫১৫৬
সিআইজি	২০৮	৫২২৫
মোট	**৭২৮**	**২২০৮২**

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণঃ সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ দল কর্তৃক সমবায় সমিতিতে গিয়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী পালন ও গবাদী পশু-পালন, বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচীর আওতাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি চিত্র নিম্নরুপঃ

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতিঃ

অর্জনের খাত সমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ	১৯৬৪	৪৯১৮০
সিআইজি	২৪৮	৬২০০

বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪০ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়ঃ সমবায় অধিদপ্তর সরকারী রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতি অডিট করার পর সমিতি হতে নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসেবে ১৮.৮১ লক্ষ টাকা এবংঅডিট ফি হিসেবে ৩৮৬.৯২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৪০৫.৭৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।

সমবায় উন্নয়ন (সিডিএফ) তহবিল আদায়ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৬৮.৫৮ লক্ষ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায় করা হয়েছে।

<u>প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমঃ</u>

সমবায় অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণিতে ২৮ জন এবং ৪৯ জনকে অন্যান্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগের ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
পদোন্নতিঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণির ৩৮ জন এবং অন্যান্য পদে ৯৯ জন সহ মোট ১৩৭ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। পদোন্নতির ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ব্যাংক ও বীমা সংক্রান্ত:

ক) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি:
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: সমবায় খাতে একটি শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। সমবায়ী কৃষকদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ করা ব্যাংকের প্রধান কাজ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিজস্ব তহবিল হতে কৃষি ঋণ বাবদ ২৮০ জন সদস্যের মাঝে ১৪০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে ২৮০ জন সমবায়ী কৃষক উপকৃত হয়েছেন এবং কৃষি উৎপাদনে সমবায় ব্যাংক স্বল্প পরিসরে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

খ) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি:
বিগত ২৩/৫/১৯ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লি: এর সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক গত ২৮/০৭/১৮ খ্রিঃ তারিখে সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লি:নৌ-বীমা (কার্গো), অগ্নি, মটর ও অন্যান্য বিষয়ে মোট আয় হয়েছে ২০৫.৯৯ লক্ষ টাকা (প্রিমিয়াম আদায় ২০৩.৪১ লক্ষ টাকা+এফ.ডি.আর সুদ ২.৫৯ লক্ষ টাকা) এবং ব্যয় হয়েছে ১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা। উদ্বৃত্ত ২০.২৫ লক্ষ টাকা।

দুগ্ধ সমবায়ঃ
দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছে। প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন (মিল্কভিটা) নামে একটি জাতীয় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত।

<u>বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা):</u> ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার “সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প” নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। উক্ত প্রকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন যা দিয়ে দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম “বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড” (মিল্কভিটা) নামে নামকরণ করা হয়। মিল্ক ভিটা গ্রামীণ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ,

দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়াতে সরাসরি অবদান রাখছে। মিল্কভিটা তরল দুধের পাশাপাশি ঘি, মাখন,আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং ইত্যাদি বিক্রি করছে। বর্তমানে মিল্কভিটার সদস্য সংখ্যা ৬৫টি কেন্দ্রীয় সমিতি, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৪৪১৩.৮৪ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬.৫০ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৩২৬.২৬ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ২৬৩.৫১ লক্ষ টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মিল্কভিটা প্রায় ৪৬৯.৪৯ লক্ষ লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে।

আশ্রয়ণ সমবায়ঃ

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভূক্ত কর্মসূচি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্নিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুর্নবাসনের নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭২১৫টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে প্রায় ৫৮৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত। সারা দেশে জুন/১৯ পর্যন্ত ১৪৭১টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ১,৫৬,৬২৭ জন।

<u>আশ্রয়ণ প্রকল্পে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমঃ</u>

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। সমবায় অধিদপ্তর উপজেলা বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমিতি গঠন ও তার নিবন্ধন করে; যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদেরকে নিয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে উক্ত ঋণ ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৫৪৪.৭৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৪৪৫.০১ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

<u>পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস):</u>

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের বিধিবদ্ধ কার্যাবলী নিয়মিত তদারকি করে থাকে। জুন'১৯ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৩৩৭টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৪,৩৮,৯০২জন।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহঃ

(ক) "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পঃ

"উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক" প্রকল্পটি ১৫১৫৭.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় চলতি বছরে গাভী ক্রয় বাবদ ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২টি পর্যায়ে মোট ৫০০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ৫০০০ জন সুবিধাভোগী সদস্যকে গাভী ক্রয় ঋণ বাবদ ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণকে গাভী পালন ও সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ

সহায়তা প্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণ গাভী/বকনা ক্রয় করে লালন পালন শুরু করেছেন। প্রতিটি উপজেলায় সুবিধাভোগীদের ক্রয়কৃত গাভীর পরিচর্যা এবং প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম ও সমিতির কার্যক্রম তদারকির জন্য ১ জন করে ফ্যাসিলিটেটর এবং ক্রয়কৃত গাভীর প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও কৃত্রিম প্রজননের জন্য ১ জন করে কৃত্রিম প্রজননকারী (এলএফএআই) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।



ফরিদপুর সদর উপজেলায় প্রকল্পের একজন সুবিভোগীর হাতে গাভী ক্রয় ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি।



খুলনা জেলায় প্রকল্পের একজন সুবিভোগীর হাতে গাভী ক্রয় ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নারায়ণ চন্দ্র, এমপি।

(খ) "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পঃ

"দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কমর্সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ২৩৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ২৮৮০জন সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে এবং ৮০ জন করে সদস্যের সমন্বয়ে ৩৬ টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য ১৬৪টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৯২৪.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।





চিত্রে: সমিতির সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ

(গ) "সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন" শীষর্ক প্রকল্পঃ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে "সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৯৮৩.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম বাংলাদেশের ১৫ টি জেলার ২৮ টি উপজেলায় বিস্তৃত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৫৭ টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে; যার মোট সদস্য সংখ্যা ৯৫৬৯ জন। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ৩০০০ জন উপকারভোগীকে মোটিভেশনাল এবং ৯৬০০ জন উপকারভোগীকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং সহ মোট ১২৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কম্পোনেন্ট এর আওতায় ২০১৯, জুন পর্যন্ত সমিতির উপকারভোগী ৬২৩৯ জনকে মোট ৭৯২.৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।



রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় নৃ-তাত্ত্বিক সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণের চেক বিতরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।



নওগাঁর ধামইরহাটে নৃ-তাত্ত্বিক সমবায় সমিতির সাঁওতাল সদস্যবৃন্দ ক্ষুদ্র ঋণের সাহায্যে গাভী পালন করছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসঃ

২৫ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ করেন। এছাড়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম,পি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ,এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল '' সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি''। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গতি আনতে সমবায় বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। এখানে নারীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি। সমবায়ে নারীদের কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ রয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ(মিল্কভিটা) এর চেয়ারম্যান জনাব শেখ নাদির হোসেন লিপু এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ ।



৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৮ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৮ অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন প্রাক্কালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শোভাযাত্রায় সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, এবং মন্ত্রণালয় ও সমবায় অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সমবায়ীরা অংশগ্রহণ করেন।



৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৮ উদযাপন প্রাক্কালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।



৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি জাতীয় পতাকা এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙাঁ এম.পি সমবায় পতাকা উত্তোলন করছেন।

সমবায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০টি ক্যাটাগরিতে সমবায় সমিতি/ সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ী এবং সমবায় সমিতির নিকট পদক তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র দেয়া হয়।





বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৮ অনুষ্ঠানে ‘সমবায় পণ্য মেলা’ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

(খ) সমবায় অধিদপ্তরে জাতির পিতা’র ৯৯তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনঃ

১৭ মার্চ ২০১৮ স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।



জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষে সমবায় ভবনে কেক কাটার অনুষ্ঠান।



জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষে সমবায় ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ।

(গ) সমবায় অধিদপ্তরে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপনঃ

বিগত ৭ জুলাই শনিবার ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৯৬তম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসপালন করা হয়। প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে এ দিবসটি পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে হোটেল ৭১ এর সামনে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি জাতীয় পতাকা এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি ও মিল্কভিটার চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন। ৯৬তম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশ বেতারে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ এর একটি বেতার কথিকা প্রচারিত হয়।



আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উপলক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ (সাবেক), এমপি জাতীয় পতাকা এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি ও মিল্কভিটার চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন।



আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য উপস্থাপন।

(ঘ) সমবায় অধিদপ্তর এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৮-১৯):

সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ, নতুন নতুন উৎপাদনমুখী সমবায় সংগঠন তৈরি, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া আইন প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য। বিগত তিন অর্থবছরে মোট ২১ হাজার ৪০৪টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন, প্রায় ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার নতুন জনগোষ্ঠীকে সমবায় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং টেকসই সমবায় গঠনের নিমিত্ত ৪৭ হাজার ৬৫জন ব্যক্তিকে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৪৬ জনকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত তিন বছরে সমবায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, মনিটরিং জোরদার এবং অকার্যকর সমবায় সমিতি বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সমবায় সমিতির সংখ্যা এবং সদস্য সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সমবায় সমিতিসমূহের মোট সম্পদের পরিমাণ গত তিন বছরে ১৮৬ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৩হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৬২৫৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকায় পৌঁছে। সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৬ জনের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জিত নম্বর ৯৫.১৩।

এছাড়া দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া এবং সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের সরাসরি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য সমবায়ের মাধ্যমে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন এবং সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
আশা করা যায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সঠিকভাবে কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে এবং সমবায় অধিদপ্তর দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, অংশিদারিত্ব সৃষ্টি ও সম্পদের অধিকার অর্জনে সক্ষমতা এবং নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব সৃষ্টি সহ নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

(ঙ) সমবায় অধিদপ্তরে মহান বিজয় দিবস উদযাপনঃ

১৬ ডিসেম্বর' ২০১৮ মহান বিজয় দিবস পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষে অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আগারগাঁও সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন।



মহান বিজয় দিবস' ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে র‍্যালী ও পুষ্পস্তবক অর্পণ


মহান বিজয় দিবস' ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে আলোচনা সভা

(চ) সমবায় অধিদপ্তরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনঃ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে ২৬ মার্চ' ২০১৯ তারিখ সমবায় অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আগারগাঁও সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিল। এসব অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন।



মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে র‍্যালী ও পুষ্পস্তবক অর্পণ



মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

(ছ) সমবায় অধিদপ্তরে "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" উদ্বোধন:

বিগত ২১ মার্চ ,২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আগারগাঁওস্থ সমবায় অধিদপ্তরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার অধিদপ্তরের লাইব্রেরীতে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' উদ্বোধন করেন এবং লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ছবি ও বই-পুস্তক পরিদর্শন করেন। এ সময় সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি,কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি, এর বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন।

৪.১.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক-শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, মেহনতি জনতার কণ্ঠস্বর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণীর মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতের "আমূল" পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপনের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক'এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা'এর সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাসট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এ দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দু'টির সুপারিশ বিবেচনা করে পূর্বতন কারখানা দু'টির দায়-

দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় নিম্নোক্ত দু'টি মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে ১৯৭৭ সালে "বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড" নামকরণ করা হয়।

উদ্দেশ্যঃ

ক) শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষক সম্পর্কে সমবায়ের মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি এবং

খ) শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ।

ভিশনঃ

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ।

মিল্ক ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাঠামো:

মিল্ক ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত শেখ নাদির হোসেন লিপু সভাপতি এবং ১১ (এগার) জন সদস্য রয়েছেন। নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ০১ (এক) জন, মহাব্যবস্থাপক ০২ (দুই) জন, অতি: মহাব্যবস্থাপক ০৪ (চার) জন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১১২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।





১৪ মে, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)'এর বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি প্রধান অতিথি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু।

মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রমসমূহঃ

সমিতি সংগঠনঃ

(ক) বিভাগভিত্তিক মিল্ক ইউনিয়নের সমিতির সংখ্যাঃ

ক্র নং		মোট প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা	মোট কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা	সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা
১.	রাজশাহী বিভাগ	১৩৭৩	১০	৬৭৮৯০
২.	রংপুর বিভাগ	৪৮৩	৪	১৫৪৫৬
৩.	ঢাকা বিভাগ	৫৩১	১৪	১৬৯৯২
৪.	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৪৭	১৩	৪৭০৪

৫.	খুলনা বিভাগ	৩৩৪	১৪	১০৬৮৮
৬.	বরিশাল বিভাগ	৯০	৫	৩১৫০
৭.	ময়মনসিংহ	১২৯	৫	৪৬৮৮
	সর্বমোট	৩০৮৪	৬৫	১৩৪৭২৮

(খ) **মিল্ক ইউনিয়নের কার্যকরী এলাকাঃ** দেশের মোট ৭টি বিভাগের ৪১টি জেলার ১৩৭টি উপজেলার ৪৯০টি ইউনিয়নের মোট ২৩১৯টি গ্রামে মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

(গ) **দুগ্ধ সংগ্রহঃ** ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মিল্কভিটা'র মোট দুগ্ধ ক্রয় ও মোট দুগ্ধ মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ক্র: নং	মাস	মোট দুগ্ধ ক্রয় (লিটার)	প্রতিলিটার দুধের গড় মূল্য	মোট দুগ্ধ মূল্য পরিশোধ (টাকায়)
১.	জুলাই'১৮	৪৬৭৫৭৯২	৩৮.০৯	১৭,৮০,৭৩,৫৭৯.৬৫
২.	আগষ্ট'১৮	২৬৬১৯৫২	৩৮.১০	১০,১৪,০৯,৪০১.৯২
৩.	সেপ্টেম্বর'১৮	৩২৫৭৩৬৭	৩৯.৪১	১২,৮৩,৫৮,২৩৪.৮৮
৪.	অক্টোবর'১৮	৩৫৮০৬৭৫	৪০.২৬	১৪,৪১,৪৬,৫১৫.১৯
৫.	নভেম্বর'১৮	৪১৯১৫৪১	৪০.৮২	১৭,১০,৭৫,৬৭৭.১৬
৬.	ডিসেম্বর'১৮	৪২৬৬৭৫১	৩৯.৮৮	১৭,০১,৪৭,৯৩৬.৩২
৭.	জানুয়ারি'১৯	৪৭৭১১৬২	৩৯.৯৫	১৯,০৫,৭৭,১৮২.৭৪
৮.	ফেব্রুয়ারি'১৯	৪১৪৩৯১৮	৩৯.৪৬	১৬,৩৫,১০,৭৩৪.৮৮
৯.	মার্চ'১৯	৪২৬০৭৬৬	৩৮.৭০	১৬,৪৮,৮১,৯৩৩.৭২
১০.	এপ্রিল'১৯	৪০৬২৪৫৫	৩৭.৮২	১৫,৩৬,৪০,৯০৩.৩৮
১১.	মে'১৯	৩৬৫৪০১৭	৩৮.৪৫	১৪,০৪,৬৯,৬৫২.৬১
১২.	জুন'১৯	৩৫০৭২৩৪(প্রায়)	৩৮.৩৮	১৩,৪৬,০৪,৫৪৩.১১

(ঘ) দুগ্ধ ও দুগ্ধ সামগ্রী উৎপাদন কার্যক্রমঃ ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে মিল্কভিটা কর্তৃক বিপণনের জন্য উৎপাদনকৃত পণ্যের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যঃ তরল দুধ ৩৮৯৮৪০২১ লিটার, ফ্লেভার্ড মিল্ক ৯৩০৪৭০ প্যাকেট, ফুলক্রীম গুঁড়া দুধ ৮৯৪১০ কেজি, ননীবিহীন গুঁড়া দুধ ৬৩৫১ কেজি, মাখন ১৫৩৩৬১৭ কেজি, ঘি ২৭২৭৩২ কেজি, আইসক্রীম ৪১৮০৮ পিস, চকবার ৫১৪৩৭ পিস, ললজি ২১০০ পিস, মিষ্টি দই ১৫৮৯২৪ লিটার, রসমালাই ৭৬৫১০ কেজি, কেন্ডি চকলেট ৮০৭৭৭ প্যাকেট, টক দই ১৩৯৬৯৮৪ লিটার, লাবাং ২৮৪১৮৬ লিটার, মাঠা ৩৪৫৮৯ লিটার (লক্ষ টাকায়) (অনিরীক্ষিত)।

(ঙ) বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ মিল্ক ভিটা নিম্নবর্ণিত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী বিপণন করে থাকে:

- পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ
- ফ্লেভার্ড মিল্ক
- ক্রীম
- আইসক্রীম
- মাখন
- ননীযুক্ত গুড়োদুধ
- ননীবিহীন গুড়ো
- মিষ্টি দধি
- টক দধি
- ঘি
- রসমালাই
- রসগোল্লা
- সন্দেশ
- চকোলেট
- লাবাং
- মাঠা



মিল্ক ভিটা'র বিপণনকৃত পণ্য সামগ্রী

২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের মিল্কভিটা'র বিপণন সংক্রান্ত তথ্যঃ (লক্ষ টাকায়) (অনিরীক্ষিত)

ক্র: নং	পণ্যের নাম	বিক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য
১.	তরল দুধ (লিটার)	২৩৮৫০২৩০৭৬.০০
২.	ফ্রেভার্ড মিল্ক (প্যাকেট)	১৪৩০২৪৯৫.০০
৩.	ফুলক্রীম গুঁড়া দুধ (কেজি)	৪৪০২৩৫৪১.০০
৪.	মাখন (কেজি)	২০৩১৩৬৭৩৬.০০
৫.	ঘি (কেজি)	২৭১১৯৯৩৫৪.০০
৬.	আইসক্রমি (পিস)	৬২০৫৫৭২.০০
৭.	চকবার (পিস)	৮২০২৩৬.০০
৮.	ললজি (পিস)	১৭০৫০.০০
৯.	মিষ্টি দই (লিটার)	২৬৯৩৬৭৪৫.০০
১০.	রসমালাই (কেজি)	১৯৫৮৩৩০০.০০
১১.	ননীবিহীন গুঁড়া দুধ (কেজি)	৩০৫৬৬৮৮.০০
১২.	কেন্ডি চকলেট (প্যাকেট)	৫১৫০৪৮.০০
১৩.	টক দই (লিটার)	৩৭১৯০৫৭০.০০
১৪.	লাবাং (লিটার)	২৭২৪০০৬৬.০০
১৫.	মাঠা (লিটার)	৩২৮৩০১২.০০
	সর্বমোট=	৩০৪২৫৩৩৪৮৯.০০

অর্থ ও সম্পদের বিবরণঃ মিল্ক ইউনিয়নের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আর্থিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত (অনিরীক্ষিত) নিম্নে তুলে ধরা হলো:-

নং	বিবরণ (৩০শে জুন ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত)	কোটি টাকায়
১	সরকারী ইক্যুইটি	৪১.৫০
২	সমবায়ীদের শেয়ার মূলধন	৪৪.২০
৩	সরকারী ঋণ	২৬.২০
৪	আবর্তক তহবিল	৫.০০
৫	স্থাবর সম্পত্তি মূল্য (অবচয় বাদে)	১১৮.১৭
৬	অস্থাবর সম্পত্তি মূল্য (অবচয় বাদে)	১২৪.১৯
৭	নীট লাভ (২০১৮-২০১৯)	২.৬৪
৮	বাৎসরিক টাণওভার (২০১৮-২০১৯)	৩০৫.৬৬
৯	স্থায়ী আমানত	৮৯.৫৫
১০	চলতি তহবিল	৩০.০০

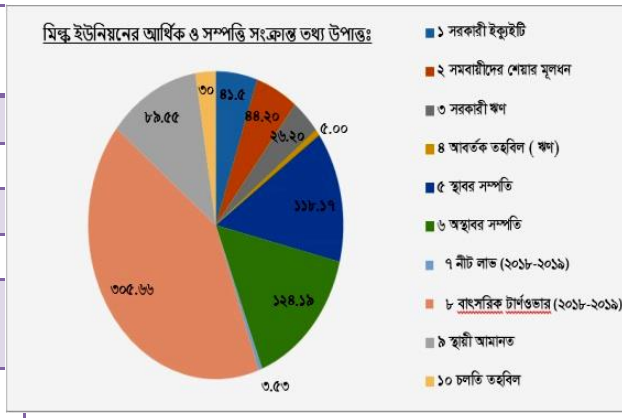

৩.৫ সেবামূলক কার্যক্রমঃ

- **কৃত্রিম প্রজননঃ** উন্নতমানের ফ্রিজিয়ান ও জার্সী বুলের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৃত্রিম প্রজনন ১০১৩৯১ টি কৃত্রিম প্রজনন বাঘাবাড়ীঘাট গবাদিপশু উন্নয়ন (সিডি) শাখায় সম্পন্ন হয়েছে।
- **সিমেন সংগ্রহ ও বিনামূল্যে বিতরণঃ** ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১.২০ লক্ষ ডোজ সিমেন সংগ্রহ করা হয়।
- **ঔষধ ক্রয় ও ভ্যাকসিন প্রদান বিনামূল্যেঃ** ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ঔষধ ক্রয়ের পরিমাণ ১৬০ লক্ষ টাকা এবং ভ্যাকসিন প্রদান করা হয় ১.৬০ লক্ষ ডোজ।
- **প্রাণি চিকিৎসাঃ** ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০.৭০ লক্ষ প্রাণিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
- **হিমায়িত বীজঃ** ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হিমায়িত বীজ উৎপাদন ১২১৫৩০ ডোজ, বিতরণ ১০৯১৯১ ডোজ এবং মজুদ করা হয় ২৩১৯৫ ডোজ।
- **গো খাদ্যঃ** উন্নতমানের দানাদার গো খাদ্য প্রকৃতমূল্যে সমবায়ীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ২১০০ মেট্রিক টন গো-খাদ্য উৎপাদন এবং ন্যায্য মূল্যে তা সরবরাহ করা হয়।
- **ঘাস চাষঃ** উচ্চ ফলনশীল সবুজ ঘাসের কাটিং ও বীজ প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০ মেট্রিকটন উন্নত জাতের জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয় ও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
- **গাভী ঋণঃ** মিল্ক ইউনিয়ন সমবায়ীদের মধ্যে মাত্র ৫% সার্ভিস চার্জে গাভী ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৃষকের মাঝে মোট গাভী ঋণের পরিমাণ ২.৫০ কোটি টাকা।
- গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য খামারীদের কারিগরি জ্ঞান প্রদান করা হয়।

উল্লেখিত সেবাসমূহ মিল্ক ইউনিয়নের সকল সমবায়ী খামারীদের সারা বছরব্যাপী প্রদান করা হয়।




গত ২০/০৬/২০১৯ তারিখে মিল্ক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (অতিরিক্ত সচিব), ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সভাপতিতে বিভাগীয় প্রধানগণসহ সকল দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র ও কারখানার সাথে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(এপিএ) সম্পাদিত হয়েছে।

মিল্ক ইউনিয়নের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহঃ

প্রকল্পের নাম	**"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গো-খাদ্য উৎপাদন কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প**
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	২৭২৮.২৪ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	লাহেড়ীমোহনপুর, সিরাজগঞ্জ

"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গো-খাদ্য উৎপাদন কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাদার গো খাদ্য প্রকৃতমূল্যে সমবায়ীদের মাঝে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ২১০০ মেট্রিক টন গো-খাদ্য উৎপাদন করা হয় এবং কৃষকদের মাঝে তা ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

প্রকল্পের নাম	**"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্প**
প্রকল্পের মেয়াদ	জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১৮২৪.৪৭ লক্ষ টাকায়
প্রকল্প এলাকা	লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা (মূল কেন্দ্র) মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলা (উপ-কেন্দ্র)

মিল্ক ইউনিয়নের চলমান প্রকল্প সমূহঃ

প্রকল্পের নাম	**"সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুড়ো দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন" প্রকল্প**
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১০৫৯৩.২৩ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের এলাকা	রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদুর উপজেলার বাঘাবাড়িঘাটে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- Flush Season (নভেম্বর থেকে মার্চ)-এ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী কৃষকেরা প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ উৎপাদন করে। সে ক্ষেত্রে মিল্ক ইউনিয়ন উন্নত প্রযুক্তি ও ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন করে দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ কাঁচা তরল দুগ্ধ কৃষকদের নিকট হতে ক্রয় নিশ্চিতকরণ;
- বর্ষা মৌসুমে আমাদের দেশে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে, এছাড়া মানবসৃষ্ট দুর্যোগ যথা: হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট ইত্যাদি যে কোন সময় ঘটতে পারে। সে পরিস্থিতিতে দুগ্ধ পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকেরা খোলা বাজারে তাদের উৎপাদিত কাঁচা তরল দুধ কম দামে বিক্রয় করে। গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে মিল্ক ইউনিয়ন তাদের অতিরিক্ত ধারণ ক্ষমতার কাঁচা তরল দুগ্ধকে গুঁড়ো দুধে রূপান্তরিত করে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা;

- গুঁড়োদুগ্ধের আমদানী কমিয়ে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা ;
- দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (গুঁড়ো দুগ্ধ, মাখন, ক্রীম)-এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণের পুষ্টি মানের উন্নয়ন;
- দুগ্ধ শিল্পে উদ্যোক্তা সৃষ্টির সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে শিল্পায়নে সহায়তা করা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আয় বৃদ্ধি সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।





"সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুড়োঁ দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন" প্রকল্পের সিভিল কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন প্রকল্প পরিচালক মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পিপিএম)।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

- প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্য মাত্রা ১০০০ জন অর্জন ১০০০ জন;
- গত ০২/১০/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়;প্রকল্পের সিভিল কাজের মূল স্ট্রাকচারের ৫৬টি পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে, ইউটিলিটি বিল্ডিংসমূহ নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- গত ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে "Imported Powdered Milk: Threats for Dairy Industry and Public Health in Bangladesh" সেমিনার জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সভাপতিত্বে সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ইতোমধ্যে মেশিনারীজের প্রথম চালান বেনাপোলে পৌঁছেছে; শুল্কায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত মেশিনারীজের শিপমেন্ট শুরু হয়েছে।

প্রকল্পের নাম	**"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন" প্রকল্প**
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারী, ২০১৭- জুন, ২০২০
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৭৯৪.২২ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের এলাকা	পটিয়া, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী কৃষক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনিক দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের ভোগের মাত্রা বৃদ্ধিকরণ;
- দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি মানের উন্নয়ন;
- আয় বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা;
- দুগ্ধ শিল্পে উদ্যোক্তা সৃষ্টির সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে শিল্পায়নে অনুপ্রাণিত করা;
- Flush Season (নভেম্বর থেকে মার্চ)-এ ঘি, মাখন এবং কাঁচা তরল দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে
- বাজারের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা;
- গুঁড়োদুগ্ধের আমদানী কমিয়ে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা ;
- দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি দুগ্ধ উৎপাদন কারখনা স্থাপন করা।



"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন" প্রকল্পের খামার সেড।



"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন" প্রকল্প এলাকা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

- সুবিধা ভোগী নির্বাচনঃ লক্ষ্যমাত্রা ৯৫ জনের বিপরীতে অর্জন ৯৫ জন;
- প্রশিক্ষণ প্রদানঃ গত ০৬/০৪/২০১৮ হতে ০৮/০৪/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৫০০ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ঋণ বিতরণের লক্ষ্যঃ ঋণ বিতরণের লক্ষ্য মাত্রা ১০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ১০০.০০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১০০.০০ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতির হার ১০০%;
- প্রকল্পের মেশিনারীজ আমদানীর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র মূল্যায়ন কার্য সমাপ্ত হয়েছে। Notification of Award (NOA) জারী, চুক্তি স্বাক্ষর, ক্রয়াদেশজারী ও এলসি খোলার নিমিত্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে এবংকার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে;
- প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন সমাপ্ত হয়েছে, সিভিল কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে মর্মে আশা করা যায়।

প্রকল্পের নাম	**"বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন" প্রকল্প**
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারী' ২০১৮ হতে ডিসেম্বর' ২০২১
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৪৪১৯.২৯ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের এলাকা	ক) ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সদর, সদরপুর এবং চরভদ্রাসন; খ) গোপালগঞ্জ জেরার কৌটালীপাড়া, মুকসেদপুর এবংকাশিয়ানী উপজেলা; গ) রাজবাড়ী জেলার পাংশা ও গোয়ালন্দ; ঘ) মানিকগঞ্জ জেলার চর হরিরামপুর উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বহুমূখী দুগ্ধ পণ্য উৎপাদন কারখানা স্থাপন;
- দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা;
- গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন;
- গবদিপশুর চারণ ভূমি উন্নয়ন;
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা।





"বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন" প্রকল্পের ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু।



"বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন" প্রকল্পের আওতায় এল. এফ. আই'দের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কমসূচির উদ্বোধন করেন শেখ নাদির হোসেন লিপু, সভাপতি, মিল্ক ইউনিয়ন।



"বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন" প্রকল্পের আওতায় কাশিয়ানী উপজেলায় নির্বাচিত ৫০ জন মহিলা সুফলভোগীকে গাভী ঋণের চেক বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) ডাঃ মোঃ আব্দুল করিম

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

"বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন" প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি:

- ২০১৮-১৯ সালের বরাদ্দ ৫৬২৪.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৩,৮৩,৪৯,১৬১.৮৭ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৫.৬৪% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ২৪%;
- সুবিধাভোগী নির্বাচন : লক্ষ্যমাত্রা ৩০০০ জনের বিপরীতে অর্জন ২৩৫৬ জন;
- প্রাথমিক সমিতি গঠন : ৪৭টি, তন্মধ্যে নারী সমিতি ১টি;
- প্রশিক্ষণ প্রদান : লক্ষ্যমাত্রা ২১৫০ জন, অর্জন ৯৫০ জন;
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা : ২১৫০ জনের বিপরীতে অর্জন ২১৫০ জন, এর মধ্যে ৫১,৬০,০০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫১,৬০,০০,০০০ টাকা এবং অগ্রগতির হার ১০০%;
- ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ , ১০টি মোটরসাইকেল , ১০টি বাইসাইকেল , আসবাবপত্র , কম্পিউটার ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম , বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে;

- বিভিন্ন পদে ৩১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি নিয়োগ এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ০৪ জন কর্মী নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অন্যত্র চাকুরি পেয়ে চলে যাওয়ায় পুন: নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ;
- ভূমি অধিগ্রহণ : ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ফরিদপুর সদরে কৈজুরী মৌজায় ১৩.৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক ফরিদপুর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৪ এর ১ ধারায় নোটিশ জারী করার কাজ সম্পন্ন;
- সুফলভোগীগণ ইতোমধ্যেই মিল্কভিটাকে দুধ সরবরাহ এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু করছেন। প্রকল্পের উৎপাদিত দুধ মিল্কভিটার প্লান্টে প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে এবং ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন হচ্ছে বিধায় প্রকল্পটি দৃশ্যমান।

মিল্ক ইউনিয়নের প্রস্তাবিত প্রকল্প সমূহঃ

প্রকল্পের নাম	**"গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় মিল্কভিটার গবাদিপশুর ঔষধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন" প্রকল্প**
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারি' ২০১৮ হতে ডিসেম্বর' ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৩০৫২.৮৪ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা	অর্থ বিভাগের জনবল অনুমোদন সংযুক্ত করে পুনরায় ডিপিপি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ভেটেরিনারী মেডিসিন প্রকল্পে গবাদিপশুর চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন রোগের ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, পাউডার, সিরাপ এবং ইনজেকশন ইত্যাদি উৎপাদন করা হবে;
- পশুসম্পদ উন্নয়নে ভেটেরিনারী মেডিসিন উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হবে;
- আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে উন্নতমানের ভেটেরিনারী মেডিসিন উৎপাদন করা;
- ভেটেরিনারী মেডিসিন উৎপাদন করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী খামারীসহ স্থানীয় বাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা;
- ব্যবহারকারীদের কাছে ভেটেরিনারী ঔষধ সামগ্রী সুলভমূল্যে এবং দ্রুততার সাথে পৌঁছানো সহজলভ্য করা;
- এ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের নাম	**"৫টি বিভাগে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ৩২টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, ১১৪টি বিক্রয় কেন্দ্র এবং ১টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প"**
প্রকল্পের মেয়াদ	জুলাই'২০১৮ হতে জুন' ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫২১৮৪.০০ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে জমা প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- গবাদিপশু লালন পালন এবং দুগ্ধ খামার স্থাপনের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রম গতিশীল করা;
- দুগ্ধ উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা এবং দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম গতিশীল করা;
- দেশকে পর্যায়ক্রমে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার মাধ্যমে মানুষের পুষ্টির সমস্যা সমাধান করা;
- দুধের আমদানী কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা;
- প্রতিদিন ১ লক্ষ ৬০ হাজার লিটার দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করা;
- সরাসরি সুবিধাভোগী পরিবার ১৬ হাজার এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুবিধাভোগী সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার জন;
- বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা;

প্রকল্পের নাম	**মাদারীপুরের টেকেরহাটে উৎপাদিত দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে চিজ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।**
প্রকল্পের মেয়াদ	জুলাই' ২০১৮ হতে জুন' ২০২০
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	৬৬৮৮.০০ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা	ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- দুধের বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে চিজ প্লান্ট স্থাপন ;
- চিজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে চিজের বাজারে নিজেদের অবস্থান তৈরি করা;
- দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা;
- উৎপাদিত দুগ্ধের বিকল্প খাবার হিসেবে চিজ ব্যবহারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিকরণ;
- প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব বৃদ্ধি;
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের নাম	**"মিল্কভিটা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প"**
প্রকল্পের মেয়াদ	জুলাই, ২০১৯- ডিসেম্বর, ২০২২
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	৬৪৭৪৬.১৭ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা	ডিপিপি পুনর্গঠনের শেষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- মিল্ক ইউনিয়নের তেজগাঁও-এর নিজস্ব জমিতে স্থায়ীভাবে গ্রীণ বিল্ডিং কনসেপ্টে দুগ্ধ ভবনের প্রধান কার্যালয় ("দুগ্ধ ভবন") নির্মাণ এবং উক্ত ভবন নিজেদের ব্যবহারের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে স্থায়ী আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা;
- মিল্ক ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত সমবায়ীদের দুগ্ধ উৎপাদনের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভবন থেকে অর্জিত আয়, প্রান্তিক সমবায়ীদের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- মিল্ক ইউনিয়নের মূল্যবান জমির উপযুক্ত এবং বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব ভবন নির্মাণ করা;
- সমবায়ীদের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কনফারেন্স রুম তৈরী;
- সর্বোপরি ১০০ বছরের স্থায়ী একটি নয়নাভিরাম স্থাপত্যশৈলী সম্পন্ন গ্রীণ বিল্ডিং নির্মাণের মাধ্যমে মিল্কভিটাকে আগামী প্রজন্মের নিকট-আস্থার প্রতীকে পরিণত করে এ থেকে অর্জিত আয়ের একটি অংশ প্রান্তিক এবং অতিদরিদ্র সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা হিসাবে প্রদান করার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭৫টি স্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে মিল্কভিটার পণ্য সামগ্রী জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রকল্পের নাম	**"দিনাজপুর জেলায় উৎপাদিত দুধ সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকিং ও বাজারজাতকরণের জন্য মিল্কভিটার একটি শাখা স্থাপন প্রকল্প"**
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারি, ২০১৭- জুন, ২০২০
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৭৯৪.২২ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পূর্ণগঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বহুমূখী দুগ্ধ পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন;

- দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা;
- দুধালো গাভীর জাত উন্নয়ন ও উন্নত জাতের ঘাস চাষ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে গবদিপশুকে রক্ষার জন্য এ্যানিম্যাল হোস্টেল নির্মাণ;
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের নাম	**"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মডেল ফার্ম স্থাপনের পাইলট"**
প্রকল্পের মেয়াদ	জুলাই, ২০১৯- জুন, ২০২১
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৯৯০.০০ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গবাদি পশু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে দেশের বৃহৎ সংখ্যক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষককে উচ্চতর হারে মূল্য প্রদানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডকে গতিশীল ও কার্যকরী করা;
- বন্যায় বা অতি খরায় ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র সমবায়ী কৃষকদের পুনর্বাসন করা;
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ভোক্তার নিকট টাট্কা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পাস্তুরিত তরল দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের সরবরাহ সুনিশ্চিতকরণ;
- সারা দেশে মিল্কভিটার কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহতভাবে জোরদার করে দেশকে দুগ্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা;
- বিদেশী গুঁড়ো দুধের আগ্রাসন প্রতিহতকরণের ভিত্তিতে দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা।

সফল সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত মিল্ক ইউনিয়ন সরকারের আর্থিক সহযোগিতা কর্মকান্ড সুদৃঢ় করবে। দেশের সম্ভাব্য দুগ্ধ এলাকায় দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে এ প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য একটি ন্যায্যমূল্য ভিত্তিক নিশ্চিত বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরো প্রসারিত করবে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্বিকভাবে দেশের দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অবদান রেখে গ্রামীণ কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দেশের ৪৭ টি জেলায় কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করলেও ভবিষ্যতে সারা দেশ ব্যাপী মিল্ক ইউনিয়নের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা রয়েছে। মিল্ক ইউনিয়নের এ কর্ম বিস্তৃতির ফলে একদিকে যেমন অতি স্বল্প সময়ে দেশ আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তেমনি দেশের দুগ্ধ উৎপাদকারী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে তা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখবে।মিল্ক ভিটার মাধ্যমে গ্রামের পণ্য আসছে শহরে, শহরের অর্থ যাচ্ছে গ্রামে, ফলে গড়ে উঠেছে দারিদ্র্য বিমোচণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক সেতুবন্ধন।

৪.১.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড



গত ১৭/০১/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় উপস্থিত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি।

কৃষি ঋণ বিতরণঃ

ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ২০১৮-১৯অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বাবদ দাদন করা হয়েছে ৩০৫.০০ লক্ষ টাকা। আদায় করা হয়েছে আসল বাবদ ৪৬৭.২৪ লক্ষ টাকা এবং মুনাফা-দন্ডমুনাফা বাবদ ৯৩.২৮লক্ষ টাকা সর্বমোট ৫৬০.৫২ লক্ষ টাকা। ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে মাঠে পাওনা আসল বাবদ ১১৯৪.৮৭ টাকা এবং মুনাফা-দন্ডমুনাফা বাবদ ৯১৫.৮৪ লক্ষ টাকা সর্বমোট ২১১০.৭১ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৭৬.৬১%



চিত্রঃ খুলনা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ কর্তৃক কৃষি ঋণের চেক বিতরণ।

অকৃষি ঋণ বিতরণঃ

বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে প্রকল্প ঋণ বিতরণঃ

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে সহজ শর্তে ব্যাংকের সদস্য বহির্ভূত বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণ দাদন করা হয়ে থাকে। বিনা জামানতে প্রকল্প ঋণ খাতে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় হিজলবাড়ী তরমুজ চাষী সমবায় সমিতিতে ১৬.২০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ফলে ৪০ জন সুবিধাভোগী কৃষক তরমুজ চাষ করে লাভবান হচ্ছেন। এসডিএস ব্যবসায়ী সমবায়

সমিতি লিঃ, পাঁচবিবি, জয়পুরহাটে ২৫.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৫০ জন সুবিধাভোগী কচু ও কচুর লতি চাষ করে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি দেশের কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। গোপালগঞ্জের কাজুলিয়া মৎস্য চাষী সমবায় সমিতিতে ৮.৪০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফলে ২১ জন সুবিধাভোগী মৎস্য চাষী মৎস্য চাষের মাধ্যমে সারাদেশে মৎস্যের চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রেখেছে। সর্বমোট ৪৯.৬০ লক্ষ টাকা ১১১ জন সুবিধাভোগীর মাঝে উক্ত প্রকল্প ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই অর্থ-বছরে প্রকল্প ঋণ আদায় দাদনকৃত অর্থের বকেয়াসহ আসল বাবদ ১৪৭.৩১ লক্ষ টাকা এবং মুনাফা বাবদ ৪১.৪৪ লক্ষ টাকা সর্বমোট ১৮৮.৭৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ২২.০০%।

মহিলা সমবায় সমিতিতে ঋণ বিতরণঃ

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে ১০% সরল মুনাফায় ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে একতা মহিলা বহুমূখী মহিলা সমবায় সমিতিকে ২০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ দাদন করা হয়েছে। ফলে ৪০ জন সুবিধাভোগী মহিলা ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পেরেছেন। উক্ত খাতে আদায় করা হয়েছে আসল বাবদ ২৬.৭৭ লক্ষ টাকা এবং মুনাফা বাবদ ২.৬৬ লক্ষ টাকা সর্বমোট ২৯.৪৩ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৭৬%।

৪.২ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা ষাটের দশক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বার্ড নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে থাকে। তাছাড়া, বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বার্ড ইতোমধ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেকগুলো কার্যকর মডেল উদ্ভাবন করেছে যা বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বার্ড-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা এবং গ্রামীণ সংগঠন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। বার্ডের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়নের ধারণা প্রদান; নারী উন্নয়ন, সুশাসন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন, ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা, উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, গাভী পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি। বার্ড দীর্ঘদিন থেকে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তা এবং এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীদের ২ মাস মেয়াদী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)

ক্রমিক নং	মেয়াদ	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
২	আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২ টি	৪২	৯	৫১
৩	আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সম্মেলন	১ টি	১১০	৬৫	১৭৫
৪	আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গাইড ভিজিট	৩ টি	২৪	০	২৪
৫	জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা ও সেমিনার	১১ টি	৮৬১	৪৩৬	১২৯৭
৬	বিশেষ বুনিয়াদি ও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৫ টি	১৮৮	৩৭	২২৫
৭	সংযুক্তি প্রশিক্ষণ	৬ টি	২৪৭	১৫৮	৪০৫
৮	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ	৪ টি	৭৭	২৯	১০৬
৯	বার্ডের স্ব-উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ	৮ টি	১৪৪	২৪	১৬৮
১০	আউটসাইড এজেন্সির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ	১৭ টি	১৯৬	৪৪৯	৬৪৫
১১	বার্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ	১১ টি	৬১	৫৮২	৬৪৩
১২	বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচী	২০ টি	৬৫৮	৫৩৮	১১৯৬

ক্রমিক নং	মেয়াদ	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
জাতীয়/আন্তর্জাতিক/স্ব-উদ্যোগ/অবহিতকরণ/অন্যান্য উদ্যোক্তা সংস্থার প্রশিক্ষণ		**মোট ৮৮ টি প্রশিক্ষণ**	**৯৮৯**	**৭২০**	**১৭০৯**
১৩	মাছ চাষ	৭ টি	১৫৪	৯৮	২৫২
১৪	গাভী পালন	১০টি	২২২	১৫০	৩৭২
১৫	হাঁস মুরগী পালন	৮ টি	১৬৬	১৪৪	৩১০
১৬	গরু মোটাতাজাকরণ	১৩টি	২৯০	২৩৬	৫২৬
১৭	নার্সারী ব্যবস্থাপনা	৩ টি	৭৩	২৮	১০১
১৮	ফল চাষ	২ টি	৪৬	৩৪	৮০
১৯	ছাগল-ভেড়া পালন	১ টি	১১	২৯	৪০
২০	শাক-সবজী চাষ	১ টি	২৭	১	২৮
আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পের ৮টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ		**মোট ৪৫ টি প্রশিক্ষণ**	**৯৮৯**	**৭২০**	**১৭০৯**
২১	কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার	১৫ টি	১০১	৩৪৫	৪৪৬
২২	ফল চাষ	১০ টি	৬৮	২৩০	২৯৮
২৩	হাঁস-মুরগি পালন	১০ টি	৯১	২০৩	২৯৪
২৪	মাছ চাষ	৫ টি	৩১	১১৭	১৪৮
২৫	মৌমাছি পালন	৮ টি	৩৮	১৯৫	২৩৩
২৬	সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা	৬ টি	৪২	১৩৬	১৭৮
২৭	সবজি বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ	১০ টি	৭০	২২৮	২৯৮
২৮	ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ	১০ টি	৮৩	২১৪	২৯৭
২৯	গাভী পালন	১০ টি	৯৯	১৯৮	২৯৭
৩০	মাশরুম চাষ	৯ টি	৬৬	২০৪	২৭০
৩১	নার্সারী ব্যবস্থাপনা	২ টি	২৬	৩৪	৬০
৩২	সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৩ টি	২১	৬৭	৮৮
লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের ১২টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ		**মোট ৯৮ টি প্রশিক্ষণ**	**৭৩৬**	**২১৭১**	**২৯০৭**
সর্বমোট ২৩২ টি প্রশিক্ষণ			**৪৩৩৩**	**৫২১৮**	**৯৫৫১**

Tentative Training Plan of BARD for 2019-20

Sl. No.	Title of the Course	Number of Courses	Duration of the Course (Days)	Number of Participants	Sponsor
A	**International**				
1.	Training Course	--	--	--	--
2.	International Training Workshop on Achieving Sustainable Development Goals : Financial Inclusion and Rural Transformation	1	12	20	AARDO

Sl. No.	Title of the Course	Number of Courses	Duration of the Course (Days)	Number of Participants	Sponsor
3.	5th International Integrative Research Conference on Development, Governance and Transformation	1	2	100	BARD, DU, Stamford University
4.	International Consultation Workshop on CIRDAP, CMCs and CLIs Researchers	1	To be determind	To be determind	CIRDAP
5.	CIRDAP-NIRD Collaborative International Training Programme	1	To be determind	To be determind	GOI/CIRDAP/NIRD
6.	International Forum on Wisdom Driven Rural Development Approach	1	To be determind	To be determind	CIRDAP/BARD
8.	Orientation Programme	5	1	30	-
B	**National**				
1.	Special Foundation Training Course for BCS (Health) Cadre Officials	5	60	200	DGHS
2.	Foundation Training Course for BCS Cadre Officials	1	180	100	MoPA/BPATC
3.	Attachment Programme for University Students	5	5	350	CU/CoU/RU/NSU
4.	Attachment Course on Rural Development and Poverty Reduction for BCS Cadre Officials	3	12	300	MoPA/BPATC
C	**Professional Training Courses**				
7.a	Self-initiated Training Course	16	5	400	BARD
7.b	Training courses Sponsored by Other Organizations	14	5	400	BARC, CoU, Comilla City Corp., BB etc
8.	Workshop/Seminar/Conference	5	1	600	BARD
9.	Project Level Training Course for Project Beneficiaries	130	3-5	3900	LMP(ABAK), WEINIP, E-Parishad, Livelihood Development Project
10.	Project Level Training Course for Project Beneficiaries of *Amar Bari Amar Khamar* Project	50	5	2000	ABAK
11.	Orientation Programme on various organizations	20	1	1000	GO/NGO/ University
12.	Office Management and ICT for BARD Officials	4	5-7	150	BARD

Sl. No.	Title of the Course	Number of Courses	Duration of the Course (Days)	Number of Participants	Sponsor
Total		**263**	**-**	**9550**	**--**

গবেষণা কার্যক্রম (২০১৮-১৯)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবহিকতায় সাম্প্রতিক জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)- এর আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং পল্লী উন্নয়ন নীতি -এর বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

২০১৮-১৯অর্থ বছরের বার্ডের সম্পাদিত গবেষণা/প্রকাশনাসমূহ

Sl. No.	Researchers/Editors	Publications
1.	Junaed Rahim	Local Government and Service Delivery Cases of Three Union Parishads
2.	Dr. Kamrul Ahsan Fouzia Nasreen Sultana Rakhi Nandi	Research Highlights 2017
3.	Dr. Kamrul Ahsan Dr, Md. Mizanur Rahman Salah Uddin Ibne Syed	Value Chain Analysis of Poultry and Pineapple: Selected Cases of Bangladesh
4.	Sk Mashudur Rahman Salah Uddin Ibne Syed	Indigenous Fishermen and their Livelihood Potentials: Case of Selected Areas
5.	Dr. Md. Shafiqul Islam Dr. Md. Anowar Hossain Bhuyan Dr. Bimal Chandra Karmakar	Agricultural Practices, Problems and Potentiala of Farmers in Cumilla District
6.	Benzir Ahmed	Good Governance Practive at the Union Parishad Level in Bangladesh: A Case of Second Local Governance Support Project
7.	ড. জিল্লুর রহমান পল কাজী সোনিয়া রহমান	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জনসন্তুষ্টি ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণঃ চট্টগ্রাম বিভাগের উপর একটি সমীক্ষা
8.	Dr. M. Kamrul Hasan Sk. Mashudur Rahman	Remittance Flow and Its Impact on Rural Households: A Situational Analysis of Six Villages

Sl. No.	Researchers/Editors	Publications
	Farida Yeasmin	in Bangladesh
9.	Dr. M. Kamrul Hasan Sk. Mashudur Rahman Md. Abdul Mannan	Familty Planning Activities and Behaviour: Situation of Four Villages in Bangladesh

প্রায়োগিক গবেষণা

প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা একাডেমির অন্যতম কাজ। একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্নে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কুমিল্লা সদর উপজেলার গ্রামসমূহকে সামাজিক গবেষণাগার হিসাবে ব্যবহার করেছে। উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বার্ড প্রতি বছর গড়ে ৫টি পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে সারাদেশে একাডেমির পরীক্ষামূলক প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। একাডেমি ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন এলাকায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য আশাবাদী। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত নিম্নবর্ণিত প্রকল্প/কর্মকান্ড বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অগ্রগতি

১. প্রকল্পের নামঃ সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন শীর্ষক আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পের বার্ড অংশ)

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ ৬৮টি গ্রামের ১৯,৩০০ পরিবারের পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করে ৬৮টি গ্রাম তথ্য বই প্রণয়ন করা হয়েছে (অগ্রগতি ১০০%)। ২২৩টি সংগঠন সৃজন হয়েছে (অগ্রগতি ৭৪%)। ৮,৩৮৯ জন সদস্য সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (অগ্রগতি ৬৯%)। ১৯,৩৭৩,২০০/= টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়েছে। মাসিক সঞ্চয় আদায়ের অগ্রগতির হার ৮০%। ৯৪ জনের মাঝে ১০,০০০ টাকা করে ৯,৪০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঋণ আদায় হয়েছে ১৫,৭০০ টাকা। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৮,১২০ কেজি বিতরণ করা হয়েছে (অগ্রগতি ৫৪%)। মোট ৮,৯৫০কপি ম্যানুয়াল মুদ্রণ করা হয়েছে। ব্রশিউর-লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচিতি ৩০০০ কপি, কোয়েল পালন ১,০০০ কপি এবং ড্রাগন ফল চাষ ১,০০০ কপি ব্রশিউর মুদ্রণ হয়েছে। মাশরুম চাষ বিষয়ে ৯০০ কপি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ((অগ্রগতি ১০০%)। আয় বর্ধক কর্মকান্ডের বিশেষ অনুদানের ফরম-৪০০০ কপি ও ঋণ ফরম ক্রয় ৬,০০০ কপি। ডিএই, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের সুফলভোগীদের সংযোগ স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ১২২৫ জন সভাপতি/ম্যানেজারের মাঝে ৩৫,৬৩,৪০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।





২. প্রকল্পের নামঃ বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- সম্মেলন কক্ষ-কাম-ক্লাশ রুম নির্মাণ কাজের ৫ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।
- সুইমিং পুলের ব্রিক ওয়াল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জাকুজি ও টাইলস এর কাজ চলমান।
- হোষ্টেলের ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই ও সংশ্লিষ্ট কাজ চলমান।
- স্কুল নির্মাণ কাজের গ্রেড বীম ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কলাম ও ১ম তলার ছাদ কাজ চলমান।

- বার্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার অটোমেশনের লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়নের কাজ ৫০% সম্পন্ন হয়েছে।





৩. **প্রকল্পের নামঃ** সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়)

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- সিভিডিপি -৩য় পর্যায় বার্ড অংশের একজন যুগ্ম পরিচালককে উপ প্রকল্প পরিচালক হিসেবে, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা)(অতিরিক্ত দায়িত্ব) এবং একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বার্ড থেকে প্রেষনে প্রদান করে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের মাঠের জনবল নিয়োগ কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- প্রজেক্ট পারসোনেলদের ৪ দিবসব্যাপী সিভিডিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স এপ্রিল ২০১৯ সময়ে বার্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এতে সকল সহকারী প্রকল্প পরিচালক (৩৫টি উপজেলার ৩৫ জন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও সিভিডিপি বার্ড অংশের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন)। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে প্রকল্প পরিচালক সিভিডিপি -৩য় পর্যায়, বার্ডের সিনিয়র অনুষদ সদস্যসহ অতিথি বক্তাগণ সেশন পরিচালনা করেন।
- নতুন ১৯টি উপজেলার ১১৪০টি নতুন গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে এবং গ্রামজরীপের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।
- গ্রামজরীপের জন্য প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রিন্ট সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে ৯টি (প্রথম পর্যায়) উপজেলার সহকারী প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং গ্রাম জরীপের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবহিতকরণ কর্মশালা শুরু হয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্তকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগনের জন্য সিভিডিপি-৩য় পর্যায় অবহিতকরণ কর্মশালা ৩৫টি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- প্রকল্পের বার্ড অংশের কার্যালয়ের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়, প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে নতুন ১৯টি উপজেলার জন্য ১৯ টি ১২৫ সিসি'র নতুন মোটরসাইকেল এবং কম্পিউটার ও অফিস আসবাবপত্র ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
- পুরাতন ১৬টি উপজেলার ১০২০ টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিকে কার্যক্রম আরম্ভের বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। সমিতির গ্রাম কর্মীকে সক্রিয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ১ লক্ষাধিক সমবায়ী রয়েছে।
- পুরাতন উপজেলাসমূহের মাসিক যৌথ সভা বা ই-প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে।





৪. প্রকল্পের নামঃ মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্প

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- মোট সংগঠনের সংখ্যা - ২৪টি, নতুন সদস্য ভূক্তি (জন)- ২৫জন এবং মোট পরিবার ভূক্তি (সংখ্যা)- ২৫টি
- নিজস্ব সঞ্চয় (টাকা)- ৮,০০,০০০/- এবং নিজস্ব শেয়ার (টাকা)- ৩,০০,০০০/-

- ক) নিজস্ব তহবিলের ঋণ প্রদান (টাকা/জন)- ২২,০০,০০০/- (২১০ জন)
- ক) নিজস্ব তহবিলের ঋণ আদায় (টাকা)- ২২,০০,০০০/-
- বিষয় ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ (সংখ্যা/জন) (উদ্যোক্তা উন্নয়ন, আইনী সহায়তা, প্রজনন স্বাস্থ্য, তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত)-০৪টি/ ১২০জন
- ফলজ, ভেষজ ও কাঠ জাতীয় বৃক্ষরোপন- ৯৯০০ এবং শাক সবজি চাষ (খানার সংখ্যা)-৭০০;
- নার্সারী ও বীজতলা স্থাপন-৬
- বার্ষিক সাধারণ সভা (সংখ্যা/জন)-০৮টি (৬০০জন)
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও কর্মশালা (সংখ্যা/জন)-০৪টি /৩০০জন
- বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন-০১টি (২৫০)





৫. প্রকল্পের নামঃ গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- ১৩টি গ্রামে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- মোট সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৭২৯ জন।
- ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫৮,৭২,৬৫৭/- টাকা।
- ঋণ দেয়া হয়েছে ৪০,৯২,৯৯৯/- টাকা।
- ১৩টি সমিতির সুবিধাভোগীদের বেসিক কম্পিউটার এপ্লিকেশন ও আইসিটি বিষয়ক দুইটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে।
- নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।




৬. প্রকল্পের নামঃ পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই - পরিষদ প্রকল্প

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- ইউনিয়ন ডাটাবেইস তৈরী করা হয়।

- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বা সেবা সরবরাহকে স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার তৈরী ও কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদের একটি ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদের কাজে স্বেচ্ছা সেবক হিসেব সহায়তা করার জন্য ইউনিয়ন এলাকার তরুণ তরুণীদের জন্য হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।





৭. প্রকল্পের নামঃ বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ, পোল্ট্রি ও ছাগলের খামার প্রকল্প

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- উক্ত সময়ে খামারের জন্য দুইটি গাভী ও দুইটি বাছুর ক্রয় করা হয়েছে।
- বর্তমানে খামারে ১২ টি গরু রয়েছে।
- খামারে নতুন একটি ছাগলের খামার স্থাপন করা হয়েছে।
- সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার টিলাগড়, সিলেট হতে ০৮টি ছাগল ক্রয় করে বার্ডের খামারে নিয়ে আসা হয়েছে।
- খামারের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি গোডাউনকে মুরগির খামারে রূপান্তর করে সোনালী ও ফাউমি জাতের মুরগি পালন শুরু করা হয়েছে।
- নেপিয়ার ঘাসের পাশাপাশি নতুন একটি ঘাসের প্লটে উচ্চ ফলনশীল পাকচং ও জার্মান ঘাস চাষ চাষ করা হচ্ছে।
- আমার বাড়ি আমার খামার ও লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৮ - জুন ২০১৯ সময়ে প্রায় ১৪০০ জন সুফলভোগীকে গাভী পালন, হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ও ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- পরীক্ষামূলকভাবে খামারে হাঁস মুরগির বাচ্চা ফোটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।





৮. প্রকল্পের নামঃ মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ কেন্দ্র

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- দুই টি ভিন্ন জাতের (হোয়াইট ওয়েস্টার ও পিঙ্ক ওয়েস্টার) মাশরুম সফল ভাবে চাষ করা হয়েছে। প্রায় ৫,০০০ টি মাশরুমের বাণিজ্যিক স্পণ উৎপাদন করা হয়েছে।
- ১০০ টি মাশরুমের মাদার স্পণ উৎপাদন করা হয়েছে।
- প্রায় ৫০ কেজি মাশরুম উৎপাদন করা হয়েছে ।

- লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের ১২০ জন উপকারভোগীকে মাশরুম চাষ বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রায় ১৭০০ টি মাশরুম এর বাণিজ্যিক স্পন লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে ।




৯. প্রকল্পের নামঃ বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার প্রকল্প

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- বার্ড ক্যাম্পাসের অনাবাদি পতিত জলাশয় সংস্কার করে পুকুর খনন করে মৎস্যচাষের মাধ্যমে উৎপাদনশীল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।
- মৎস্য খামারে গুণগত মাছের পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে হালদা নদীর ব্রুড মাছ থেকে উৎপাদিত ১,৩০,০০০/- রুই, মৃগেল জাতীয় মাছের রেণু পোনা মজুদ করা হয়েছে। দেশীয় খাদ্য উপকরণ সহযোগে খাদ্য তৈরি করে পোনা লালন পালন করা হচ্ছে।
- উল্লিখিত সময়ে 'আমার বাড়ি আমার খামার' ও 'লালমাই-ময়নামতি' প্রকল্পের উন্নত মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণে আগত প্রায় ৪৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে মাছ চাষের বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে ব্যবহারিক পাঠদান করা হয়েছে।





৪.২ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

১.পটভূমিঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় ১৯৬৫-১৯৬৯ সময়কালে একটি সারথি প্রকল্পের (Pilot Project) আকারে বহুমাত্রিক পল্লী উন্নয়ন উদ্যোগের সূচনা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে এ উদ্যোগকে একটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে দেশব্যাপী প্রবর্তন করেন। এরই ক্রমধারায় ১৯৮২ সালে একটি অধ্যাদেশ মূলে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। সেই থেকে বিআরডিবি পল্লীর জনগণের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনপদের উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রথমদিকে বিআরডিবি মূলতঃ ড. আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে সরকারের বিভিন্ন দারিদ্র বিমোচনমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি মানব সংগঠন সৃষ্টি, পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ, সদস্যদের পণ্য বিপণন এবং সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। বর্তমান সরকার পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

দেশের সিংহভাগ মানুষ যেহেতু এখনও গ্রামে বসবাস করেন, সেহেতু গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যন্নোয়নে সরকার বহুমুখি কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকারের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০), রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ এবং বিশ্বব্যাপী গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৬-২০৩০) এর সাথে সঙ্গতি রেখে বিআরডিবি নিজস্ব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত সারা দেশে ১১৮টি প্রকল্প সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৮ মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। ইত্যবসরে, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বিআরডিবি দেশের বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন সংস্থার গবেষণা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে যার ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষায় জিডিপি'তে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩% উল্লেখ করা হয়েছে। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার** গণতান্ত্রিক সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়ন এবং জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অশিক্ষা এবং বঞ্চনামুক্ত 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকারের বহুমাত্রিক উন্নয়ন প্রয়াসসমূহ গভীর আগ্রহ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

২. বিআরডিবি'র ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি:

২.১ ভিশন: "মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী"

২.২ মিশন: স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

২.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

২ ৪.কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ ,ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

৩. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী সংস্থা হিসেবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতার ও কর্মপরিধির দিক থেকে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে একক বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাট এর দশকে প্রবর্তিত এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত 'কুমিল্লা মডেল' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়।

পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে ১৯৮২ সালের ৯ ডিসেম্বর Bangladesh Rural Development Board Ordnance, ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২ খ্রি.) এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়। তাই, ২০১৩ সনের ৭নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয় এবং অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে সরকার আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে আলোকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত এ অধ্যাদেশটি সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। গত ০৭ মার্চ, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উক্ত অধ্যাদেশ রহিতক্রমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ মোতাবেক বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ১৫জন। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ভাইস-চেয়ারম্যান; সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-সদস্য এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সদস্য-সচিব। প্রতি ৬(ছয়) মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৪. এক নজরে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রম

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ধরণ ও নাম	২০১৮-২০১৯ বছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম			
১	সমিতি/দল গঠন	১,৮৮৮ টি	১,৭৯,৫৫৩টি
২	সদস্য ভর্তি	৮৫,২৯২ জন	৫৫,৮৬,৭৬৯জন
খ) মূলধন গঠন ও ঋণ কার্যক্রম			
৩	শেয়ার জমা	১২২০.০২ লক্ষ টাকা	১৪১৮২.২৭ লক্ষ
৪	সঞ্চয় জমা	৫৬২৬.৯৯ লক্ষ টাকা	৬৪৫৯৫.৯৫ লক্ষ
৫	ঋণ বিতরণ	১২৮২৪০.৬৭ লক্ষ টাকা	১৬৭৪৬০৮.৮৮ লক্ষ
৬	ঋণ আদায়	১২৪১৩১.৮৯ লক্ষ টাকা	১৫২২৪৪৩.২৮ লক্ষ
৭	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	৪,৩১,৩১২ জন	৬৬,২০,২৫২ জন
গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম			
৮	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১১,১৭৩ জন	৬১,০২০ জন
৯	উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৯৪,৪০০ জন	৩৮,৩৩,২০৯ জন
ঘ) সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম			
১০	মোট বৃক্ষ রোপন	১৮.৭০ লক্ষ টি	২৫৫৭.৭৮ লক্ষ
১১	হাঁস-মুরগী টিকাদান/প্রতিষেধক	৬.৩২ লক্ষ টি	৩২২৮.৪০ লক্ষ
১২	মৎস্য চাষ (পোনা অবমুক্তকরণ)	৩৮৫.৫০ লক্ষ টি	৪৯৯১.৯৯ লক্ষ
১৩	নারিকেল চারা রোপন (সংখ্যা)	০.৬৫ লক্ষ টি	১৫.২৭ লক্ষ

১৪	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন	০.৮৭ লক্ষ টি	২২.৬২ লক্ষ
১৫	উন্নত চুল্লীর ব্যবহার	০.১৮ লক্ষ টি পরিবার	৫.২৪ লক্ষ
ঙ) অন্যান্য কার্যক্রম			
১৬	ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ (৩-পিআরডিপি)	২৩৯৩ টি	৬,৯০৪ টি



বিআরডিবি'র কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি



বিআরডিবি'র কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

৫. বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে; যথা- প্রশাসন বিভাগ; অর্থ ও হিসাব বিভাগ, সরেজমিন বিভাগ; পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ । প্রত্যেক বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে।

৫.১ প্রশাসন বিভাগ:

বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মী ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) সহ মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব। এ বিভাগ একজন পরিচালক, একজন যুগ্মপরিচালক ও দুইজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রশাসন বিভাগের আওতাধীন ৫ টি শাখা/উপশাখা রয়েছে; যেমন- (১) পার্সোনেল শাখা, (২) শৃঙ্খলা উপশাখা (৩) পেনশন (প্রশাসন) উপশাখা (৪) সাধারণ পরিচর্যা উপশাখা ও (৫) যানবাহন উপশাখা। প্রশাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- অফিস শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;
- বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারির বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, এর ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত ও এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;

- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য ক্রয় কার্যাদি সম্পাদন, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- যানবাহন ব্যবস্থাপনা

প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে উল্লিখিত নিয়মিত কার্যাদি ছাড়াও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার-৪টি, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার-৪টি ও হিসাব রক্ষকের-৪টি মোট-১২টি নতুন পদ সৃজন হয়। এছাড়া বিবেচ্য বছরে বিআরডিবি'র ১০৭জন কর্মকর্তা/কর্মচারির পিআরএল আদেশ জারী ও ১৬৩জন কর্মকর্তা/কর্মচারির পেনশন নিষ্পত্তি করা হয়।

৫.২ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের আওতাধীন ৪টি শাখা/উপশাখা রয়েছে; যথা- (১) অর্থ ও বাজেট শাখা, (২) হিসাব শাখা, (৩) নিরীক্ষা শাখা এবং (৪) পেনশন (অর্থ) উপশাখা। এ বিভাগ একজন পরিচালক, দুইজন যুগ্মপরিচালক এবং চারজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারি পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্থ ও হিসাব বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

বাজেট বরাদ্দ: (কোটি টাকায়)

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট প্রাপ্তি	২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাপ্তি	২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে অর্থছাড়/অবমুক্তি
২২৫.০০	২২৭.২৭	২২৭.২৭

অবসর সুবিধাদি প্রদান:

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৮-২০১৯ বছরে পরিশোধ	
		কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)
১	পিআরএল ভাতা, ছুটি নগদায়ন, পরিবার কল্যাণ, পরিবার নিরাপত্তা, আনুতোষিক, অবসর ভাতা, জিপিএফ ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলের অর্থ ব্যয়	২৬৫৩	১৪৮০২.৩৩

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি:

ক্র. নং	নিরীক্ষার ধরণ	২০১৮-১৯ বছরে আপত্তির সংখ্যা	২০১৮-১৯ বছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা	৩২৪	১৩৬
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	-	০১
	মোট	৩২৪	১৩৭

৫.৩. সরেজমিন বিভাগ:

সরেজমিন বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি হয়ে থাকে। সরেজমিন বিভাগের আওতাধীন ৮টি শাখা রয়েছে; যথা ১. সমবায় শাখা ২. ঋণ শাখা ৩. সেচ শাখা ৪. সম্প্রসারণ শাখা ৫. বাজারজাতকরণ শাখা ৬. বিশেষ প্রকল্প শাখা ৭. মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ ও ৮. পরিদর্শন শাখা। সরেজমিন বিভাগে একজন পরিচালক, তিনজন যুগ্মপরিচালক ও ছয়জন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অনুবিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- সরেজমিন বিভাগের প্রশাসনিক ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতনভাতা, স্যালারী সাপোর্ট ও গ্রাচুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।
- সারাদেশে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির আওতায় ইউসিসিএ এর মাধ্যমে পরিচালিত ব্যাংক মাধ্যম, আবর্তক (কৃষি) ও ইউসিসিএ'র নিজস্ব তহবিল দ্বারা পরিচালিত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএ'র বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করা;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- অন্য মন্ত্রণালয়ের সমাপ্ত প্রকল্প কিন্তু কার্যক্রম চলমান ২টি কর্মসূচি (আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি) বাস্তবায়ন।
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম তদারকিসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ:
- বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদি পশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত বিআরডিবি'র সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম 'সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি' (সদাবিক) ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য 'কন্টাক্ট সেল' হিসেবে দায়িত্ব পালন, যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- মবিকেউস, দুপউস, দুএদাবি, গ্রামউক ও গ্রামউসকসহ ৫টি সমাপ্ত অথচ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- মহিলা সমবায় সমিতি গঠন পূর্বক সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা, নারী নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরেজমিন বিভাগের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি'র ঋণ কার্যক্রমের একীভূত তথ্য:

ক্র. নং	প্রকল্প/ কর্মসূচী	মানব সংগঠন	সদস্য অন্তর্ভুক্তি	শেয়ার জমা	সঞ্চয়	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	ঋণ গ্রহণকারী সদস্য
১	মুল কর্মসূচি	১৬৫	১৩,৬৫১	৬৯৯.৯৫	১,২২৮.৭৩	২,৫৮০৪.৭৭	২৪,৮৩২.০৪	৯০.৯১১
২	সেচ	-	-	-	-	-	৩৬৬.৩৬	-
৩	মউ	২৪	৪,৭১৫	৩৩৮.৯৮	৫৪৯.০৯	১১,৮১২.৪৫	১২,০৫২.৩৫	৩৯.৩৮৫
৪	সদাবিক	৬৭	০	০	২১৮.১৯	১২,১৪০.৮৫	১১,৫৫৪.৮০	৫১,০২৩
৫	গুচ্ছগ্রাম	২৮	১,৮৮৭	০	১২.৪০	৪৫৫.১০	৩৩৯.৪৭	৩,৩৪২
৬	মুক্তিযোদ্ধা	০	২,৩২৮	০	০	৮৫৩.৭২	৭৬২.৩২	২,৩২৫
৭	আদর্শগ্রাম	০	১,৮৭৬	০	২.৮১	৩০৯.৬৮	৩২১.৭৯	১,৮৭৬

ক্র. নং	প্রকল্প/ কর্মসূচী	মানব সংগঠন	সদস্য অন্তর্ভুক্তি	শেয়ার জমা	সঞ্চয়	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	ঋণ গ্রহণকারী সদস্য
৮	মবিকেউস	১০৪	১,২১৭	০	৬.৯০	৪৭০.১৭	৪২৯.২৭	১,২১৭
৯	গ্রামউক	২	৪২	০	০.০৪	৬.৮২	৩.১০	৪২
১০	গ্রামউকসক	০	০	০	০	০	১.৪৩	০
১১	দুপউস	৪৫	৪৯৮	০	২.১০	১১৬.৮৩	১২২.৩২	৪৯৮
১২	দুএদাবি	১৩	১৪০	০	০.১৪	১৮.৪৫	১৭.৪০	১৪০
১৩	ব্যানপিএইচসি	০	০	০	০	০	০	০
১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৮১	৪,০৫০	০	৪৭.১৯	৩১৯.৮৮	৩২২.৮৬	১,২৬৭
	মোট	**৬২৯**	**৩১,৫৩৩**	**১,০৩৮.৯৩**	**২,০৬৭.৫৯**	**৫২,৩০৮.৭২**	**৫১,১২৫.৫১**	**১,৯২,০২৬**

৫.৪. পরিকল্পনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ বিভাগ:

বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ মনিটরিং এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন করা এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ বিভাগে একটি পরিচালক, দুইটি যুগ্মপরিচালক ও চারটি উপপরিচালকের পদ রয়েছে। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চুড়ান্তকরণ;
- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবির কর্মকাণ্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, সম্পাদনা ও প্রকাশ;
- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন।
- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মানব সম্পদ) ;
- National web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট (Interactive) ব্যবস্থাপনা;
- বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেট ও অনান্য প্রকল্প/কর্মসূচির অর্থায়নে সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত নক্সা প্রস্তুত ও প্রাক্কলন প্রস্তুত।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	বরাদ্দ	প্রকল্পের এলাকা
১	"দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি"	(জানুযারী,২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	২০৬৩৫.০৫ (লক্ষ টাকা)	দেশের ৬৪ টি জেলার ২৫৬ টি উপজেলা।

৫.৫ প্রশিক্ষণ বিভাগ:

প্রশিক্ষণ বিভাগ বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও বিআরডিবি'র তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুমোদনসহ

উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সমন্বয় সাধন করা এ বিভাগের কাজ। এ বিভাগে একজন পরিচালক ও একজন উপপরিচালক কর্মরত আছেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের তত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরুপঃ

ক) বিআরডিবিভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	দক্ষতা উন্নয়ন	৪,৮৯৯	৯৪,৮৩৭
২	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)	দক্ষতা উন্নয়ন	৮৩০	১৪,৭২৮
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএমটিসি)	দক্ষতা উন্নয়ন	১৮৮	৯,৮১৪
	মোট		**৫,৯১৭**	**১,১৯,৩৭৩**

খ) সদরদপ্তর, জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি ও বিআরডিবি বহির্ভুত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ

ক্রনং .	বাস্তবায়নকারী	প্রশিক্ষণের ধরণ	কর্মকর্তাকর্মচারির / সংখ্যা	সুফলভোগী সংখ্যা
১	বিআরডিবি বহির্ভুত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ	দক্ষতা উন্নয়ন	১৬৬	-
২	সদরদপ্তর	বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৭২০	-
		আইন ও বিধি বিধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২০	-
		ই-নথি প্রশিক্ষণ	১২৮	-
		শুদ্ধাচার কৌশল	৬৪	-
		এপিএ, এমআইএস, পিডিএস ও ই-বেনিফিসিয়ারী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৬৪	-
		গাড়ি চালককে দক্ষতা উন্নয়ন	৪০	-
৩	জেলা /উপজেলা পর্যায়ে	বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন	৩৫৬২	১,৪৩,৩৯৭
৪	মহিলা উন্নয়ন	দক্ষতা উন্নয়ন	-	১০,০৯৭
৫	সিভিডিপি	দক্ষতা উন্নয়ন	-	১৪,৬৬২
৬	পিআরডিপি-৩	দক্ষতা উন্নয়ন	-	৯২,৮৯০
৭	উদকনিক	দক্ষতা উন্নয়ন	১৯৫	৬৭২০
৮	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	দক্ষতা উন্নয়ন	-	৫,৪০০
৯	পল্লী প্রগতি	দক্ষতা উন্নয়ন ও আইজিএ	২	৩০
১০	পিইপি	দক্ষতা উন্নয়ন	১৯৫	৭১৩৪
১১	সদাবিক	দক্ষতা উন্নয়ন	-	৯৮৬৯
১২	বীর মুক্তিযোদ্ধা	দক্ষতা উন্নয়ন	-	২৩২৫
১৩	আদর্শ গ্রাম	দক্ষতা উন্নয়ন	-	১৮৭৬
		সর্বমোট=	৫২৫৬	২,৯৪,৪০০

এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪টি দেশে (থাইল্যান্ড, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান) মোট ০৮জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রসসূহ

৫.৫.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে বিআরডিটিআই জাতীয় পর্যায়ের অন্যতম প্রাচীন একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউটটি বর্তমানে বিআরডিবি'র অধীনে বিভাগীয় লোকবল ও সুবিধাভোগীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নানাবিধ প্রশিক্ষণ, ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি কোর্সের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।



চিত্র: বিআরডিটিআই প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন

স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত ভিলেজ-এইড বা ভি-এইড কর্মসূচির আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সনে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। ভি-এইড কর্মসূচির অবলুপ্তি ঘটলে এটিকে পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিডিটিআই) নামকরণ করা হয়। ১৯৬৮ সনে আরেক দফা নাম পরিবর্তন করে এটিকে পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরডিটিআই) করা হয়। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও গুরুত্ব বৃদ্ধির পেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সনের মে মাসে এ ইনস্টিটিউটকে বিআরডিবি'র পূর্বসূরি 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (আইআরডিপি)-এর নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ একাডেমির মর্যাদায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা বিআরডিটিআই নামে বিআরডিবি'র মূল সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করা হয়।

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট শহর হতে আট কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০.৬২ একর ভূমির উপর বিআরডিটিআই অবস্থিত। এর আশেপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বিসিক শিল্পনগরী, সরকারি মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম চা বাগান, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ পরান (রঃ) এর মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা:

ইনস্টিটিউটের বর্তমান সুযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে দ্বি-তল বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন। এর নিচ তলায় অফিস ও অনুষদ সভা কক্ষ অবস্থিত। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে চারটি শ্রেণি কক্ষ এবং এর সংলগ্ন একটি করে সিন্ডিকেট কক্ষ। এছাড়া রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রি সংরক্ষণাগার, একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, একটি কম্পিউটার ল্যাব এবং পিএ সিস্টেম সম্বলিত একটি সম্মেলন কক্ষ। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রয়েছে চারটি হোস্টেল, দ্বিতল ক্যাফেটেরিয়া, মসজিদ এবং ছয়শ' আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম। ক্যাফেটেরিয়ায় একত্রে ৩৫০ জনের আপ্যায়ন এবং হোস্টেল চারটিতে ১৬০ জনের আবাসন ফ্যাসিলিটিজ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসিক ভবনসমুহও ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বর্তমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: বিআরডিটিআই-এ বার্ষিক গড়ে পাঁচহাজার কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এরমধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দু'মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার্স ও দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স

উল্লেখযোগ্য। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত বিআরডিটিআই-সংযুক্তি ও অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্স উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিটিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, এনআইএলজি, বিয়াম ফাউন্ডেশন, পোস্টাল একাডেমি, জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি (এনএপিডি)-সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ একাডেমি হতে বিভিন্ন ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিতভাবে বিআরডিটিআই-এ আগমন করেন।

গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পর্যটনকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণের একটি নতুন ধারণা বিআরডিটিআই সূচনা করতে সক্ষম হয়েছে।

৫.৫.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (এআরডিপি-২) এর আওতায় ১৯৮৭ সালে নোয়াখালী জেলা সদরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রটি নির্মিত হয় এবং প্রকল্প সহায়তায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩০ জুন ১৯৯২ পর্যন্ত পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। এটি একটি পুর্নাঙ্গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বৃহত্তর নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন অন্য কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান না থাকায় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি এতদাঞ্চলের বিআরডিবিসহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রশিক্ষণ চাহিদা পুরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিআরডিবিসহ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থার মাঠকর্মী ও উপকারভোগীদের প্রয়োজনানুযায়ী প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি কাজে এ প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য।

বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাঃ দ্বি-তল বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসনবিশিষ্ট ২টি শ্রেণী কক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসন বিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

৫.৫.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি রাজধানী ঢাকা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সুফলভোগীদের যে সকল বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি হলোঃ দর্জিবিদ্যা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবন বিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জনের খাওয়ার সু-ব্যবস্থা রয়েছে। ২০০৫-০৬ সাল থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৯৮১৪ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬. এডিপিভূক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম:

এক নজরে বিআরডিবি'র এডিপিভূক্ত প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি

প্রকল্প সংখ্যা	:	৩ টি
মোট সংশোধিত বরাদ্দ	:	৩৪৯৭৩.৬০ লক্ষ টাকা
মোট ছাড়	:	৬৮৫৬.১২ লক্ষ টাকা
মোট ব্যয়	:	৬৩৬৩.২৮ লক্ষ টাকা
ব্যয়ের হার	:	৯২.৮১%

৬.১ এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের পরিচিতি

৬.১.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৮৬৮.৭২ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : এপ্রিল/২০১৪ - জুন/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত।
প্রকল্প এলাকা : রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস;
খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সকল মৌসুমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
গ) আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি;
ঘ) গরীব উৎপাদনকারীদের তৈরি পণ্যের জন্য বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টি;
ঙ) স্থানীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে অকৃষি ও অন্যান্য কার্যক্রমে নিয়োজিতকরণ।

আর্থিক অগ্রগতি:

প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-২০১৯ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১০৮৬৮.৭২	২৩২৮.০০	২৩২৮.০০	২২২২.২৭	৯৫.৪৫%	৯৫.৪৫%	৯২৪২.৪০	৮৮৮৮.৬৩

বাস্তব অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৮-২০১৯)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	১০৫	৯৩০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০,০০০	১৭১১,	১১,৫৪১
৩	সঞ্চয় জমা লক্ষ) (টাকা		২৩.৫৩	১৩১.৪২
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩,৬০০	৬৭২০,	২৮,৬৩১ (১ম পর্যায়) ২৮,৫৬০ (২য় পর্যায়)
৫	ঋণ বিতরণ লক্ষ) (টাকা	৯০০০০.	৫৮৭.১০	২২৬০.৩৮
৬	ঋণ আদায় লক্ষ) (টাকা	০	৪০৮.৩১	১৪৮৬.৩৩



৬ মার্চ, ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পাট মেলায় উদকনিক প্রকল্পের উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৬.১.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৯৯২৭.১৫ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৩২৪০.০০)
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত।
প্রকল্প এলাকা : ৬৪টি জেলার ২০০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- গ্রামবাসীগণের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- গ্রামবাসীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা;
- গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত;
- ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসেবে পরিণত করা;
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে Horizontal Linkage স্থাপন করা।

আর্থিক অগ্রগতি:

প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-২০১৯ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৯পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৯৯২৭.১৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৭০৮.৯৫	৯০%	৯০%	৮৭৮৭.৫২	৮৪৯৪.৯৬

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (১৮-১৯)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	ভিডিসি	৫,৪০০	৪৮০	৫,৪০০
২	ভিডিসিএম	৩,২৪,০০০	৫৯,০৪০	১,০৫,২৩৫
৩	ইউসিসি	৬০০	৫৪	৫৭২
৪	ইউসিসিএম	৩৬,০০০	৫,৭৬৬	১৪,০০৪
৫	ভিডিসি স্কীম	১০,৮০০	২,৩৯৩	৬,৯০৪
৬	প্রশিক্ষণ	৬,৪৯,৬২০	৯২,৮৯০	২,৭৫,১১০



যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় পিআরডিপি-৩ এর আওতায় ইটের সলিংকরণ রাস্তা পরিদর্শন করেন জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৬.১.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা : গাইবান্ধা জেলার ০৭ (সাত) টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে গাইবান্ধা জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলায় মানব সংগঠন সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।
- কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি।
- পল্লী অঞ্চলের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
- মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টি।
- চরাঞ্চলের জনগণের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ উপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা।
- স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে পুঁজি সরবরাহ।

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-২০১৯ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৪১৭৭.৭৩	১৫৬৩.০০	১৫২৮.১২	১৪৩২.০৬	৯২%	৯৪%	১৬৮৭.৭১	১৫৮৩.৪৬

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি -১৮)১(৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৫৫	১৮৫	২৩৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৫,৮০০	৫,৮১২	৭,১৯৯
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	০	২৯.৯১	৩৩.৮৩
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৫,৮০০	৫,৪০০	৫,৬০০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা লক্ষ) (টাকায়	২,৫৮০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	০	৫০.০০	৫০.০০



গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ/গাইবান্ধা, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৮খ্রি.

৭. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (৩য় পর্যায়)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিআরডিবি কাজ করছে।

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৫৯৩.০৬ লক্ষ
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।
প্রকল্প এলাকা : ২০টি জেলার ৪৬ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: সমিতি গঠন, পুঁজি গঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-২০১৯ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮৫৯৩.০৬	৩২৭.৪৭	৩২৭.৪৭	৩০৪.০৮	৯৩%	৯৩%	৩২৭.৪৭	৩০৪.০৮

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (১৮-১৯)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২,৮৫০	২৮৬	১,৩৫৮
২	পরিবার অন্তর্ভূক্তি (সংখ্যা)	২,৫৯,০০০	৩,৭২০	১,৩৬,৩৮৭
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,২৮,৫০০	৯,৯২০	২,০৫,৯৫৬
৪	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩,৮৮৬.৮০	৯০.২৫	৪,৩৭৭.৫৬
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৪,১৫,০৭৮	১৪,৬৬২	১৪,৬৬২
৬	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)	৮,৭০৬.৫০	০	৩,৪০৮.০৫
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	০	০	৩,৪০৮.০৫



প্রজেক্ট পার্সোনেলদের ৪দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বিআরডিবি'র সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা/
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়

৮. অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চলমান কর্মসূচিসমূহ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম'	কর্মসূচি এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
১	দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)	এলাকা : ২২ টি জেলার ২৩ উপজেলা মেয়াদ: জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	আরএলএফসহ ১৩৫.৪৫লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নে :**সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম'	কর্মসূচি এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
২	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)	এলাকা: ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলার মোট ২০ টি উপজেলা মেয়াদ: জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	৩৪১ ৪১.লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নে :**সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা।
৩	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	এলাকা: বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাধীন ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা মেয়াদ: জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৯৯৯৪১.৭৮লক্ষ টাকা (সিডা ও জিওবি)	**বাস্তবায়নে:** নির্বাহী পরিচালক
৪	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি(পদাবিক)	এলাকা: ২২টি জেলার ১২৩ উপজেলা মেয়াদ: জুলাই-১৯৯৩ হতে জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত	১৭০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নকারী:** কর্মসূচি পরিচালক
৫	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	এলাকা: ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন মেয়াদ: জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত	১৪৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নে :**কর্মসূচি পরিচালক
৬	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	এলাকা: দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৪৪ টি উপজেলা মেয়াদ: ২০০৩ সাল হতে চলমান	১৮৪.২৫ কোটি টাকা (জিওবি)	রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয়ন খাতে ছাড়কৃত আবর্তক ঋণ তহবিল **বাস্তবায়নে :**সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা
৭	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)	এলাকাঃ ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০০৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত	২২৩৮.লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নে :**সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৮	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি(গ্রামউকসক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	২০০০.লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নে :**সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৯	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি(ইরেসপো)	**এলাকাঃ** ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	১৫৭৩৪০০.লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নে :**কর্মসূচি পরিচালক।
১০	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	**এলাকাঃ** ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	৫৬৯৫১০০.লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নে :**কর্মসূচি পরিচালক।

৪.৪ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্রপীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে, গ্রামভিত্তিক

বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কোন বিকল্প নাই। তাঁর একান্ত ঐকান্তিক ইচ্ছা/প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে একাডেমী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে ১০নং আইনের দ্বারা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। একাডেমীর মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা। একাডেমী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উল্লিখিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে। বর্তমানে আরডিএ সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডেমী ১৯৭৩-৭৪ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৫৭৮৫টি ব্যাচে মোট ৫৬৯১৭৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ ৩৮৮৮৯৪ জন এবং মহিলা ১৮০২৭৯ জন। চলতি অর্থ বছরে মোট ৩৮৯ ব্যাচে সর্বমোট ২১৯৪১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে একাডেমীর নিজস্ব, বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মোট ৩৮৯টি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ২১,৯৪১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৪৪৮১ জন পুরুষ এবং ৭৪৬০ জন মহিলা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা			প্রশিক্ষণ (জন দিবস)
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ	২২৪	৪২৩১	৩৪৮০	৭৭১১	৪৩৫৪২
২.	উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ	১২২	৫৯৭৫	৩০৫৩	৯০২৮	১৪৪২৬
৩.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৯	৬৩৮	২৩৭	৮৭৫	১৩৪২৯
৪.	সেমিনার/ওয়ার্কসপ	৩৪	৩৬৩৭	৬৯০	৪৩২৭	৫৮৪৩
মোট		**৩৮৯**	**১৪৪৮১**	**৭৪৬০**	**২১৯৪১**	**৭৭২৪০**

গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লীবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করা গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গবেষণার বিষয়সমূহ

- **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।
- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা,

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (**Demography**), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।

- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ, নার্সারী/হোম গার্ডেনিং, পশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি অর্থনীতি, ইত্যাদি।

- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানী, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু ফসলের বিভিন্ন জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ, দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় লবণ সহিষ্ণু জাতের উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

একাডেমীর গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমী প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৪৯১টি গবেষণা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২৮টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা উপস্থাপন করা হলো।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা

Title of the Research Publication		**Researcher's Name**
1.	Dairy Milk Production,Processing and Marketing at RDA Laboratory Area for Livelihood Improvement of Small Milk Producers	Abdullah Al Mamun, Director Dr.Samir Kumar Sarker, Director Dr.Muhammad Riazul Islam, Assistant Director Md.Abdul Alim , Assistant Director Dr.Zinat Fatema, Researcher
2.	Assessment and Analysis of the Overall Situation of Women and Children:Bangladesh Scenario	Monirul Islam, Assistant Director Md.Abdul Alim, Assistant Director Shamal Chandra Hawlader, Assistant Director Md.Mohiuddin, Deputy Director Asim Kumar Sarkar, Assistant Director
3.	Grain Storage at Household Level Food Security	Dr.AKM Zakaria Md.Ferdous Hossain Khan, Joint Director Md.Delwar Hossain, Deputy Director Rebeka Sultana, Deputy Director
4.	Annual Plan 2018-2019 and Report 2017-2018	Convener: Md.Nazrul Islam Khan, Director
5.	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান	ড. মোহাম্মদ মুনসুর রহমান, পরিচালক ড. মো: নুরুল আমিন, পরিচালক সারাওয়াত রশীদ, উপ-পরিচালক শেখ শাহরিয়ার মোহাম্মদ, উপ-পরিচালক আল মামুন, সহকারী পরিচালক
6.	Adoption of Integrated Homestead Farming Technologies by the Rural Women of RDRS	Md. Khalid Aurangozeb, Deputy Director
7.	Evolutionary relationships of cyprinid fishes (Cyprinidae) from Bangladesh based on morphological traits and mitochondrial genes	Md. Ashraful Alam, Assistant Director

Title of the Research Publication		Researcher's Name
8.	Involvement of Women in Small Scale Fish Farming in Birganj Upazilla of Dinajpur:potential for nutritional point of view	Md. Ashraful Alam, Assistant Director
9.	Determinants of Rural Migration and Its Influences on Agricultural Labour	Noor Muhammad, Assistant Director
10.	Assessment of adulteration in banana ripening practiced in Bogura district and development of safe ripening techniques for ensuring food safety and security	Md, Ferdous Hossain Khan, Joint Director Md. Khalid Aurangozeb, Deputy Director Md.Abdul Alim , Assistant Director
11.	Effect of Organic and Inorganic Seed Treatments on Quality for Vegetable Seed in Storage	Ms. Rebeka Sultana, Deputy Director Md. Khalid Aurangozeb, Deputy Director
12.	A Checklist of fish species from three rivers in Northwestern Bangladesh Based on a seven-year survey	Mohammad Ashraful Alam, Assistant Director
13.	Common Practices Regarding Health and Status of Treatment Facilities in the Rural Areas of Sherpur Upazila,Bogura,Bangladesh	Md.Abdul Alim , Assistant Director Sarawat Rashid, Deputy Director Shaikh Shahriar Mohammad, Deputy Director Mohammad Munsur Rahman, Director Jayanto Kumar Roy, Assistant Director
14.	Detection of Crossbreed Magur(*Claras batrachus* x *C. gariepinus*) in Bangladesh through geometric morpohometric and mitochondrial col gene analyses	Md. Ashraful Alam, Assistant Director
15.	Community Based Housing:An Innovative and Green Development Project of Bangladesh (Conference Paper)	Sarawat Rashid, Deputy Director Shaikh Shahriar Mohammad, Deputy Director
16.	Fish Diversity and Conservation Status in Freshwater Ecosystem of Dharala River at Kurigram,Bangladesh	Md. Ashraful Alam, Assistant Director
17.	স্বল্প পরিসরে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন	ড.আব্দুর রশিদ, পরিচালক শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার, সহকারী পরিচালক মনিরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক
18.	Effectiveness of Web-Internet Information System for Achieving e-Governance in Bangladesh	Md. Abdur Rashid PHD, Director Sheikh Saeem Ferdous, Deputy Director
19.	Women Empowerment through Entrepreneurship:A study in Jashore District	Maruf Ahmad, Assistant Director
20.	Information Needs of Rural Women in Agricultural Activities	Noor Mohammad , Assistant Director
21.	Factors Affecting Safe Food Production:A Study in Bogura District	Md.Abdur Rashid PHD, Director Rebeka Sultana, Deputy Director Noor Mohammad, Assistant Director

Title of the Research Publication		Researcher's Name
22.	Production of earthworms(*Eisenia foetida*)as an alternative mud eel(*Monopterus cuchia*) feed	Macksood Alam Khan, Deputy Director Md. Ashraful Alam, Assistant Director
23.	Impact of Trichoderma Enhanced Composting Technology in Improving Soil Productivity	M.A. Matin Noor Mohammad, Assistant Director
24	Status of Dairy Cattle Rearing In Char Land Areas As Enterprise at Two Upazilas of Bogura.	Dr. Samir Kumar Sarkar Dr. Muhammad Rizaul Islam Dr. Sultana Fizun Nahar Md. Muraduzzaman
25	Contribution of female member in family welfare through handicraft production: A Study in Bogura District	Macksood Alam Khan, Deputy Director Shaikh Shahriar Mohammad, Deputy Director Andalib Mahajabin, Assistant Director Sompa Khatun,
26	Strengthing Rural Livelihood: The Role of Mobile Phone Bogura Drictric, Bangladesh.	Md. Ashraful Alam, Assistant Director Md. Mohiuddin, Deputy Director Md. Tanbirul Islam, Deputy Director Jayanto Kumar Roy, Assistant Director
27	Resourse Mobilisation and Decision making process of union parisad level in bangladesh.	Shaikh Mehdee Mohammad PhD, Joint Director Salma Mobarek, Deputy Director Mr. Md. Maruf Ahmad, Assistant Director Zahidul Islam
28	Collaborative Leadership and Perception of Quality Education at Secondary Schools in Rural and Urban Areas of Bangladesh	Dr. Monsur Ahmed, Assistant Professor Dr. Muhammad Munsur Rahman, Director Arif Ahmed Zufi, Assistant Professor Md. Tanbirul Islam, Deputy Director

প্রায়োগিক গবেষণা

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বিগত প্রায় তিন দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। একাডেমী গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ পর্যন্ত মোট ৪১টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ২৩টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এগুলির মধ্যে জিওবি'র অর্থায়নে এডিপিভুক্ত ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক ৭টি বিশেষায়িত সেন্টার এর মাধ্যমে পরিচালিত কার্যকক্রম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সরকার চলতি অর্থ বছরে একাডেমীর মাধ্যমে ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত নিম্নবর্ণিত প্রকল্প/কর্মকান্ড বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এডিপিভুক্ত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

(১) যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M৪C) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।

(২) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

(৩) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

(৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

(৫) শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুর, প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প।

(৬) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

(৭) *সৌরশক্তি নির্ভর সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প*

(৮) কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

(১) মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (M৪C)

বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি'র অর্থায়নে মোট ৯২৬২.৮৫ (জিওবি-১৩৬৩.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৮৯৯.৮৫ লক্ষ) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মে, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদী একটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কারিগরি সহায়তাধর্মী চলমান প্রকল্প। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনজীবনে মারাত্মক হুমকীর সৃষ্টি হচ্ছে। চরাঞ্চলগুলো নদী বেষ্টিত এবং মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যোগাযোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। চরের এই ভৌগলিক বিপর্যয় এবং মূল-ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ব্যাপক প্রভাব ফেলে যোগাযোগ, বাজার ব্যবস্থাপনা তথা চরগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। তদুপরি, চরগুলো অনেকগুলি কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্ভাবনাকে আকড়ে ধরে আছে। যার ফলে চরগুলো শস্যভান্ডার হিসেবে খ্যাত। উৎপাদিত শস্যই স্থানীয় বাসিন্দাদের আয়ের অন্যতম উৎস এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের নিরাপদ ক্ষেত্র। কিন্তু চরাঞ্চলে টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা না থাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যার্যমুল্য নিশ্চিত হচ্ছে না। ফলে দিন দিন চরবাসীদের চরম দারিদ্রতা, অনিশ্চয়তা এবং বিপর্যয়সহ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

M৪C প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জেলার চরে বসবাসকারীদের দারিদ্রতা ও বিপর্যয় হ্রাস করা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এর সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চর উৎপাদকদের কর্মকান্ডকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মোট ১০টি জেলার (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারি, টাঙ্গাইল এবং পাবনা) চরাঞ্চল।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৯,২৬২.৮৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৭,৮৯৯.৮৫ লক্ষ; জিওবি-১,৩৬৩.০০ লক্ষ)
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৮৮০৫.৭২ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৫৭৫৯.৫৪ লক্ষ; জিওবি-১২৪৬.১৮ লক্ষ)
২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ	:	১২২১.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৯২১.০০ লক্ষ; জিওবি-৩০০.০০ লক্ষ)
২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ব্যয়	:	১১০৪.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৯২১.০০ লক্ষ; জিওবি-১৮৩.০০ লক্ষ)

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- M4C প্রকল্পের সহযোগী চারটি কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জুলাই/১৮- জুন/১৯ মাস পর্যন্ত চরাঞ্চলে সর্বমোট ১০.১৩ কোটি টাকা মূল্যের মানসম্মত কৃষি উপকরণ বিক্রি করেছে। কৃষি উপকরণের প্রচারের লক্ষ্যে ২৫ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ৪৬৮ টি কৃষক সভা, ১২৩ টি কৃষক প্রচারাভিযান পরিচালনা করে যেখানে মোট ২৭,৪৭৪ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ৯,৪০৮ জন নারী।
- M4C প্রকল্পের সহযোগী গোখাদ্য সরবরহকারী প্রতিষ্ঠান এসিআই গোদরেজ জুলাই/১৮- জুন/১৯ মাস পর্যন্ত চরাঞ্চলে ৩,৪০৩ মে: টন উন্নতমানের গবাদি পশুর খাদ্য বিক্রয় করেছে। এসিআই গোদরেজ তাদের পণ্যের প্রচারের লক্ষ্যে ৯৫ টি কৃষক সভা, ৬১ টি কৃষক প্রচারাভিযান এবং ২১ টি মাঠ দিবস পরিচালনা করে যেখানে মোট ১৬,৮০৬ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ৬,১৩৬ জন নারী।

- M4C টিম ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (প্রাণিসম্পদ) এর মাধ্যমে জুন, ২০১৯ ইং মাস পর্যন্ত ৩৫৬ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষন এবং ১২৭ টি কৃষক প্রচারাভিযান পরিচালনা করে যেখানে মোট ২০,৪২১ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ১২,৫২৬ জন নারী। এছাড়া ৫ টি গবাদী প্রাণির টিকা প্রদান কর্মসূচীর আয়োজন করে, যেখানে ৪৩৫ টি পরিবারের গবাদী প্রাণিকে টিকা প্রদান করা হয়।
- M4C টিম ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (ফসল) এর জন্য ফসল চাষাবাদ সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন বিষযক ৩ ব্যাচ প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়, যেখানে মোট ১৭১ জন আউট গ্রোয়ার (ফসল) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জুন, ২০১৯ মাস পর্যন্ত ৭৬৫ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ করা হয়, যেখানে মোট ১৯,২১৭ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ১২,১৩২ জন নারী।
- M4C প্রকল্পের সহযোগিতায় অংশীদার এনজিও গাক, এনডিপি,ইউনাইটেড ফাইন্যান্স, এসকেএস ফাউন্ডেশন ও ব্রাক এর মাধ্যামে সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও গাইবান্ধা এবং কুড়িগ্রামে জুলাই/১৮- জুন/১৯ পর্যমত্ম ৫,৬৩৯ জন কৃষকের মাঝে ১৬.০০ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৭,৩২৫ জন কৃষকের মাঝে ৫০.৫৭ কোটি টাকা মৌসুমী কৃষি ঋণ প্রদান করেছে।
- M4C প্রকল্পের আওতায় গত ২০ জুন,১৯ মাসে মার্কেট সিস্টেম চেঞ্জেস ফর সাসটেইনেবল ভালনারেবিলিটি রিডাক্টশন ইন চ্যালেঞ্জিং কনটেক্ট শীর্ষক ডেসিমিনেশন কর্মশালা সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বেসরকারী খাতগুলো হতদরিদ্র সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতিশীল প্রভাব ফেলতে পারে এবং এই প্রভাবগুলো দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য মুলধন গঠনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা ঝুঁকি মোকবেলা করার জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিসি এর ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব ডেরেক জর্জ, সুইসকন্ট্রাক্ট এর কান্ট্রি ডিরেক্টর অনির্বান ভৌমিক, M4C প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুর রশিদ এবং M4C প্রকল্পের টিম লিডার জনাব এসএম মাহমুদুজ্জামান।







চিত্রে: M4C প্রকল্পের কর্মকান্ড

(২) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

কৃষি জমি অপচয় রোধ ও পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া "গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ" সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগে একটি করে মোট ০৭টি এলাকায় পাইলাট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার - ৩৬,২৯৮.০০ লক্ষ টাকা ও সুবিধাভোগী- ৬,১৩৫.৭৮ লক্ষ টাকা)
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ টাকা (জুন ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়)
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ায় কর্মকান্ড স্থগিত আছে যা পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ		৮,৯০৩.৩০ লক্ষ টাকা (প্রস্তাবিত)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- বহুতল বিশিষ্ট (৪ তলা) ৭টি আবাসনের জন্য ভবন নির্মাণ;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনসহ উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত ৭টি ভবন নির্মাণ (৩ তলা);
- সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা;
- পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও টয়লেট ফ্লাশ কাজে ব্যবহার ;
- অগ্নিনির্বাপকের সুযোগ এবং পরিবেশ উন্নয়নে জলাধার/লেক নির্মাণ;
- রন্ধনকাজে বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি ব্যবহারে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন;
- বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে প্রাপ্ত স্লারী থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদন এবং বিপণন;
- সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং
- উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।







চিত্রে: কৃষি জমি সাশ্রয়ী ও আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায় ভিত্তিক পল্লী জনপদ

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

বিভাগের নাম ও অবস্থান	বাস্তব অগ্রগতি (%)
রংপুর (নিয়ামত, পান্ডারদিঘী, রংপুর সদর, রংপুর)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ৩.৯০২ একর ও টাকা ৬৪৮.২৯ লক্ষ। **আবাসিক ভবন** ● টাওয়ার-০১ এবং টাওয়ার-০২ এর ৪র্থ তলা পর্যন্ত ফ্রেম স্ট্রাকচার সম্পন্ন হয়েছে, শুধুমাত্র ৪র্থ তলার দেয়াল গাঁথুনি ও প্লাস্টারের কাজ চলমান রয়েছে। ● টাওয়ার-০১ এবং টাওয়ার-০২ এ ৫০০টি (মোট ৮০০টির মধ্যে) দরজার চৌকাঠ সংযোজন সম্পন্ন হয়েছে। টাইলস এর কাজ চলমান। ● টাওয়ার-০১ এবং টাওয়ার-০২ এর ৩য় তলা পর্যন্ত থাই-এর ফ্রেম লাগানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● ইলেকট্রিক্যাল পাইপ লেইং করা হয়েছে। **ফার্ম বিল্ডিং/ক্যাটেল সেড** ● ফার্ম বিল্ডিং এর নির্ধারিত স্থানে আবাসিক ভবনের ফেরো-সিমেন্ট স্লাব ঢালাই ও কিউরিং কাজ চলমান, নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে। **বায়োগ্যাস প্লান্ট** ● প্রকল্প সাইট প্লানে ২টি বায়োগ্যাস প্লান্ট-এর লে-আউট প্রদান করা হয়েছে। **ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা** ● ডিপ-টিউবওয়েলের লোকেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে। **অন্যান্য** ● প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ১২২৪টি আবেদন জমা হয়েছে; ● ফ্ল্যাট বুকিং এর জন্য সর্বমোট ২০৩ জন (৩০%) টাকা জমা প্রদান করেছেন। **আর্থিক অগ্রগতি** মোট কার্যাদেশ ৫১৫৩.৬০ লক্ষ টাকা। বিল প্রদান করা হয়েছে- ৩২৮৯.৪৭ লক্ষ টাকা।

বিভাগের নাম ও অবস্থান	বাস্তব অগ্রগতি (%)
ঢাকা (হরিদাসপুর ও আড়পাড়া, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ৪.২৬ একর ও টাকা ৪৩০.০০ লক্ষ। **আবাসিক ভবন** **টাওয়ার-০১** ● গ্রেড বীম এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং দুই ভবনের ১ম তলার ৫৬টি কলাম সম্পন্ন হয়েছে। ● গ্রেড বীম পর্যন্ত মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **টাওয়ার-০২** ● ভবনের ১ম তলা সর্ট কলাম এর কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। ● টাওয়ার-১ এর মাঝে ফেরো সিমেন্টের স্লাব এর কাজ শুরু হয়েছে। **ফার্ম বিল্ডিং/ক্যাটেল সেড** ● ফার্ম বিল্ডিং এর নির্ধারিত স্থানে মাটি কাটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **বায়োগ্যাস প্লান্ট** ● প্রকল্প সাইট প্লানে ২টি বায়োগ্যাস প্লান্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। **ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা** ● ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। **অন্যান্য** ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ৮১৮ আবেদন জমা হয়েছে।
রাজশাহী (জামালপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ৫.৬৭ একর ও টাকা ৭৩৯.৩১ লক্ষ। **আবাসিক ভবন** **টাওয়ার-০১** ● ২টি ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত ফেরো-সিমেন্ট স্লাব/ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● ৪র্থ তলার মোট কলামের প্রায় ৬০% ভাগ ঢালাই কাজ ও ২০% ছাদের বীম এর ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● ভবনের নীচ তলায় বালু ভরাট ও কম্প্যাকশন কাজ সম্পন্ন রয়েছে। ● ২টি ভবনের ২য় তলার পাটিশন/ওয়াল গাঁথনীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং লিন্টেল, টয়লেটের সাদ ঢালাই কাজ চলমান। **টাওয়ার-০২** ● ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত স্লাব ঢালাই শেষ হয়ে ৪র্থ তলার ৩০% কলাম ও বীম ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● ভবনের নীচ তলায় বালু ভরাট ও কম্প্যাকশন কাজ সম্পন্ন রয়েছে। ● টাওয়ার-০১ ও টাওয়ার-০২ এর প্রয়োজনীয় ফেরো-সিমেন্ট স্লাবের ১০০% স্লাব ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● নির্মিত ছাদের ইলেকট্রিক্যাল পাইপ লেইং সম্পন্ন হয়েছে। ● ভবনের পার্টিশন ওয়াল এর জন্য হলো-ব্লক তৈরির কাজ চলছে। **ফার্ম বিল্ডিং/ক্যাটেল সেড** ● ফার্ম বিল্ডিং এর নির্ধারিত স্থানে আবাসিক ভবনের ফেরো-সিমেন্ট স্লাব ঢালাই ও কিউরিং কাজ চলমান। **বায়োগ্যাস প্লান্ট** ● প্রকল্প সাইট প্লানে ২টি বায়োগ্যাস প্লান্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। **ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা** ● ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। **অন্যান্য** ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ১২২৫ টি আবেদন জমা হয়েছে।

বিভাগের নাম ও অবস্থান	বাস্তব অগ্রগতি (%)
খুলনা (খোলাবাড়ীয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ৩.৭৫ একর ও টাকা ৬২২.০৮ লক্ষ। **অগ্রগতি** ● বালি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ● এপ্রোচ রোড তৈরী করা হয়েছে; ● পাইলিং এর লে-আউট প্রদান করা হয়েছে; ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ৯৭৫ টি আবেদন জমা হয়েছে।
সিলেট (বদুহাজি, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ৪.২১৫ একর ও টাকা ৬০৫.২০ লক্ষ। **অগ্রগতি** ● সিলেটে নীচু এলাকা ছিল বিধায়, কাজ শুরু করা যায় নি; ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ৩২৮টি আবেদন জমা হয়েছে।
চট্টগ্রাম (বঙ্গবন্ধু বাজার , সদর উপজেলা, কক্সবাজার)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ● ৪.২০৬২ একর ও টাকা ৫৬২.৫০ লক্ষ। ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ২৩৫টি আবেদন জমা হয়েছে।
বরিশাল	**অগ্রগতি** ● পল্লী জনপদ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের জন্য বরিশাল জেলার বিভিন্ন এলাকা ইতোমধ্যেই পরিদর্শন করা হয়েছে; ● খুব শীঘ্রই প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করা সম্ভব হবে। ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ১৪৯টি আবেদন জমা হয়েছে।



পল্লী জনপদ, রংপুর এর নির্মাণাধীন ভবন

(৩) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার জন্মলগ্ন থেকেই পানি ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশে আশির দশকের পূর্বে স্থাপিত প্রতি ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলনক্ষম একটি গভীর নলকূপ থেকে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হতো। গভীর নলকূপের সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাডেমী ১৯৮০-১৯৮৩ সময়কালে FAO/UNDP অর্থায়নে ‘‘Tubewell Command Area Development (TCAD)’’ শীর্ষক একটি প্রায়োগিক

গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফসল হিসেবে ''Buried Pipe System of Irrigation'' (ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা)'' Concept এদেশে প্রতিষ্ঠা পায়। আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত এইরূপ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন করার ফলে পূর্বে কথিত সক্ষমতা সম্পন্ন একটি গভীর নলকূপ থেকে ১৬৬ একর বোরো ধানের জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। গভীর নলকূপ সেচ এলাকার এইরূপ বৃদ্ধির ফলে একর প্রতি বিদ্যুৎ/জ্বালানী খরচ (৭৫%) কমানো সম্ভব হচ্ছে। উপরন্তু পানির অপচয় ৬০% থেকে ৫%-এ আনা সম্ভব হয়েছে এবং ভূ-উপরিস্থ সেচনালার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের ফলে ১৬৬ একর সেচ এলাকায় ৩ একর জমির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। সেচনালা নির্মাণে ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্ভাব্য সামাজিক দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হয়েছে। আরডিএ-এর অভিজ্ঞতার আলোকে এই ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমনঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উত্তর-পূর্ব ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (কৃষি মন্ত্রণালয়), গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন (গ্রামীণ ব্যাংক), দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফলভাবে ব্যবহার করছে। এছাড়া খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আরডিএ, ডিএই, গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম গ্রহণ করলে মাঠ পর্যায়ে তার প্রভাব কম লক্ষ্য করা গেছে। আরডিএ গবেষণার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনাসহ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদী পানি সাশ্রয়ী প্রকল্প চলমান রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুকি মোকাবেলায় ধান, দানা জাতীয় শষ্য এবং বিভিন্ন সব্জি উৎপাদনে সেচের পানি, উৎপাদন উপকরণ ও জ্বালানী সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব রেইজড বেড, এসআরআই, এডব্লিউডি এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রযুক্তির বহুল প্রচলন, জনপ্রিয়করণ ও মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগের ৪০ জেলার মোট ২০০টি এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৩৯৬৩.০০ লক্ষ (সংশোধিত)
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩,১৪২.৫২ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮০০.০০লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৭৬৬.৭২লক্ষ টাকা

পানি সাশ্রয়ী গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে সেচকৃত পানি ৩০-৪০% সাশ্রয় হচ্ছে পক্ষান্তরে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০-৪০%। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের আওতায় ১৪ জেলার অন্তর্গত ৭২টি কৃষক গ্রুপে এই ধরনের আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিকীকরন প্রদর্শনী'র বাস্তবায়ন এই প্রথম। আধুনিক এই পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি সমুহ এবং যান্ত্রিকীকরন বানিজ্যিকভাবে বাস্তবায়নে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহন করেছেন এবং সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাও তৈরী হচ্ছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিভাগ, বিএডিসি, বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তিসমূহ পাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।



চিত্রে: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সেচের পানি ও উৎপাদন উপকরণ সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে চাষাবাদ

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- খামার যান্ত্রিকিকরণের জন্য পাওয়ার টিলার বেড ফর্মারসহ, রোপন ও মাড়াই যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে বিতরণ চলমান রয়েছে। বর্তমান পর্যন্ত ৫৫টি পাওয়ার টিলার বেড ফর্মারসহ কৃষি যন্ত্রপাতি উপকারভোগী পানি সাশ্রয়ী কৃষকদলে বিতরণ করা হয়েছে।
- লক্ষ্যমাত্রা ৫০টির বিপরীতে ৫০টি উপ-প্রকল্প এলাকা নির্বাচন, ৫০টি দল গঠন।
- খরিফ-২/১৯ মৌসুমে ৭টি মাদার ট্রায়েল সহ ১৬৫টি উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রদর্শনী বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং খরিফ-২/১৯ মৌসুমে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান।
- সেল্প হেল্প গ্রুপ আবাসিব ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ভবনের ফিনিসিং কাজ চলমান।
- প্রযুক্তিসমূহ জনপ্রিয় ও প্রসারের জন্য ১৫৪ টি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে।
- ৮টি অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৭টি মেশিনারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ৫০টি ফার্মার্স ফিল্ড প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অক্টোবর, ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করার নিমিত্ত আরডিএ, বগুড়া'র অধীনে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার আদলে একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

রংপুর বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন যাত্রার মানন্নোয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র আদলে আরো একটি পুণাঙ্গ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১১১৩২.০০ লক্ষ টাকা ।
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৯০৬৪.৮৮লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫০৫৩.০০লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৫০১৭.৮৮ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

ভুমি অধিগ্রহণ

- **প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ**

অফিস ভবন নির্মাণ

- মেইন গেট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- প্রশাসনিক কাম অনুষদ ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৬০০ ব: মি: X ১০ তলা = ৬০০০ ব: মি: নির্মাণ
- টেকনোলজি ভবনঃ (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ (৩০০ ব: মি: X ২ তলা = ৬০০ ব: মি: নির্মাণ)
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ): (৭০০ ব: মি: X ৫ তলা = ৩৫০০ ব: মি: নির্মাণ) গ্রাউন্ড ফ্লোর ও ১ম তলা- ক্যাফেটেরিয়া, ২য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র, ৩য় তলা গেস্ট হাউস

আবাসিক ভবন নির্মাণ

- সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা ও পুরুষ): (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৬তলা পর্যন্ত নির্মাণ (৪৫০ ব: মি: X ৬ তলা = ২৭০০ ব: মি: নির্মাণ)
- পরিচালকের বাংলোঃ (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ (১৫৮ ব: মি: X ২ তলা = ৩১৬ ব: মি: নির্মাণ)

- ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ (১৮৬ ব: মি: X ৪ ইউনিট X ২ তলা = ১৪৮৮ ব: মি: নির্মাণ)
- ষ্টাফ কোয়ার্টার (এ, বি, সি টাইপ) (১০তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ (৭৫০ ব: মি: X ৩ টাইপ ইউনিট X ২ তলা = ১৫০০ ব: মি: নির্মাণ)
- মসজিদ নির্মাণ (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ১ম তলা নির্মাণ (২২০ ব: মি: X ১ তলা = ২২০ ব: মি: নির্মাণ)।
- ডেইনেজ সিস্টেম, রোড/লিংক রোড, করিডোর ইত্যাদি স্থাপন/নির্মাণ।

এছাড়া প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে আরডিএ, রংপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে (ক) কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; (খ) ফসল ইউনিট; (গ) ডেইরী ইউনিট; (ঘ) পোল্ট্রি ইউনিট; (ঙ) মৎস্য ইউনিট (চ) উদ্যান ও নার্সারী ইউনিট; (ছ) টিস্যুকালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।



চিত্রে: মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয় রংপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ভুমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সমিানা প্রাচীর নির্মান কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রসাশনিক ভবন এর ১০ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন, ১০ তলা পর্যন্ত গাথুনি সম্পন্ন,টাইল্স, ফায়ার ও এয়ারকুলার সিটেম সহ ফিনিসিং কাজ চলমান।
- জেনারেল হোষ্টেল এর ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই কাজ চলমান ৫ম তলার ফিনিসিং কাজ চলমান।
- গেষ্ট হাউজ সহ ক্যাফেটেরিয়া ভবন এর ৫ম তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন ৪র্থ তলার ফিনিসিং কাজ চলমান।
- ডাইরেক্টর বাংলোর এর ২য় তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন ২য তলার ইটের গাথুনি চলমান ও ১ম তলার ফিনিসিং কাজ সম্পন্ন।
- ফ্যাকাল্টি কোয়াটার এর ২য় তলার ইটের গাথুনির কাজ চলমান।
- ষ্ট্যাফ কোয়াটার এর ২য় তলার ইটের গাথুনির কাজ চলমান।
- সাব ষ্টেশন নির্মান সহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন।
- রুরাল টেকনোলজী ভবনের কাজ চলমান।
- টেকনোলজী পার্ক এর ক্রপ সেড, ডেইরী সেড ও পল্ট্রী সেড এর ফিনিসিং কাজ চলমান।
- প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনযায়ী সকল ক্রয় কাজ ইজিপি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন ।

(৫) শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প

ময়মনসিংহ বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন যাত্রার মানন্নোয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫/১০/২০১৬ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন দেন। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে মোট ১২৪৫০.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৭/১২/২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

বৃহত্তর ময়মংসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন-যাত্রার মানন্নোয়নের শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবলী নিম্নরূপঃ

- একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেণার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কীত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, টেকসই মডেল ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি এবং মডেল/প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা; এবং
- দেশের গ্রামীণ হত দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে গ্রামীণ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্প এলাকা	:	জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা, হরিরামকুল মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১২৪৫০.১২ লক্ষ টাকা
জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৭১৬৩.৮৫ লক্ষ
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩০০০.০০ লক্ষ
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	২৯২৫.৫৪ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

সম্পদ সংগ্রহ

- ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ।
- প্রকল্পের আওতায় যানবাহন (১টি পি-আর ও ২টি মোটর সাইকেল) সংগ্রহ ।
- প্রস্তাবিত ৫টি ইউনিটের (ফসল; ডেইরী ও পোল্ট্রি; মৎস্য; টিস্যু কালচার এবং হাইড্রোফোনিক; কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট) এর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

নির্মাণ ও স্থাপনাদী

ভবন নির্মাণ

- দশ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ;
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ) (১ম ও ২য় তলায় ক্যাফেটেরিয়া; ৩য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র এবং ৪র্থ-৫ম তলায় গেস্ট হাউস);
- সাধারণ হোষ্টেল (পুরুষ): (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ ;
- সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা): (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ;
- মহাপরিচারক ও অতিরিক্ত মহাপরিচাক বাংলো : (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ।

অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো/স্থাপনাদি নির্মাণ

- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে জামালপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে ফসল; ডেইরী ও পোল্ট্রি; মৎস্য; টিস্যু কালচার এবং হাইড্রোফোনিক এবং কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট এর সেড/অবকাঠামো নির্মাণ এবং মেইন গেট, গার্ড শেড ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।
- করিডোর নির্মাণ; মসজিদ নির্মাণ; রোড/লিংক রোড স্থাপন; পানি নিস্কাশন অবকাঠামো
- টেলিযোগাযোগ, বৈদ্যুতিক স্থাপনা ও পানি সরবরাহ (পাইপ লাইন, ২টি গভীর নলকূপ, ওভারহেড ট্যাংক) ব্যবস্থা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ভূমি উন্নয়নের জন্য মাটি ভরাটের কাজ ৭৮% সর্ম্পূন হয়েছে।
- সীমানা প্রাচীরের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর মেইন গেটের কাজ ৫৫% সর্ম্পূন হয়েছে।
- ক্যাফেটেরিয়া ভবন সহ বিনোদন কেন্দ্রের ৪র্থ তলার তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পূর্ন হবার পর ৫ম তলার ছাদের রড বাইন্ডিং ও সাটারিং কাজ চলমান রয়েছে এবং পাশাপাশি ইটের গাঁথুনী ও অন্যান্য কাজও চলমান রয়েছে।
- সাধারন হোষ্টেল (পুরুষ) এর ট্রাকচার কাজ সম্পূর্ন হবার পর এবং পাশাপাশি ইটের গাঁথুনী ও অন্যান্য কাজও চলমান রয়েছে।
- সাধারন হোষ্টেল (মহিলা) এর ট্রাকচার কাজ সম্পূর্ন হবার পর এবং পাশাপাশি ইটের গাঁথুনী, প্লাষ্টার, টাইলস ফিটিংস ও অন্যান্য কাজও চলমান রয়েছে।
- মহাপরিচালকের বাংলোর কাজ সম্পূর্ন হয়েছে।
- প্রশাসনিক কাম অনুষদ ভবনের অবকাঠামো মূলক কাজের ৭ম তলার ছাদের ঢালাই সম্পর্ন হওয়ার পর ৮ম তলার ছাদের রড বাইন্ডিং ও সাটারিং এর কাজ চলমান রয়েছে এবং পাশাপাশি ইটের গাঁথুনী ও অন্যান্য কাজও চলমান রয়েছে।
- ইউনিট সমূহের ট্রাকচার কাজ ৮০% সর্ম্পর্ন হওয়ার পর ইটের গাঁথুনী, প্লাষ্টার ও অন্যান্য কাজও চলমান রয়েছে।
- মসজিদের ফাউন্ডেশন ও গ্রেড বীম কাজ সর্ম্পর্ন হওয়ার পর কলাম ঢালাইযের কাজ চলমান রয়েছে।
- এছাড়াও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির প্রায় ৫ ভাগ চরাঞ্চলে বসবাস করে। প্রতি বছর বন্যা ও নদী ভাঙ্গনসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে বহু লোকের ঘরবাড়ি, গবাদিপশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নদী বেষ্টিত এই সকল চরাঞ্চল মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে জীবন জীবিকার অত্যন্ত ঝুঁকি প্রবণ। পাশাপাশি নদী বির্ধৌত উর্বর জমি থাকলেও উন্নত প্রযুক্তি, কলাকৌশল, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন উপকরণ সহজলভ্য না হওয়ায় কাংখিত উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিটি পরিবারেরই গবাদিপশু পালনের মানসিকতা থাকলেও অর্থাভাব, উন্নত জাত, চিকিৎসা সুবিধা না থাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন গো-খাদ্যের অভাব সম্ভাবনাময় এ খাতটির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ইতোপর্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ডিএফআইডি'র অর্থায়নে সিএলপি'র মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন চর এলাকায় নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলায় সিএলপির কার্যক্রম ছিল সীমিত। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মোট ৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন বছর (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত) মেয়াদী প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) চরের হতদরিদ্র অধিবাসীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক আয়বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র হতে উন্নয়ন;

(খ) বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল ভূ-খন্ডের সাথে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি;

(গ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে (কৃষি ও অকৃষি) নিয়োজিত করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে আরো উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(ঘ) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সেবা প্রদানকারী (LSP) এবং আইসিটির ভিত্তিক গবাদিপশু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; এবং

(ঙ) বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং Incentive based micro saving program পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকা	:	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি এবং সোনাতলা উপজেলার (সারিয়াকান্দি উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন এবং সোনাতলা উপজেলার ২ টি ইউনিয়ন) মোট ৮টি ইউনিয়নে (চর এলাকা) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৯৬১.৬২ লক্ষ
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৬৬০.০০ লক্ষ
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৫৭৫.১৫ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের সুবিধাভোগী

- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ২টি উপজেলার চর এলাকায় বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা প্রশাসনের পরামর্শ সর্বোপরি সিএলপি'র অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচন করা হবে। তবে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত সিএলপি প্রকল্প থেকে বাদ পরা হতদরিদ্রদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ১৬০০০ জন জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকল্পের সুফল পাবে। এদের মধ্যে ৩০০০ জন হতদরিদ্র (সিএলপি প্রকল্প থেকে বাদ পরা) এবং ৫০০০ জন দরিদ্র অর্থাৎ হতদরিদ্র হতে উন্নীত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল কমর্কান্ড:

- নির্বাচিত ৩২২০ জন সুফলভোগী সদস্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় প্রশিক্ষণের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বাড়তি আয় নিশ্চিত করবে।
- ৩ হাজার হতদরিদ্রদের মাঝে গবাদিপশু (৩ হাজার গরু ও ৩ হাজার ছাগল/ভেড়া) হস্তান্তর করে হস্তান্তরি প্রাণী পালনের জন্য অনুদান (স্ট্যাইপেন্ড) সুবিধা প্রদান, পশুখাদ্য সরবরাহ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন করা হবে।
- প্রকল্প মেয়াদে মোট ৭০০টি পরিবার শুধুমাত্র গরু মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে সাবলম্বী হবে।
- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর লাইভস্টক ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয়ভাবে ৩০ জন LSP সৃষ্টির মাধ্যমে গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সেবা, কৃত্রিম প্রজনন ও পালন সেবা নিশ্চিত করা হবে।
- ৩০০ পরিবারের জন্য ৩০০টি নলকূপ, ১২০০ পরিবারের জন্য ৪টি এলাকায় রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এবং ১৫০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাকট্রিনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের মধ্য থেকে ১১০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ফলে নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।
- মোট ৩ হাজার জন সদস্য নিয়ে গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণদান সংস্থা (VSLA) এবং সামাজিক উন্নয়ন দল (SDG) গঠন করে মূলধন/পুর্জির যোগান নিশ্চিত করে প্রকল্প খাত থেকে ৫০% টাকা প্রদানের মাধ্যমে তহবিল গঠন করে প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে কৃষিভিত্তিক সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- কৃষকদের চাহিদা মোতাবেক নতুন সম্ভাবনাময় ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তির প্রদর্শনী ব্লক তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।
- স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় কৃষি ও বাসস্থানের ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন ও জরুরী সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করে দূর্যোগ মোকাবিলা করা।
- দুই উপজেলায় ৮টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ ইউনিট স্থাপন ও সেলস্ ও সার্ভিস সেন্টার গঠনের মাধ্যমে পণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প এলাকায় ৩২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় সারিয়াকান্দি উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের ৫৪টি ওয়ার্ড এবং সোনাতলা উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১২টি ওয়ার্ড সার্ভে করা হয়েছে।

- প্রকল্পের অর্থায়নে আইসিটি ভিত্তিক গবাদিপশু পালন কৃত্রিম প্রজনন সম্পর্কিত ৩০ জনকে, সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে ২১৬০ জনকে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা বিষয়ে ৬০০ জনকে, স্বাস্থ্য,পুষ্টি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ৬০০ জনকে, চর এলাকায় ফসল উৎপাদন বিষয়ে ৫১০ জনকে, বসতভিটায় সব্জি চায় বিষয়ে ১৮০ জনকে, গরু মোটাতাজাকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে ২৭০ জনকে, বীজ ব্যবসার মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে ৬০ জনকে, গো-খাদ্য ও সাইলেজ তৈরী প্রশিক্ষণে ৩০০ জনকে,বনায়ন প্রশিক্ষণে ৩০০ জনকে, প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে ২০ জনকে, বাজার উন্নয়ন ও ব্যবসার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ বিষয়ে ৩৯ জনকে এবং হস্তশিল্প ও সেলাই বিষয়ে ১৫০ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ১১টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।
- বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।
- উপকারভোগী ৩১৮৮ জন সদস্যদের মাঝে ষ্টাইপেন্ড সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- গরু মোটতাজাকরণ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- সম্পদ হস্তান্তরের আওতায় উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ১৫৯২টি গরু ও ১৫৯৬টি ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি নলকুপ,পানি সরবরাহ ও আনুসাঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
- কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে ৪৩৫টি গরুকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে।
- ৫টি সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৬৩০ জন উপকারভোগী সদস্যের মাঝে পাকচং-১ ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়েছে।




স্থানীয় মাননীয় সাংসদ এম এ মান্নান এবং একাডেমীর মহাপরিচালক ও প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে গরু ও ছাগল বিতরণ করছেন।



চরে সৌরশক্তি নির্ভর খাবার পানি সরবরাহ পদ্ধতি

(৭) সৌরশক্তি নির্ভর সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই- ২০১৭ হতে জুন- ২০২২ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। দেশের ক্রমবর্ধমাণ বিদ্যুৎ চাহিদা নিরসন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সোলার নির্ভর সেচ সুবিধা ও দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ নিমিত্ত আরডিএ, বগুড়ার রিনিএ্যাব এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি) আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্য

সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ স্থাপন এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার/ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোসহ একরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি ও দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি রোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।



প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী

ক) সরাসরি সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দিনের বেলায় সেচ পাম্প পরিচালনা করে দেশের সেচ কাজে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার সাশ্রয় করা;

খ) সৌরশক্তি চালিত গভীর নলকূপের পানি বহুমুখী (ফার্ম ও নন-ফার্ম কাজে) কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো;

গ) আরডিএ-উদ্ভাবিত (সোলার সিস্টেম) মডেলে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে জমির অপচয় রোধ করা;

ঘ) একই জমিতে একই সময় বিভিন্ন ধরণের ফসল (দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তিতে) চাষাবাদের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি;

ঙ) আরডিএ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেচ খরচসহ উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং

চ) প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণোত্তর আরডিএ ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। প্রকল্প এলাকা	:	দেশের ৮টি বিভাগের ৩২টি জেলার মোট ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১৫৭.৩৬ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১০০০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৯৭৬.২০ লক্ষ টাকা

মূল কার্যক্রম

- সৌরশক্তি নির্ভর গভীর (০.৫-১ কিউসেক) নলকূপ স্থাপন;
- আরডিএ মডেলে সোলার প্ল্যান্ট এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন অবকাঠামো স্থাপন;
- ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার (প্রচলিত পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি সাথি ফসল হিসেবে মাচায় উচ্চফলনশীল সব্জি চাষের ব্যবস্থা;
- পানি অপচয় রোধে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (বারিড পাইপ ইরিগেশন) কাঠামো তৈরী;
- প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাংক ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ;
- আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

অগ্রগতিঃ

- ৫টি এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য মডেল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- ৫টি ব্যাচের মাধ্যমে ৪০০ জন উপকারভোগীকে ফার্মার্স ফিল্ড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ৬টি ব্যাচের মাধ্যমে ১৮০ জনকে খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২টি ব্যাচের মাধ্যমে ৬০ জনকে উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সরাসরি জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- আইটি ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৮) কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই- ২০১৮ হতে জুন- ২০২১ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার নিমিত্তে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন ও দল গঠনে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। আরডিএ, বগুড়া'র পাশাপাশি বিআরডিবি সচেতনতা ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সমবায় অধিদপ্তর কৃষি ও হস্তশিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা করছে।

মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) -এর আলোকে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র্যতা থেকে উন্নীত (Graduation from Poverty) করার মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হলোঃ

(ক) হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
(খ) দক্ষতা উন্নয়ন (skill development) প্রশিক্ষণ, সম্পদ হস্তান্তর (asset transfer) ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধি করা ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা;
(গ) কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Insemination) প্রযুক্তি ও আইসিটি নির্ভর প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার (ICT Based Livestock Management) মাধ্যমে গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়ন করা; এবং
(ঘ) প্রকল্প সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার (যেমনঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, সামাজিক সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন) উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের ২টি বিভাগের ২টি জেলার মোট ৮টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৯৫১৫.৩৫ লক্ষ টাকা

জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৬৯৪.০২ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১০০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৬৯৪.০২ লক্ষ টাকা

অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন ও জনবল নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়েছে।
- প্রকল্পের জন্য একটি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।
- প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন কাজ চলমান রয়েছে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আরডিএ প্রদর্শনী খামারের প্রায়োগিক গবেষণা

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমী ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের (ফসল, নার্সারী; পোলট্রি; ডেইরী; মৎস্য; টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি; বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট) সমন্বয়ে সরকারী পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Farm গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আটটি ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছেঃ
(১) ফসল ইউনিট (২) নার্সারী ইউনিট (৩) পোলট্রি ইউনিট (৪) ডেইরী ইউনিট (৫) মৎস্য ইউনিট (৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট (৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট (৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট। নিম্নে বিভিন্ন ইউনিটের আলোকচিত্র উপস্থাপন করা হলো।



চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট



চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সারী ইউনিট



চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের পোল্ট্রি ইউনিট



চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ডেইরী ইউনিট



চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিট



চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিসুক্যালচার ইউনিট





চিত্রঃ বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিটে কার্যক্রম

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট

পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারী কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও গবেষণা কর্মসূচির আওতাধীন এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের বিপণন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য সামনে রেখে ২০০৭ সালে **কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট** প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর আওতাধীন এই ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- ❖ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করা।
- ❖ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ব্যবহার ও মেয়াদকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা।
- ❖ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অর্জিত জ্ঞান খামারী ও উদ্দোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারন করা।
- ❖ কৃষকদের জন্য কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার সঠিক বিপণন ও বিতরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- ❖ নিম্নমূল্য কালীন সময়ে ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে কৃষক ও ব্যবসায়ীগনের জন্যে প্রয়োজনে হিমাগার ভাড়া প্রদান করা ।

কৃষকের পণ্যের নায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ,সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ (এপিএম) ইউনিটটি পিপিপি'র আওতায় বর্তমানে ১৮ টি পণ্য (যেমনঃ বিভিন্ন ধরণের আচার, চাটনী, জেলী, ঘি, মধু, বনরুটি, রাইস ব্রান অয়েল, দুধ, দধি প্রভৃতি) সফলতার সাথে উৎপাদন,প্রক্রিয়াজাতকরণ,সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা হয়। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাকরণ,সংরক্ষণ ও বাজারজাকরণের পাশাপাশি কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর আওতায় প্রতিবছর ৩০ জন করে একটি ব্যাচে ৩/৪ টি ব্যাচে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়াও একাডেমীতে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ইউনিটের কার্যক্রম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে। এই ইউনিটে আওতায় নিয়মিত ১০ জন কর্মী রয়েছে এ ছাড়াও দিন হাজিরা হিসেবে ৮/১০ জন লোকের কর্ম সংস্থান রয়েছে। এদের বেতন, বোনাস ও অন্যান্য ব্যয় ইউনিটের আয় হতে বহন করা হয়।

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতবকরণ,সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ইউনিট টি পিপিপি-এর আওতায় যৌথ উদ্যেগে কে এফবি আইএল, পড়শী বাজার, গ্রামীণ ডানোন সাথে গ্রাম পর্যায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।



চিত্রেঃ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট

সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি) মডেল

সরকারি গবেষণা কর্মকান্ডের পাশাপাশি ‘‘সরকারি বে-সরকারি অংশিদারিত্বে (পিপিপি)’’ আরডিএ এর সাথে কামাল মেশিন টুলস্ যৌথভাবে ওয়ার্কসপে আট ধরনের (মাড়াই, ঝাড়াই ও নিড়ানী যন্ত্র, চোপার মেশিন, বেড ফর্মার ইত্যাদি) ২৩৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি ও চার ধরনের ৩২০০ খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া অপর একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ‘‘কৃষক ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’’, ঢাকা এর সাথে পিপিপি মডেলে কার্যক্রম চলছে যা একাডেমীর বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও দ্রব্য (২৮ রকমের আম, বরই পেয়ারা, কাঁঠাল, মাশরুম, তেঁতুলের আচার, টমেটো ও তেঁতুলের সস, কমলার জেলি, সরিষার তেল, কোলেস্টেরল ফ্রি রাইস ব্রান তেল, ঘি, মধু ইত্যাদি) পল্লী ব্রান্ডে প্যাকেটিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করা হচ্ছে। আরডিএ-লিমরা প্রাঃ লিঃ, ঢাকা এর যৌথ উদ্যেগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা আয়োজন করে আসছে । আরডিএ এবং এসিআই লিঃ যৌথ উদ্যোগে একাডেমী প্রদর্শনী খামারে হাইব্রীড বীজ গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।



চিত্রঃ পিপিপি মডেলে পরিচালিত কার্যক্রম ওয়ার্কসপে উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টস

বিভিন্ন ধরনের সবজি, ধান ও ভূট্টা ফসলের হাইব্রীড জাত উদ্ভাবন ও হাইব্রীড বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে আরডিএ এবং এসিআই লিঃ যৌ উদ্যোগে একাডেমী প্রদর্শনী খামারে একটি হাইব্রীড বীজ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে আরডিএ-এসিআই যৌথ গবেষণা কার্যক্রমে ২.৪২ হেক্টর জমি ব্যবহার করে যাচ্ছে।



চিত্রঃ পিপিপি মডেলে পরিচালিত হাইব্রীড জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম

৯ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৯



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং লিমরা ট্রেড ফেয়ারস্ এন্ড এক্সিবিশনস্ প্রাঃ লিঃ, ঢাকা যৌথ উদ্যোগে ০৪-০৬ এপ্রিল, ২০১৯ মেয়াদে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরা, কুড়িল, ঢাকায় ৯ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি "Agro-Tech-Bangladesh-২০১৯" মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম, এমপি বলেন, "কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কৃষি ও ভাগ্যাহত কৃষককূলের উন্নয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচী। দেশের সংকটকালীন মূহুর্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে যে রূপরেখা প্রদান করেছিলেন পরবর্তীতে তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও

স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া সরকারের Public-Private Partnership (PPP) Concept -এর আলোকে স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান LIMRA TRADE FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD., Dhaka এর যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করেছে যেখানে ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন এবং সুইজারল্যান্ডসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট দেশীয় নামী-দামী কোম্পানী ও উদ্যোক্তা, গবেষক, প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শন ও সম্প্রসারণে এগিয়ে এসেছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যে কোন আন্তর্জাতিক মেলায় ব্যবসার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে আয়োজক দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জল করবে যা আমাদের কৃষি ও সংস্কৃতিকে বর্হিবিশ্বের সামনে পরিচিতি লাভে বহুলাংশে সহায়ক হবে।

তিনি আরো বলেন, "আমাদের সরকার কৃষিকে মূল খাত হিসেবে চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি কৃষকের বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের কাছে কৃষি উপকরণের সহজ লভ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কিছু মৌলিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষককে স্বাবলম্বি করা এবং তাদের দরিদ্রতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। মেলায় প্রদর্শিত কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি কৃষক সমাজকে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে উৎসাহদানের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং লাভজনক ও টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে আমি আশাবাদী।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি (বিএফএসএ) বলেন "দেশকে এগিয়ে নিতে কৃষির আধুনিকায়ন অত্যন্ত প্রয়োজন।নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি কৃষকের কাছে সহজলভ্য হতে হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে । আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে যদি স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসাতে সংযুক্ত করা যায় তাহলে আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার তার বক্তব্যে বলেন, "বিশ্বায়নের এ যুগে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আধুনিক কৃষির কোন বিকল্প নাই। বর্তমান সরকার ৭ম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সচেষ্ট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকার দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে আগ্রহী তেমনি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সচেতন। সরকার পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আমি বিশ্বাস করি সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং LIMRA Trade Fairs & Exhibitions Pvt. Ltd. এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলা কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার ও প্রচারে সফল হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।" মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী মো: নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং জনাব কাজী ছারোয়ার উদ্দীন, পরিচালক, লিমরা ট্রেড ফেয়ারস্ এন্ড এক্সিবিশনস্ লি:, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক এ আয়োজনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে বিশেষত: Agro Machinery and Seed Expo, Grain Tech Expo, Dairy & Poultry Expo, Beverage Foods & Technology Expo, Renewable Energy and Light Engineering Expo ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত ছিল। আন্তর্জাতিক এ মেলায় প্রযুক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি গবেষক, প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, সম্প্রসারণ কর্মী এবং প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ও কৃষকদের মিলন মেলায় পরিণত হবে। মেলার কর্মসূচিতে সেমিনার ও গোল টেবিল আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অন্তর্ভূক্ত ছিল। আশা করা যাচ্ছে দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক এ মেলায় ভারত, চীন, নেপাল, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, ২০১১ সাল হতে প্রতি বছর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং LIMRA TRADE FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD. এর যৌথ ভাবে "Agro Tech Bangladesh" আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করে আসছে। PPP Concept -এর আলোকে এ মেলার সাফল্যের ধারাবাহিকতার জন্য সম্প্রতি গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও LIMRA TRADE FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD. এর মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে যার ভিত্তিতে এ বছর'সহ আগামী বছরেও অনুরূপ আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ৭টি বিশেষায়িত সেন্টারসমূহের কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া মোট ৪০টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। একাডেমী উদ্ভাবিত মডেলগুলি নিম্নরূপ:

- পানি সমস্যার সমাধানে স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকুপ।
- ভূগর্ভস্থ সেচনালা দ্বারা উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনা।
- পানির বহুমূখী ব্যবহার।
- নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহে আর্সেনিক ও আয়রন দূরীকরণ পদ্ধতি।
- গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা।
- গবাদীপশুর জাত উন্নয়ন।
- ফসলের ডাক্তার।
- বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তর।
- সৌর শক্তি নির্ভর দ্বিস্তর কৃষি।
- পল্লী জৈবসার।
- প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ-ক্রেডিট।

সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে নিজস্ব অর্থ, প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন সহায়ক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলিকে প্রোগামেটিক এ্যাপোচে নেয়া হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব মডেলসমূহের সাফল্য মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ২০০৩ সালে বিওজি'র অনুমোদনক্রমে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে সিআইডব্লিউএম-এর কার্যকারীতা ও অর্জিত সাফল্য বিবেচনায় বিওজি সিআইডব্লিউএম এর আদলে আরো ৬টি নতুন সেন্টার যেমন: (১) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (SBC); (২) ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CRDC); (৩) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (RERC); (৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (CDRC); (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CCD); এবং (৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার (PPRC) সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন বিত্তিক কার্যক্রম অব্যহত রাখা হয়েছে।

১। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (CIWM)



একাডেমী এডভাইজারি সার্ভিসেস বা পরামর্শ সেবার আওতায় সেচ ও পানি সম্পদের উন্নয়নে দেশের আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মকান্ড বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- বঙ্গবন্ধু সেতু, বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা) ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে প্রায় ২২০টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পরামর্শ সেবার আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন

সাভার, ঢাকায় দেশের প্রথম পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থানান্তরের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিশোধন পূর্বক ট্যানারী ও খাবার পানির গুনগতমানে পানি সরবরাহের দায়িত্ব আরডিএ, বগুড়াকে প্রদান করা হয়। যেখানে একাডেমী'র সিআইডব্লিউএম ওভারহেড ট্যাংক ব্যতিরিকে Pressurized পদ্ধতিতে ঘন্টায় ৯৫০ ঘনমিটার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি একাডেমীর সেচ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় মাত্র তিন ভাগের একভাগ ব্যয়ে (মোট টাকা ২৪৬২.৮৪ লক্ষ) কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।



একাডেমীর সিআইডব্লিউএম কর্তৃক বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় স্থাপিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

এছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সিআইডব্লিউএম এর আওতায় নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি সরবরাহ মডেল সম্প্রসারিতি হয়েছেঃ-

ক্রঃ নং	পরামর্শ সেবার আওতায় মডেল সম্প্রসারণ	মন্তব্য
১	হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর ক্যাম্পাসে আরডিএ কর্তৃক স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরন প্লান্টের সর্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	সম্পাদিত
২	WG মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, শ্রীমঙ্গল ক্যাম্পাসে আরডিএ কর্তৃক স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরন প্লান্টের সর্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	
৩	সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বেলকুচি জোনাল অফিস ক্যাম্পাসে আরডিএ কর্তৃক স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরন প্লান্টের সর্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	
৪	শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আরডিএ কর্তৃক স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরন প্লান্টের সর্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	
৫	বাঘাবাড়ী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্যাম্পাসে আরডিএ কর্তৃক স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-৫,০০০ লিঃ/ঘন্টা)এর মেরামত/সংরক্ষণ কাজ।	
৬	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন শিকলবাহা ২২৫ মেঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, বিউবো, চট্রগ্রাম এলাকার অভ্যন্তরে একটি পর্যবেক্ষণ নলকূপ ও দুইটি আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং পানি সরবরাহের লাইন স্থাপন কাজ।	
৭	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন শিকলবাহা ২২৫ মেঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, বিউবো, চট্রগ্রাম এলাকার অভ্যন্তরে পানি সরবরাহের পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	
৮	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ পটিয়া, চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসে আরডিএ উদ্ভাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা ৫,০০০ লিঃ/ঘন্টা) স্থাপন ও আনুসাঙ্গি কাজ।	
৯	লক্ষীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, লক্ষীপুর ক্যাম্পাস-এ আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (৫০০০ লিঃ/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন), পানি সরবরাহের লাইন স্থাপন, গ্রাউন্ড	

ক্রঃ নং	পরামর্শ সেবার আওতায় মডেল সম্প্রসারণ	মন্তব্য
	রিজার্ভার সহ সেড নির্মাণ, ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
১০	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ধামরাই বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পে গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	
১১	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিসিক শিল্প নগরী চুয়াডাঙ্গায় গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	
১২	আবেদা নূর ফাউন্ডেশন, গল্লাই, চান্দিনা, কুমিল্লা ক্যাম্পাস-এ আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (৩০০০ লিঃ/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন), পানি সরবরাহের লাইন স্থাপন কাজ।	
১৩	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ক্যাম্পাস-এ আরডিএ উদ্ভাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (৩০,০০০ লিঃ/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন), পানি সরবরাহের লাইন স্থাপন কাজ।	
১৪	সৈয়দ স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড এর পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট এর রক্ষনাবেক্ষণ/সার্ভিসিং কাজ।	
১৫	টমা সেন্টার, গোপালগঞ্জ সেন্টারে আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (ক্যাপাসিটি ১৫,০০০ লিঃ/ঘন্টার) স্থাপন কাজ।	
১৬	বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জে আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (ক্যাপাসিটি ১০,০০০ লিঃ/ঘন্টার) স্থাপন কাজ।	
১৭	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিসিক শিল্প নগরী গোপালগঞ্জ ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (ক্যাপাসিটি ১০,০০০ লিঃ/ঘন্টার) স্থাপন কাজ।	
১৮	বাংলাদেশ পানি সম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট, সাভার ঢাকা-এর বাগাবাড়ি শাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রে গভীর নলকূপ, পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
১৯	জিএমডি, চট্টগ্রাম (সেন্ট্রাল) এর আওতাধীন ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড সাব-ষ্টেশন, হালিশহর, চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসে আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধ করণ প্লান্ট (জঙ) ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
২০	জিএমডি, চট্টগ্রাম (সেন্ট্রাল) এর আওতাধীন ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড সাব-ষ্টেশন, জুলধা, চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসে আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধ করণ প্লান্ট (জঙ) ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
২১	উল্লাপাড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পাসে পানি বিশুদ্ধ করণ প্লান্ট এর সার্ভিসিং কাজ।	
২২	ইউরিয়া ফার্টিলাজার ফ্যাক্টরী লিঃ ঘোড়াশাল, নরসিংদী ক্যাম্পাসে স্থাপিত গভীর নলকূপের সার্ভিসিং কাজ।	
২৩	ফেঞ্চুগঞ্জ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট ক্যাম্পাসে স্থাপিত গভীর নলকূপের সার্ভিসিং কাজ।	
২৪	সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বেলকুচি জোনাল অফিস এ বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট সার্ভিসিং কাজ।	
২৫	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিসিক শিল্প নগরী ঝালকাঠি ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	চলমান
২৬	ডিএপি ফার্টিলাইজাল লিমিটেড, রাঙ্গাদিয়া, চট্রগ্রামে গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	

সিআইডব্লিউএম পরিচালিত আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম

পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড। সাধারণত দেখা যায় দেশের পৌর এলাকায় ভূর্তকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও দেশের পল্লী এলাকায় সরকারিভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে পানি সরবরাহের বিল পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র পানির বহুমূখী ব্যবহারের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগোপোযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল পরিশোধের সক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্প এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্থানীয় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সিআইডব্লিউএম, আরডিএ কর্তৃক জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩৭১টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ঋণ সুবিধায় আওতায় মোট ২৫,৯৫৫ জন সদস্যের মাঝে টাকা ২৩২.৭২ কোটি ঘূর্ণয়মান তহবিল হিসেবে রোলিং হচ্ছে। তন্মধ্যে পুরুষ সদস্য ১৪৮২০ জন (৫৭.১০%) এবং মহিলা সদস্য ১১১৩৫ জন (৪২.৯০%)।

২। সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার

আরডিএ সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন জাতের রোগমুক্ত বীজআলু উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। এ সেন্টার আরডিএ বায়োটেকনোলজি ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত পদ্ধতিতে, আলু চাষ, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারিগরী সহায়তাও প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে USAID, PRICE এর আর্থিক সহায়তায় প্রায় শতাধিক এবং একাডেমীর রাজস্ব বাজেট হতে প্রায় তিন শতাধিক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আলু চাষের বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও মাঠদিবসের আয়োজন করা হয়ে থাকে। দেশী-বিদেশী বিষেশজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের সহায়তায় এবং নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দেশে বিরাজমান আলু চাষের সমস্যা সমাধানে এ সেন্টার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রোগমুক্ত আলুর অনুচারা ও বীজ আলুর পাশাপাশি এই সেন্টার তার নিজস্ব লোকবলের সহায়তায় আঙ্গুর, কলা, স্ট্রবেরী, স্টেভিয়া ও অর্কিডের রোগমুক্ত অনুচারা উৎপাদনে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত গবেষণা সফল হলে একদিকে যেমন দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে তেমনি গরীব কৃষক হবে স্বাবলম্বী।

সীড এ্যান্ড বায়োটেকনোলজী সেন্টারের মাধ্যমে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে এ বছর বিভিন্ন জাতের ৮৫ মেঃ টন রোগমুক্ত বীজআলু এবং প্রায় দুই লক্ষাধিক সম্পূর্ণ রোগমুক্ত আলু ও স্ট্রবেরী অনুচারা উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। বর্তমানে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে অর্কিড, জারবেরা ও গ্লাডিওলাস এর অনুচারা উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



চিত্রে : টিস্যুকালচারের মাধ্যমে আলু উৎপাদন

৩। ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের অগ্রগতি

- আরডিএ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে একাডেমীর প্রদর্শনী খামারে ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ একটি অত্যাধুনিক কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী ও একটি ক্ষুদ্রাকার Diagnostic ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের চরাঞ্চলসহ উত্তরাঞ্চলের দেশীয় জাতের গরু কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন করে (পার-ল্যাকটেশন) দুধ



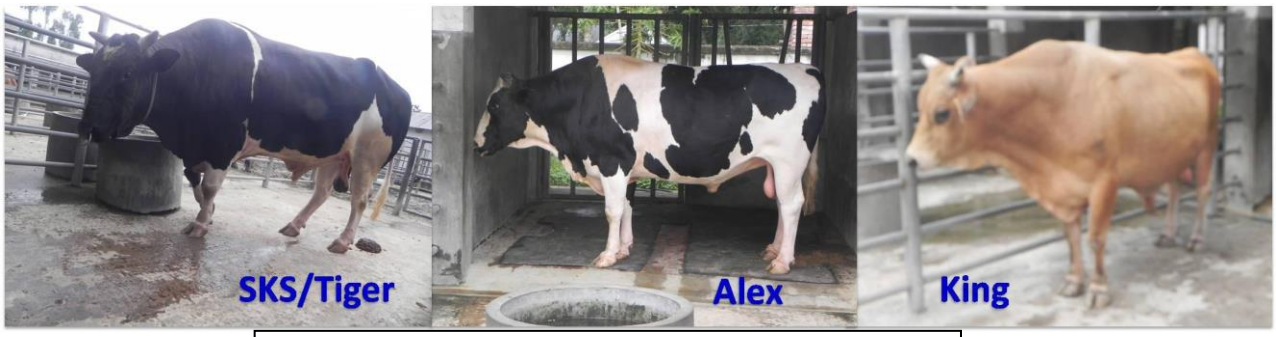

চিত্র: উন্নতজাতের ষাঁড় গরু থেকে সিমেন সংগ্রহ করা হয়

২৫০ লিটারের স্থলে ৩০০০ লিটারে উন্নীতকরণ করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি মাংস উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রম সমগ্র দেশে সম্প্রসারণের জন্য একাডেমী ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৪। রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)

একাডেমীর রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার এর আওতায় একাডেমী খামারে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে দিনের বেলায় সেচ পাম্প চালু রেখে ১৬-২০ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ফসলের নিবিড়তাকে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১১%-১৪% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এক মৌসুমে ধানের জমিতে দ্বি-স্তর পদ্ধতি ব্যবহার করে একই সাথে ধান ও মাচায় লাউ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১,১১,২৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।




উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- এ সেন্টারের আওতায় সদ্য সমাপ্ত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রকল্পের ১১২টি উপ-প্রকল্প এলাকার বাস্তবায়িত কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করা হচ্ছে।
- আরইআরসির'র আওতায় সৌর শক্তি নির্ভর সেচ ব্যবস্থা ও দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণের জন্য চলতি অর্থবছর থেকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- একাডেমী উদ্ভাবিত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সার্কভূক্ত দেশ বাস্তবায়নের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ সেন্টার উক্ত প্রযুক্তি সার্কভূক্ত দেশে সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- এ সেন্টারের মাধ্যমে আরডিএ, বগুড়া'র কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য জিওবি অর্থায়নে কমিউনিটি ভিত্তিক গবাদিপশু পালন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিপি'তে নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

৪। চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (সিডিআরসি)

এ সেন্টারের আওতায় বাস্তবায়িত সিএলপি এবং চলমান এম৪সি প্রকল্পসমূহের কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করা হচ্ছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।




৫। সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভলোপমেন্ট (সিসিডি)

গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে—গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক বনায়ন, পল্লী এলাকার শিশুদের উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরুপণ, পল্লী এলাকায় বিশেষতঃ যুবসমাজের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা, পল্লী শিক্ষা, গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য, যৌতুক ও নারী নির্যাতন, এবং মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি, সরকারী/এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প মূল্যায়ন, ইত্যাদি। এছাড়া, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), বার্ষিক পরিকল্পনা, Perspective Plan-এ দারিদ্র বিমোচন কৌশলের আলোকে সরকারের অগ্রাধিকার বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রেখে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষক পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এ কেন্দ্রটি পরিচালনা করার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করা ও মডেল উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকা;
- বিগত দিনের আর্থ-সামাজিক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সচল রাখা;
- দেশে এবং দেশের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন;
- দেশে এবং বিদেশে পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- আর্থ-সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল অবহিতকরনের জন্য দেশে এবং বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা;
- সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান;
- সরকারি বাজেটের উপর আরডিএ'র নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ; আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
- সরকারি/বেসরকারি/আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থে পরিচালিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

৭। পল্লী পাঠশালা গবেষণা সেন্টার (পিপিআরসি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কৃষক মাঠ স্কুল, ফসলের ডাক্তার ইত্যাদি মডেল থেকে অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করে পল্লীর মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবীকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ''Palli Patshala Research Centre (PPRC)'' শিরোনামে একটি বিশেষায়িত সেল খোলার প্রস্তাব করা হলে একাডেমী ২০১২ সালে একাডেমী ৪১তম বোর্ড সভা পল্লী পাঠশালা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়।মূলতঃ এ সেন্টারটি তার নিজস্ব আয়ে পরিচালিত হচ্ছে।





সেন্টার পরিচালনা উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

- পল্লী পাঠশালা কমিউনিটি ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার এবং গ্রামবাসীর মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। সর্বস্তরের গ্রামবাসী এ কেন্দ্র থেকে খুব সহজে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ হাতের নাগালে নিশ্চিতকরণ;
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গ্রামবাসীর মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করা;
- পল্লী পাঠশালায় গ্রামবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার হিসেবে গড়ে তুলে সকল শ্রেণীর মানুষকে জ্ঞান নির্ভর ক্ষমতায়নে আকৃষ্ট করা;
- সরকারি উন্নয়নমূলক তথ্য প্রবাহের চ্যানেল হিসেবে পাঠশালাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- সরকারি/ বেসরকারি/ আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত পল্লী পাঠশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলাপমেন্ট (পিজিডিআরডি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলাপমেন্ট (পিজিডিআরডি) প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। গ্র্যাজুয়েট যুবকদের স্বকর্মসংস্থানে উজ্জীবিত করে উদ্যোক্তা উন্নয়ন এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত এই প্রোগ্রামের চারটি ব্যাচ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি ক্যাটালিস্ট ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথভাবে কারিকুলাম উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৪টি ব্যাচে মোট ৭৩ জনকে গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট সনদ প্রদান ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫ম ব্যাচে মোট ২১জন শিক্ষার্থী পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট কোর্সটিতে অধ্যায়নরত রয়েছে।

৪.৫ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' সংক্ষেপে 'বাপার্ড' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে- Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development যার সংক্ষিপ্তরূপ BAPARD প্রথমে এর যাত্রা শুরু হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'-শীর্ষক প্রকল্প হিসাবে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিআরডিবি'র আওতায় ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স' যাত্রা শুরু করে; দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন।





বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স উদ্বোধন (১৩ জুলাই ২০০১)



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাপার্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (১৬/১১/২০১১)



প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'-টিকে 'একাডেমি'-তে উন্নীত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি [Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD)]। ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১২ সালের ৮ মার্চ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২' (২০১২ সালের ১৪ নং আইন) প্রণীত হয়।

রূপকল্প (Vision): গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা ।

অভিলক্ষ্য (Mission): প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর।

কার্যাবলি (Functions):

- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা;
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা ;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা ;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা;
- দারিদ্র্য বিমোচনে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করা;

- কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক গবেষণা ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা;
- গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা ;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা প্রদান করা;
- একাডেমির উদ্দেশ্যের সহিত সামাঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোন কাজ করা।

বাপার্ডের বর্তমান জনবল: বাপার্ডের জন্য ০১ জন মহাপরিচালক ও ০৩ জন পরিচালকসহ মোট ১০০ পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ৮৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছে এবং ১৬টি পদ শূন্য রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিতে ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পালন, হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরি, কম্পিউটার বিষয়ক কারিগরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি সাধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ অগ্রগতি: বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর প্রধান উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও পল্লী উন্নয়নে কাজ করা। বাপার্ডে কর্তৃক ২০০১-২০০২ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পযর্ন্ত ৯৪১টি ব্যাচে ৩৭,৬৫৬ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । যার মধ্যে পুরুষ ১৭,২৬৪ জন এবং মহিলা ২০,৩৯২ জন। তন্মধ্যে চলতি অর্থবছরে ৯৩টি ব্যাচে ৩,৭৩২ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি/বেসকারি সংস্থার সুফলভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে ৬টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বাপার্ডে কৃষি ও মৎস্য বিষয়ে প্রায়োগিক বিষয়ে গবেষণা চলমান।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার - সংক্ষেপ (জুলাই ২০১৮ জুন ২০১৯)

ক্র: নং	কর্মসূচির নাম	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা		
			পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
১.	আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ	৬৫	১৩১০	১২৭৯	২৫৮৯
২.	উদ্বুকরণ প্রশিক্ষণ	০৮	২৬৪	৭১	৩৩৫
৩.	স্থানীয় প্রশিক্ষণার্থী	২০	৬৪৮	১৬০	৮০৮
৪.	সেমিনার/ ওয়ার্কসপ	০৬	২২২	১২৮	৩৫০
মোট		**৯৯**	**২,৪২১**	**১,৬৩১**	**৪,০৫২**



বাপার্ডে বিআরডিবি'র আরডিওদের চলমান দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ



বাপার্ডে বেকার যুবকদের ইলেট্রিক্যাল ও হাউস ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ



বাপার্ডে সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ১৮/০২/২০১৯খ্রি: মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সেলাই মেশিন বিতরণ



বাপার্ডে চলমান বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

গবেষণা কার্যক্রম: একাডেমির প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম অন্যতম। এ গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিজ্ঞান এবং লাগসই, তত্ত্ব, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, উপকূলীয় সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন , জোয়ার-ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেইসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকাশিত প্রায়োগিক গবেষণার তালিকা:

ক্রঃ নং	গবেষণা টাইটেল	গবেষকের নাম
১.	Study the Growth Performance of *Ompok Pabda* (Hamilton ১৮২২) in Cemented Dewatering Canal at BAPARD Campus, Gopalgonj	মোঃ মাহমুদুন্নবী যুগ্ম পরিচালক (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ)
২.	Climate Change and Natural Disaster Management of Bangladesh: An Overview	মোহাম্মদ তোজাম্মেল হক উপ পরিচালক (কৃষি)

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলী : বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প। প্রকল্পের মেয়াদ: মার্চ ২০১০ হতে জুন ২০২০খ্রি: প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা (৩য় সংশোধনী)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা। ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড়। জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় ৯৮.৭১%। প্রকল্পের ক্রমবর্ধিত ব্যয় ৭৮.৯৮%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)-কে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন জাতীয় পর্যায়ের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের উৎকর্ষ কেন্দ্রে রুপান্তরের লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সুবিধাদি নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি হচ্ছে-

(১) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের মানব সম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
(২) দারিদ্র্য বিমোচনের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন এবং
(৩) গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের আঞ্চলিক ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য নিরসন।

ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ অগ্রগতি:

ক) ১০ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ১০০%

খ) ১০ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবনের নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৯৭%

গ) ০৬ তলা বিশিষ্ট অফিসারদের আবাসিক ভবনের নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৬৫%

ঘ) ০৬ তলা বিশিষ্ট স্টাফদের আবাসিক ভবনের নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৫৬%

ঙ) কৃষি ও মৎস্য হ্যাচারী নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ১৮%

চ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৪০%

বাপার্ডের ২০১৯-২০ অর্থবছরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- বাপার্ড ও বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ৩১৫০ জন (আয়বর্ধকমূলক ২৫০০ জন, উদ্বুদ্ধকরণ ৩২০ জন, ও স্থানীয় প্রশিক্ষণার্থী ৩৩০ জন) সুফলভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- আমার বাড়ি আমার খামার (আবাআখা) প্রকল্প , এলজিইডি, বিআরডিবি, পিডিবিএফ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি দপ্তর/সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড (আইজিএ) ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সুফলভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- প্রদর্শনী কার্যক্রমের আওতায় বাপার্ডের ক্যাটল শেডে গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন কর্মসূচি;
- প্রদর্শনী কার্যক্রমের আওতায় বাপার্ডের পোল্টি শেডে সোনালী জাতের চিক ও দেশী প্রজাতি মুরগী পালন কর্মসূচি;
- বাপার্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা কোটালীপাড়া ও টুংগীপাড়া উপজেলার দুঃস্থ পুরুষ ও মহিলা এবং বাপার্ড কর্তৃক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবার জন্য স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা।
- বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র্য ও দুঃস্থ মহিলাদের এক মাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক বিনামূল্যে ১৮০টি সেলাই মেশিন বিতরণ।
- বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য নার্সারী হতে সুফলভোগী/ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ৫০ হাজার মাছের পোনা বিতরণ।
- বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে নার্সারী হতে ৫০০০ ফলদ, বনজ ও ঔষধি চারা সুফলভোগী/প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ।
- বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমান কৃষি বিষয়ক চলচিত্র প্রদর্শণী গ্রহণ করা হবে।
- বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলে শেখ রাসেল আইটি ল্যাব স্থাপন।
- বাপার্ড-এ কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে ৪টি প্রায়োগিক গবেষণা করা হবে।
- বাপার্ড ও বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ২টি সেমিনার আয়োজন করা হবে।



বাপার্ডে নব নির্মিত ১০ তলা প্রশাসনিক ভবন



বাপার্ডে নব নির্মিত ১০ তলা হোস্টেল ভবন



স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজাইনকৃত
অফিসার্স কোয়ার্টার্সের ত্রিমাত্রিক চিত্র।



অফিসার্স কোয়ার্টার্সের চলমান নির্মাণ কাজ



স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজাইনকৃত
স্টাফ কোয়ার্টার্সের ত্রিমাত্রিক চিত্র।



স্টাফ কোয়ার্টার্সের চলমান
নির্মাণ কাজ

৪.৬ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

স্বাধীনতা উত্তরকালে বিআরডিবি পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দাতা সংস্থার আর্থিক আনুকুল্যে নানারকম প্রকল্প চালু করে। এর মধ্যে বিশ্ব ব্যাংকসহ কনসোর্টিয়াম ফান্ডের মাধ্যমে পরিচালিত ১৯৮৪ সালে গৃহীত আরডি-২, (আরপিপি) প্রকল্প অন্যতম। ১৯৮৮ সালে উক্ত প্রকল্প সমুহের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় কনসোর্টিয়াম ফান্ডের অন্যতম অংশীদার কানাডিয়ান সিডা একই ধরনের প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। সে প্রেক্ষিতে জুলাই ১৯৮৮ তে ৫ বছরের জন্য আরডি -১২ প্রকল্প সম্পূর্ণ কানাডিয়ান সিডার আর্থিক সহায়তায় বৃহত্তর ৬টি জেলা অর্থাৎ ১৭টি জেলার ১৩৯ টি উপজেলায় কাজ শুরু করে। ১৯৯৬ সালে বর্ধিত মেয়াদ শেষে কানাডিয়ান সিডা উক্ত প্রকল্পকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সে প্রেক্ষিতে অনুদান দেয়ার শর্ত আরোপ করে। সরকার পৃথক প্রতিষ্ঠান করার লক্ষ্যে পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী বা আরবিপি নাম (সিডা এ প্রকল্পের নাম দেয় পল্লী বিত্তহীন ইনষ্টিটিউশন প্রোগ্রাম - আরবিআইপি) দিয়ে তিন বছরের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ সম্প্রসারণ করে। ১৯৯৯ সালের জুন মাসে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সিডা অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার শর্ত আরোপ করে।

এমতাবস্থায়, সরকার ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে মহান জাতীয় সংসদে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন বিল পাশ করে এবং ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ১৯৯৯ সালের ১০ নভেম্বর ২৩ নং আইন হিসাবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৯ সালে আইন প্রণয়নের পর ২০০০ সালের ৩০ শে এপ্রিল তারিখে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০০০ সালের ৯ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

উদ্দেশ্যঃ

পল্লীর দরিদ্র অসুবিধাগ্রস্থ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী অধিকার, নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূররীকরণের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। দরিদ্রতা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সমস্যা। পল্লী অঞ্চলের এই সকল দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান মহাজনী কায়দায় তাঁদেরকে ঋণের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখছে। তাঁদেরকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে তাদের অভাবকে পুঁজি করে বহুবিধ ঋণের বোঝায় জর্জরিত করে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান দরিদ্র অসহায় মানুষের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়ের নিরাপদ উৎস তৈরী করছে না বরং ক্রমাগত ঋণের বোঝা বৃদ্ধির পথকে সুগম করছে। দরিদ্র মানুষকে এই সকল ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে সরকার নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে পিডিবিএফ এই সকল ছিন্নমূল, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন অর্থাৎ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলাদেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণসহ সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে।

পিডিবিএফ এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ-

- দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত অসহায় মানুষকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করে তাঁদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা;
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুজিঁ গঠনে উৎসাহিত ও সহায়তার করে তাদের অর্থনৈতিক শক্ত ভিত তৈরী করা;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক অধিকার, নারী অধিকার, যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, নৈতিকতা, একতা, সততা, ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলা;
- দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যারা ব্যাংক থেকে ঋণ পায় না, তাদেরকে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসাকে মজবুত করা;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে নারী নেতৃত্ব ও নারীর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শহরমুখী প্রবণতা রোধ করা;
- পল্লী দরিদ্র মানুষের অক্ষর জ্ঞান নিশ্চিত করা;

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ও বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাতে বিদ্যুৎ বিহীন প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার হোম সিষ্টেম প্রদান করে বৈদ্যুতিক সুবিধা প্রদান করা;

পিডিবিএফ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বোর্ড অব গভর্নর্স

পল্লীর দরিদ্র অসুবিধাগ্রস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূররীকরণের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পিডিবিএফ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকল নীতি নির্ধারণ একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৯ এর ৬ ধারা অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের বিষয়াদি ও কার্যসমুহ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান এমন একটি বোর্ড অব গভর্নর্স-এর উপর ন্যস্ত থাকবে যা ফউন্ডেশন কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদনীয় সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে। বোর্ড ফাউন্ডেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে উহাকে একটি সামাজিকভাবে সুদৃঢ় এবং আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল সত্বা হিসাবে বিবেচনার নীতি অনুসরণ করবে।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. তারিখ পিডিবিএফ, প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে পিডিবিএফ এর ৭৪ তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব কামাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারপারস, পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স এবং সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। সভায় বোর্ডের সদস্য সচিব পিডিবিএফ এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বোর্ডের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। বোর্ড সভায় বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং আগামী দিনে সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ এর বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পিডিবিএফ এর মূল কার্যক্রমঃ

পিডিবিএফ বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত মাধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পিডিবিএফ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা ;
- উপকারভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সুফলভোগীদের ঋণের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহিত করা এবং বিভন্ন সঞ্চয় কার্যক্রম চালুকরণ;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান;
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য নারী উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ;
- সরকারি ও নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য পিডিবিএফ এর ‘পল্লী রঙ’ বিপনণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GPMS) বাস্তবায়ন ।

দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণঃ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে দল ও সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪৭,৮৯০টি সমিতির মাধ্যমে ২৫,৪৫,৪৬৮ জন সুলফভোগী সংগঠিত করে বিভিন্ন



সমিতির সাপ্তাহিক সভায় পিডিবিএফ এর মাঠ কর্মী ও সুফলভোগী সদস্য

ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে । ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১০০ টি নতুন সমিতির মাধ্যমে ১,২৮,৭৪৩ জন নতুন সদস্য ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সমিতির সংখ্যা ৩০,৩২০ টি এবং সুফলভোগী সদস্য সংখ্যা ১০.০৫ লক্ষ।

প্রশিক্ষণ কর্যক্রমঃ

পিডিবিএফ কর্মী এবং সুফলভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দরিদ্র ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সর্বমোট ৪,৯৬,৪৭৯ জন সদস্যকে ১৫,৯৬,৫১৬ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৯,০৩০ জন সুফলভোগী সদস্যকে (নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ১৯,৯৩০ জন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৯,১০০জন) ৬৭,১৬০ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম (সুফলভোগী)	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী		মোট সংস্যা
			মহিলা	পুরুষ	
০১	নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৭৯৮	১৯,৯৩০	-	১৯,৯৩০
০২	আইজিএ ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩৬৪	৯১০০	-	৯১০০
মোট সংখ্যা		**১১৬২**	**২৯,০৩০**	**-**	**২৯,০৩০**

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী নেতৃত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক অধিকার, নারী অধিকার, যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, নৈতিকতা, একতা, সততা, ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক সচেতন করে গড়ে তোলা হয়। এই প্রশিক্ষণের ফলে পিডিবিএফ এর অনেক নারী সুফলভোগী সদস্য সামাজিকভাবে সচেতন হয়েছে, তারা সমিতির নেতৃত্ব দিতে দিতে এখন জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরাসরি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্ব প্রদান করছেন।





পিরোজপুর সদর কার্যালয়ে সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণে উপস্থিত আছেন পিডিবিএফ পিরোজপুর অঞ্চলের উপ পরিচালক

গত জুন, ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মতে পিডিবিএফ এর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির তথ্য নিম্নরূপ-

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন				পৌরসভা নির্বাচন				উপজেলা নির্বাচন				জেলা পরিষদ নির্বাচন				মোট			
চেয়ারম্যান		মেম্বার		চেয়ারম্যান		মেম্বার		চেয়ারম্যান		মেম্বার		চেয়ারম্যান		মেম্বার		চেয়ারম্যান		মেম্বার	
পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ
৯	০	৭৭	২২৯	০	০	১০	২৯	২	০	২	৯	০	০	০	৩	১১	০	৮৯	২৭০

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ

পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পিডিবিএফ শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ৯০,৭০০ জন সদস্যকে ২, ৫৯,৮৭৫ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ৯,১০০ জন সদস্যকে ২৭,৩০০ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।





পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া ১০৩ নং আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী পিডিবিএফ, মঠবাড়ীয়া কার্যালয়ের সুফলভোগী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন (বামে) ও ডানে প্রশিক্ষণার্থী সুফলভোগী সদস্যগণ

সেলাই মেশিন বিতরণ-



পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় সুফলভোগী সদস্যদের সেলাই বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন ১০ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ শেষে ফ্রি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়

পিডিবিএফ কুষ্টিয়া অঞ্চলাধীন পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় নির্বাচিত ২৭ জন সুফলভোগী নারী সদস্যকে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সেলাই বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে। গত ২২/১০/২০১৮ ই থেকে ৩১/১০/২০১৮ ইং পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। উক্ত সেলাই প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আহমেদ হোসেন ভূঁইয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপজেলা চেয়ারম্যান, ঈশ্বরদী, পাবনা ও পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষিত নারী সুফলভোগীদের মাঝে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

কর্মী প্রশিক্ষণঃ পল্লীর দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূররীকরণের লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৫২,২৬৮ জনকে (একজনকে একাধিকবার) ৭৩,৫৮৩ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৪১৬৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৬৫০০ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



গত ২৭-২৮ অক্টোবর, ২০১৮ ইং তারিখ ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (ফিমা)-তে পিডিবিএফ এর যুগ্ম/উপ পরিচালক ও সিনিয়র সহকারী পরিচালকগণের দুই দিন ব্যাপি জিপিএমএস প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

সুফলভোগীদের ঋণের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন সঞ্চয় কার্যক্রমঃ
সুফলভোগীদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পুঁজি গঠনের জন্য পিডিবিএফ-এর কয়েক ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রম চালু রয়েছে। যেমন- সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয় স্কীম (এসএসএস), মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম (এফডিএস), লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম (এলএসএস), নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম (এনএসএস) ও নবজাতক সঞ্চয় স্কীম (এনবিএসএস) । সুফলভোগী সদস্যরা এই সকল সঞ্চয় জমার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যত পূঁজি গঠন করে ঘরবাড়ি নির্মাণ, ছেলে মেয়ের বিবাহ, লেখাপড়ার খরচ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি করে থাকে। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত পিডিবিএফ এ সুফলভোগীদের মোট সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ ৮৬১.৬৭ কোটি টাকা । ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সুফলভোগী সদস্যদের নীট সঞ্চয় বৃদ্ধি ২৩৮.৯৩ কোটি টাকা।

সাধারণ সঞ্চয়ঃ সাধারণ সঞ্চয় স্কীমের আওতায় সমিতির সুফলভোগী সদস্যরা সমিতির সাপ্তাহিক সভায় ঋণের কিস্তির সাথে বা কিস্তি বাদে এই সঞ্চয় জমা করে থাকেন। ঋণ গ্রহণ করতে হলে সাধারণ সঞ্চয় বা সাপ্তাহিক সঞ্চয় অবশ্যই জমা করতে হবে। নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা সুফলভোগীদের পূঁজি গঠনে সাহায্য করে। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সুফলভোগদের ক্রমপুঞ্জিত সাধারণ সঞ্চয় স্থিতি ৩৪০.৪১ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের সাধারণ সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ৭৪.০০ কোটি টাকা।

সোনালী সঞ্চয় স্কীমঃ এই স্কীমের আওতায় পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্য মাসিক নির্ধারিত হারে নিয়মিত কিস্তি জমার মাধ্যমে মেয়াদপূর্তিতে এককালীন আসল ও মুনাফাসহ প্রাপ্য হন। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সুফলভোগদের ক্রমপুঞ্জিত সোনালী সঞ্চয় স্থিতি ৩০১.৭৭ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের সোনালী সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ৬৪.৪৩ কোটি টাকা।

সোনালী সঞ্চয় স্কীম এর আওতায় মাসিক কিস্তি ১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ এই ভাবে ১০০ এর গুণিতক হারে যত খুশি ৩, ৫, ৮, ১০ বছর মেয়াদী একাধিক হিসাব খোলা যায়। এই স্কীমের অধীন ৩-বছরে ৮%, ৫-বছরে ৯%, ৮ ও ১০ বছরে ১০% হারে মুনাফা প্রযোজ্য হবে।

নিয়মিতভাবে মাসিক ১০০ টাকা সঞ্চয় জমা করলে শেষ কিস্তি জমা দেওয়ার একমাস পর আসল ও মুনাফাসহ প্রদেয় টাকার অংক নীচের ছকে দেখানো হলো-

মাসিক কিস্তির পরিমাণ	৩-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়	৫-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়	৮-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়	১০-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়
১০০	৪,০৩০	৭,৩৫০	১৩,৪৪০	১৮,০০০

মেয়াদী সঞ্চয় স্কীমঃ এই স্কীমের আওতায় পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্য এককালীন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা জমার মাধ্যমে মেয়াদপূর্তিতে এককালীন আসল ও মুনাফাসহ প্রাপ্য হন। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সুফলভোগদের ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদী সঞ্চয় স্থিতি ১২৫.৬২ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের সোনালী সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ৩২.৯২ কোটি টাকা।

মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম এক কালীন সর্বনিম্ন ৩০০০/- এবং সর্বোচ্চ ১০০০-এর গুণিতক যত খুশি ১ থেকে সাড়ে ৮ বছর মেয়াদী একাধিক হিসাব খোলা যায়। এই স্কীমের অধীনে ১-২ বছরে ৮%, ৩-৪ বছরে ৮.৫০%, ৫-৬ বছরে ৯% এবং সাড়ে ৮ বছরে ১০% হারে মুনাফা প্রযোজ্য হবে।

আমানতের পরিমাণ ১০০০ টাকা ধরে মেয়াদ পূর্তিতে আসল ও মুনাফাসহ প্রদেয় টাকার অংক নীচের ছকে দেখানো হলো-

আমানতের পরিমাণ	**বিবরণ**	**মেয়াদ**							
		১-বছর	**১-বছর**	**১-বছর**	**১-বছর**	**১-বছর**	**১-বছর**	**১-বছর**	**সাড়ে ৮-বছর**
১,০০০	আসল	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০
	মুনাফা	৮০	১৬০	২৫৫	৩৪০	৪৫০	৫৪০	৭০০	১,০০০
	মোট প্রদেয়	১,০৮০	১,১৬০	১,২৫৫	১,৩৪০	১,৪৫০	১,৫৪০	১,৭০০	২,০০০

লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীমঃ এই স্কীমের আওতায় একজন আমানতকারী (পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্য) নির্ধারিত হারে মাসিক কিস্তি জমার মাধ্যমে ৩-১০ বছর মেয়াদে ১, ০০,০০০ টাকা প্রাপ্য হবেন। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সুফলভোগদের ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্থিতি ৮২.৪০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের লক্ষ টাকা সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ৫৬.৩৩ কোটি টাকা।

একজন আমানতকারী বিভিন্ন মেয়াদে একাধিক হিসাব খুলতে পারবেন। নিয়মিত মাসিক সঞ্চয় জমা করলে শেষ কিস্তি জমা দেওয়ার পরবর্তী মাসের শেষ তারিখে আসল ও মুনাফাসহ প্রদেয় টাকার অংক নীচের ছকে দেখানো হলো।

মেয়াদ (বছর)	মাসিক কিস্তির পরিমাণ	মোট প্রদেয়		মেয়াদ (বছর)	মাসিক কিস্তির পরিমাণ	মোট প্রদেয়
৩	২,৫০০	১,০০,০০০		৭	৯০০	১,০০,০০০
৪	১,৮০০	১,০০,০০০		৮	৭৫০	১,০০,০০০
৫	১,৪০০	১,০০,০০০		৯	৬০০	১,০০,০০০
৬	১,১০০	১,০০,০০০		১০	৫০০	১,০০,০০০

নবজাতক সঞ্চয় স্কীমঃ এই স্কীমের আওতায় পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্য তার নবজাতক সন্তানের জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে এই হিসাব খুলতে পারবেন। হিসাবের মেয়াদ হবে ১২-বছর। শিশুর জন্মের প্রথম দিন থেকে ৫ বছরের মধ্যে এই হিসাব খোলা যাবে। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সুফলভোগদের ক্রমপুঞ্জিত নবজাতক সঞ্চয় স্থিতি ১১.৩২ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের নবজাতক সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ১১.২২ কোটি টাকা।
প্রতিটি স্কীমের জন্য মাসে ২০০/- টাকা হতে ৩,০০০/- টাকা পর্যন্ত জমা করতে পারেন। মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে যে কোন সময়/দিন/সাপ্তাহিক সভায় এই সঞ্চয় জমা করা যাবে। একজন শিশুর নামে সর্বোচ্চ ২ (দুই) টি হিসাব খোলা যাবে। যে মাসে হিসাব খোলা হবে মেয়াদান্তে সেই মাসের শেষ তারিখে পিডিবিএফ-এর অংশসহ জমাকৃত অর্থ ফেরতযোগ্য হবে। সঞ্চয়কারীকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের জন্য আবেদন করতে হবে। সঞ্চয়কারী ইচ্ছা করলে যে কোন সময় আবেদন করে হিসাব বন্ধ করতে পারবেন। নিয়মিতভাবে ১২-বছর মাসে ২০০/- টাকা করে সঞ্চয় করা হলে মেয়াদান্তে ৫৭,৬০০/- টাকা প্রাপ্য হবেন।

তিন বছর পর ও মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হলে এবং অনিমিত হিসাবের ক্ষেত্রে মাসে ২০০/- টাকা জমার বিপরীতে ৫% হারে মুনাফা এবং জমাকৃত আসল প্রাপ্য হবেন।

নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীমঃ সদস্যদের অধিকতর সঞ্চয়মুখী করে তোলার জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন-১৯৯৯ সনের ২৩নং এর ১৫(২)(খ) ধারার আলোকে সপ্তাহ মাস ভিত্তিতে সঞ্চয় জমা করে মুনাফা প্রদানের পাশাপাশি সঞ্চয়কালীন মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে "নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম(এসএসএস)" নামে একটি নতুন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সুফলভোগদের ক্রমপুঞ্জিত নিরাপত্তা সঞ্চয় স্থিতি ০.১৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের নিরাপত্তা সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ০.০৩ কোটি টাকা।

হিসাবের মেয়াদ ৫-বছর। সপ্তাহে সর্বনিম্ন ২৫ টাকা অথবা মাসে ১০০ টাকা বা এর গুনিতক হারে সঞ্চয় জমা করতে পারবেন। নিয়মিতভাবে স্কীমের ৫-বছর মেয়াদকালে (৬০-মাস/২৪০-সপ্তাহ) সঞ্চয় জমা করলে জমাকৃত আসল এবং ৬% হারে মুনাফা প্রাপ্য হবেন। মেয়াদকালে কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে মৃতের উত্তরাধিকারী জমাকৃত আসল টাকার ৫-গুণ পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হবেন।

ক্রঃ নং	সঞ্চয়ের নাম	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নীট বৃদ্ধি (কোটি টাকা)	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত স্থিতি (কোটি টাকা)
০১	সাধারণ সঞ্চয়	৭৪.০০	৩৪০.৪১
০২	সোনালী সঞ্চয় স্কীম	৬৪.৪৩	৩০১.৭৭
০৩	মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম	৩২.৯২	১২৫.৬২

ক্রঃ নং	সঞ্চয়ের নাম	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নীট বৃদ্ধি (কোটি টাকা)	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত স্থিতি (কোটি টাকা)
০৪	লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম	৫৬.৩৩	৮২.৪০
০৫	নবজাতক সঞ্চয় স্কীম	১১.২২	১১.৩২
০৬	নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম	০.০৩	০.১৫
মোট =		**২৩৮.৯৩**	**৮৬১.৬৭**

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান

সরকারের রূপকল্প ২০২১, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত মাধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের পুঁজি গঠনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। পিডিবিএফ বর্তমানে তিন ধরনের ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। যেমন-(ক) ক্ষুদ্র ঋণ (খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ ও (গ) নারী উদ্যোক্তা ঋণ।

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ কর্যক্রমঃ পিডিবিএফ পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে দল ও সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১০,৯৫৯.৭৬ কোটি টাকা, আদায় ১১,৪৫২.১০ কোটি টাকা এবং আদায় হার ৯৯%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদেরকে ১,১৬০.৭১ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১,২৯২.৬৬ কোটি টাকা এবং ঋণ আদায় হার ৯৬%। পিডিবিএফ-এর ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ মহিলা।

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্যক্রমঃ ক্ষুদ্র ঋণের অংকের থেকে বেশী ঋণ দরকার কিন্তু ব্যাংক ঋণে তাদের প্রবেশাধিকার নেই এবং কোন সমিতির সদস্য নয় কিন্তু পুঁজির অভাবে তারা ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানকে আরও লাভজনক ভাবে চালাতে পারছেন না, তাদেরকে এই ঋণ দেয়া হয়। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৬৫,১৭৫ জন ক্ষুদ্র উদ্যেক্তাকে ৩,৫৪১.৭৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, ঋণ আদায় ৩৫১৩.৯৭ কোটি টাকা এবং আদায় হার-৯৮%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এই ঋণের আওতায় ৩১,৫২০ জন উদ্যোক্তাকে ৬২৬.৮০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৬৭৮.১০ কোটি টাকা এবং আদায় হার ৯৭%।



ঝিনাইদহ জেলার মহেষপুর উপজেলার খালিসপুর গ্রামের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণী জনাব ফারুখ হোসেন একজন সফল ড্রাগন চাষী

(গ) নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমঃ রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী অধিকারসহ সময়ের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পিডিবিএফ ২০১৮-১৯ অর্থ বছর থেকে নারী উদ্যোক্তা ঋণ চালু করে। নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর

সদস্যদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে স্বচ্ছলতা অর্জন করেছেন, যাদের ক্ষুদ্র ঋণের চেয়ে অতিরিক্ত ঋণ সহায়তা প্রয়োজন সেই সকল সদস্যদের নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচেছ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই ঋণের আওতায় ১৭,৯৩৭ জন নারী উদ্যোক্তাকে ১৪৯.০৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৮৭.২০ কোটি টাকা এবং আদায় হার ৯৯%।



নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার আক্রাশাল সহিলা সমিতির সদস্য বেগম খাদিজা আক্তার একজন নারী উদ্যোক্তা



বরিশাল জেলার বানারী পাড়া উপজোর শাহিদা বেগম একজন সফল নারী উদ্যোক্তা

সচিব মহোদয় কর্তৃক সমিতি পরিদর্শন

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত সোনার বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পিডিবিএফসহ বিভাগের আওতাধীন আরও কয়েকটি সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।


পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার মহোদয় রংপুর সদর উপজেলার “সরদার পাড়া মহিলা সমিতি” পরিদর্শন

গত ২৯ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. তারিখ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার পিডিবিএফ এর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সুফলভোগী সদস্যদের সাথে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে রংপুর সদর উপজেলার “সরদার পাড়া মহিলা সমিতি” পরিদর্শন করেন। সমিতি পরির্শনের সময় তিনি সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের চিত্র দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি সমিতির সকল সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সচিব মহোদয় সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে খোলামেলা আলাপ করেন, তাদের সকল সমস্যা, প্রস্তাবনা ধৈর্য্য সহকারে শোনেন এবং তাদের উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এসময় সচিব মহোদয়ের সফর সঙ্গী হিসেবে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের ও মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গণশুনানী অনুষ্ঠিতঃ

সরকারের রূপকল্প ২০২১ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত মাধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করছে। এই সেবার মান আরও উন্নত, ত্রুটিমুক্ত ও কার্যকরী করার জন্য সুফলভোগীদের অভিযোগ, চাহিদা, পরামর্শ গ্রহণের জন্য

পিডিবিএফ সমিতি পর্যায়ে গণশুনানীর আয়োজন করে থাকে। গত ০৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পিডিবিএফ মাগুরা অঞ্চলের পর্চাডাঙ্গা মহিলা সমিতিতে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানী অনুষ্ঠানে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মাগুরা অঞ্চলের উপ পরিচালক জনাব সুশিল কুমার মজুমদারসহ এ অঞ্চলের সিনিয়র সহকারী পরিচালক, সমিতির সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মী ও সুফলভোগী সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



পিডিবিএফ মাগুরা অঞ্চলের পর্চাডাঙ্গা মহিলা সমিতিতে গণশুনানী অনুষ্ঠিত পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণঃ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে অনগ্রসর দারিদ্র্য প্রবণ গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত বিদ্যুৎ সুবিধা হতে বঞ্চিত। লেখা-পড়া, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি উৎপাদন, ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদি কার্যক্রম বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে ব্যহত হচ্ছে। এ ছাড়াও দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরশীল, যা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পিডিবিএফ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং

সর্বোপরি সৌর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে পিডিবিএফ ২০০৬ সালে সৌরশক্তি প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করে। পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার হোম সিস্টেম বিক্রয় ও স্থাপন ছাড়াও সরকারি অর্থায়নে সোলার পানি বি-লবণীকরণ, সৌরচালিত সড়ক বাতি, সোলার সেচ পাম্প এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে সোলার সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রম সমূহ অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

পিডিবিএফ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং IDCOL এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১২১টি উপজেলা কার্যালয়ে সৌরশক্তি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। পিডিবিএফ ইতিমধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় প্রায় ৪৫ হাজার সোলার হোম সিস্টেম বিক্রয় ও স্থাপন করে প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার জনগোষ্ঠিকে প্রত্যক্ষ সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করেছে। গ্রামীণ জনপদে সোলার সিস্টেম স্থাপন করে পিডিবিএফ দৈনিক গড়ে ১০ মেগাওয়াট/আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে অবদান রাখছে। এছাড়াও পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প নিম্নোক্ত বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সরকারের টিআর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রমঃ

পিডিবিএফ সরকারের টিআর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প বিভিন্ন উপজেলায় স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সোলার সিস্টেম স্থাপন করছে এবং রাস্তাঘাট, বাজার যেখানে জনসমাগম হয় এমন জায়গায় সোলার সড়ক বাতি স্থাপন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে IDCOL কর্তৃক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি উপজেলায় ১৯.৫৯ কোটি টাকা ব্যায়ে মোট ৩৪৪৪ টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন, ২২৫০ টি সোলার সড়কবাতি এবং ৬০ ও ৯২ টি যথাক্রমে এসি ও ডিসি সোলার সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।


মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলায় পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত স্ট্রীট লাইট

ক্রঃ নং	বিবরণ	অর্জন ২০১৮-১৯
১	সোলার সিস্টেম স্থাপন সংখ্যা	৫৮৪৬
২	টিআর/কাবিটার আওতায় বিক্রয় (কোটি টাকায়)	১৯.৫৯
৩	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	-
৪	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	০.১০
৫	মাঠেপাওনা স্থিতি (কোটি টাকায়)	১৫.৯০

সরকারি ও নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নঃ

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত সোনার বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সে লক্ষ্যে পিডিবিএফ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নিজস্ব ও সরকারি অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করে। যার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সফল সমাপ্তি হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ-

০১। প্রকল্পের নাম : প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ শীষক প্রকল্প

প্রল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ : ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫২০০.০০ লক্ষ; পিডিবিএফ ৯০০.০০ লক্ষ)

অর্থায়নের উৎস : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং পিডিবিএফ

প্রকল্প এলাকা : ৯টি জেলার (গোপালগঞ্জ-৫টি, ময়মনসিংহ-০৫টি, শেরপুর-৪টি, বগুড়া-৯টি, জয়পুরহাট-৪টি, নাটোর-৬টি, গাইবান্ধা-১টি, দিনাজপুর-৯টি, পিরোজপুর-৭টি) মোট ৫০টি উপজেলা





পিডিবিএফ প্রধান কাঁযালয়ে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংরক্ষণ প্রকল্পরে র্কমী প্রশিক্ষণ (বামে) এবং নাজিরপুর কার্যালয়ে সদস্য উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রকল্প এলাকায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে শস্য সংগ্রহের সময় মূল্য অস্থিতিশীলতা জনিত ক্ষতি হ্রাস, কৃষকদের জীবিকায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলাকরণ। শস্য সংগ্রহ উত্তর প্রযুক্তিগত ও প্রক্রিয়াকরণ সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামের প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে তাঁদের নিজ বাড়িতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ

পরিসরে শস্য সংরক্ষণ করে সুবিধামত সময়ে উক্ত গুদামজাতকৃত শস্য বিক্রয় করে অধিক আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।

প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ১৩০৫.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ১৩০৫.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে মোট ১২৯২.৮৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.০৭%। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২৯৪১.১০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ২৯৪১.১০ লক্ষ টাকা। ব্যয় ২৮৮৩.৮৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪৭.২৭% ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪২%।

জুন, ২০১৯ অর্থ বছরের পর্যন্ত অগ্রগতির চিত্র –

ক্রঃ নং	বিষয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্জন	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
০১	দল গঠন	৬২৪	১২২০
০২	সুফলভোগী সদস্য ভর্তি	৩১২০	৬১০০
০৩	সদস্য প্রশিক্ষণ জন	২৪০০	৫৩২৫
০৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২১১৫.৩৬	৩৬৯৯.৩৫
০৫	ঋণ আদায় হার (%)	১০০%	১০০%
০৬	সঞ্চয় আদায় (লক্ষ টাকা)	২৬৯.৩০	৪১২.২৮

০২। **প্রল্পের নাম** : **হাজামজা/পতিত পুকুর পুন:খননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাদ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প** ।

প্রল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ: ৩৯.৬৭৪৬ কোটি টাকা (জিওবি ৩৪.০৭৪৬ কোটি; পিডিবিএফ ৫.৬০ কোটি)

অর্থায়ন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং পিডিবিএফ

প্রকল্প এলাকা : ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ি এবং খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার সর্বমোট ২৮টি উপজেলা

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পতিত পুকুর পুনঃখনন করে একই পুকুরে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পঁচানো পরবর্তী পর্যায়ে মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের করে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পাট পঁচানো পরবর্তী মাঠ চাষ;
- এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকরা স্বল্প খরচে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের পাটের আঁশ উৎপাদন করা;
- উৎপাদিত উৎকৃষ্ট মানের পাট বাজারজাত সহজীকরণ করা;
- উন্নত মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;



পিডিবিএফ, মাগুরা অঞ্চলের শ্রীপুর কার্যালয়ের সুফলভোগী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

- সংগঠিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
- সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠী পুঁজিগঠন ও ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ৫০৪.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ৫০৪.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে মোট ৪৯৭.৫১ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৯৮.৭১% এবং প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ১৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় ১৩০০.৯৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩২.৮০% ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতির চিত্র –

ক্রঃ নং	বিষয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্জন	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
০১	সুফলভোগী সদস্য ভর্তি	**২৯৯৯**	**৪২৯৪**
০২	সদস্য প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	**৬২**	**১২২**
০৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৬৯২.৮৮	৭৮৩.৮৫
০৪	ঋণ আদায় হার (%)	১০০%	১০০%
০৫	সঞ্চয় আদায় (লক্ষ টাকা)	১১৮.৭৬	১৩১.৭১

০৩। **প্রকল্পের নাম** : **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের প্রান্তিক ছিটমহল এলাকায় সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ" শীর্ষক প্রকল্প;**

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৭ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ (১ বছর ৩ মাস)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ);

বিভাগ/মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ : ৩০০.০০ লক্ষ টাকা।

অর্থায়ন: বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট।

প্রকল্প এলাকা : প্রকল্পটি ৪টি জেলার ৮টি উপজেলার {(লালমনিরহাট-পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা ও লালমনিরহাট সদর), (কুড়িগ্রাম- ভুরুঙ্গামারী), (নীলফামারী-ডিমলা) এবং (পঞ্চগড়-পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ)} ছিটমহল এলাকায় বাস্তবায়ন হবে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হলোঃ

- গ্রীন হাউজ গ্যাস বিশেষ করে কার্বনডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান;
- সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর নির্ভশীলতা হ্রাস করণ;
- নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করণ;
- মোবাইল, ল্যাপটপ এবং টেলিভিশন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা ও উৎসাহিত করা;
- বাংলাদেশের প্রান্তিক ছিটমহল এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় ২৯৬.২৫ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৮.৭৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় ২৯৬.২৫ লক্ষ্য টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৮.৭৫%।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের এই প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত এই প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অর্জন এই প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্পরূপ-



লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় প্রাক্তন ছিটমহল এলাকায় লোকদের মাঝে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্জন	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
০১	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	৩০০.০০	৩০০.০০
০২	সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন	৭৫০ টি	৭৫০ টি

০৪। **প্রকল্পের নাম** : **বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের মেয়াদ : মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২০

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সরকারি (জিওবি)

বিভাগ/মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ : ৩৩০৮.৪২ লক্ষ

প্রকল্প এলাকা : রংপুর বিভাগের ২টি জেলার ২টি উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎবিহীন বিশেষ করে চর এবং বিদ্যুৎবিহীন গ্রামীণ অসুবিধাগ্রস্থ ও বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট নবায়যোগ্য শক্তি (সৌর শক্তি) পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে; সৌর শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে; পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাচ্ছে; সরকার ঘোষিত-২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ কার্যক্রমে সহায়তা করছে।



রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় প্রত্যন্ত ও চর এলাকায় লোকদের মাঝে 3G সোলার সিস্টেম বিতরণ করা হচ্ছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় ৯৯৭.৭৮ লক্ষ টাকা যা অর্থ বছরে মোট বরাদ্দের ৯৯.৭৮%। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় ৯৯৭.৭৮ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৩০.১৬%।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের এই প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত এই প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৩৫.৪৯%।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালনঃ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দিনটি পালন উপলক্ষ্যে ১৫ই আগষ্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত রাখা, সকাল ৭ঘটিকায় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে (৩২ নম্বর ধানমন্ডি) পুষ্পস্তবক অর্পণ, পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল, জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

বিজয় দিবস পালনঃ




জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ হল রুমে আলোচনা সভা ও মিলাদ মহফিল এবং জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে (৩২ নম্বর ধানমন্ডি) পুষ্পস্তবক অর্পণ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় মহান বিজয় দিবস-২০১৮ পালন করা হয়। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরীতে স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সকাল ৭ঘটিকায় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে (৩২ নম্বর ধানমন্ডি) পুষ্পস্তবক অর্পণ করা ও বিকার ৩ ঘটিকায় সমবায় অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে আলোচান সভা। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর মহাদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তরের দপ্তর প্রধানগণ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, পিডিবিএফসহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।




সমবায় অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GPMS) বাস্তবায়ন

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক (result-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশেও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) সরকারের জিপিএমএস বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জিপিএমএস বাস্তবায়নের ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System-GPMS)আওতায় পিডিবিএফ নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে । যেমন-



মাঠ পর্যায়ে পিডিবিএফ খুলনা অঞ্চলের উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাগণের সাথে এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিতি হচ্ছে

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA)
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy-NIS)
- তথ্য অধিকার (Right to Information-RTI)
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS)
- উদ্ভাবন (Innovation)

৬. এক নজরে পিডিবিএফ

ক্রঃ নং	বিষয়	পিডিবিএফ শুরুর সময়	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অগ্রগতি/স্থিতি	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি/স্থিতি	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি/স্থিতি
১	প্রশাসনিক বিভাগ	০৪	০৮	০৮	০৮
২	প্রশাসনিক জেলা	১৭	৫৫	৫৫	৫৫
৩	আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংখ্যা	১০	২৫	২৪	২৪
৪	উপজেলার সংখ্যা	১৩৯	৩৫৭	৩৫৭	৩৫৭
৫	কার্যালয়ের সংখ্যা	১৩৯	৪০৫	৪০৪	৪০৪
৬	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ (কার্যালয়)	-	৩৯২	৩৯২	৩৯২
৭	মোট সংখ্যা	২৬০০	৪৭৫১	৪,৩৫১	৪,৩৫১
৮	**ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম**				
	সমিতির সংখ্যা	১২,১০৯	৩০,০০৭	৩০,৩২০	৪৭,৮৯০
	সুফলভোগীর সংখ্যা (লক্ষ)	২.৯৩	১০.৪০	১০.০৫	২৫.৪৫
	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	(ক্রমপুঞ্জিত)	১,২৬৬.৫০	১,১৬০.৭১	১০,৯৫৯.৭৬

ক্রঃ নং	বিষয়	পিডিবিএফ শুরুর সময়	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অগ্রগতি/স্থিতি	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি/স্থিতি	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি/স্থিতি
		৬৬০.৭৪			
	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	-	১,৩৬৩.২২	১,২৯২.৬৬	১১,৪৫২.১০
	ঋণ আদায় হার (%)	৯০	৯৭	৯৬	৯৯
৯	**ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ**				
	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা (জন)	-	৪০,২৫৪	৪০,৯৪৩	৭৪,০৬৫
	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	-	৬০৬.৮৭	৬২৬.৮০	৩,৫৪১.৭৫
	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	-	৬৩১.০৭	৬৭৮.১০	৩,৫১৩.৯৭
	ঋণ আদায় হার (%)	-	৯৮	৯৭	৯৮
	মাঠে পাওনা ঋণ (কোটি টাকায়)	-	৪৫৫.৪৩	৪৯৪.৭৫	৪৯৪.৭৫
	উদ্যোক্তা প্রতি গড় ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	-	১.৭২	২.০৩	২.০৩
১০	**নারী উদ্যোক্তা ঋণ**				
	নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা (জন)	-	-	১৭,৯৩৭	১৭,৯৩৭
	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	-	-	১৪৯.০৩	১৪৯.০৩
	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	-	-	৮৭.২০	৮৭.২০
	ঋণ আদায় হার (%)	-	-	৯৯%	৯৯%
১০	**সঞ্চয় কার্যক্রম**				
	সঞ্চয় স্থিতি (সকল সঞ্চয়) (কোটি টাকায়)	৩৭.০০	৬২২.৭৪	৮৬১.৬৭	৮৬১.৬৭
১১	**প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**				
	সদস্য প্রশিক্ষণ (ক+খ)	২১,৬৬২	৯৩,২৭৪	২৯,০৩০	৪,৯৬,৪৭৯
	ক) নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	-	৫১,৬৯৯	১৯,৯৩০	৪,০৫,৭৭৯
	খ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	-	৪১,৫৭৫	৯,১০০	৯০,৭০০
	সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরামঃ সদস্যদের বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।				

৪.৭ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

ভূমিকাঃ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় । প্রতিবেদনে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি 'গ্রহণকারী ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং 'প্রদানকারী ব্যবস্থা'কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ), ময়মনসিংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া-এর মাধ্যমে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার সদর উপজেলাসমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয় । এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সরকারি খাতে 'জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র সূচনা হয়।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯-২০০৪ পর্যায়ের মেয়াদ শেষে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পটিকে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের বিধানমতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মস্সমূহের পরিদপ্তর হতে 'নিবন্ধন' গ্রহণের মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' নামে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়।

রূপকল্পঃ দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

অভিলক্ষ্যঃ পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ।

সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।
৩. কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

১. গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;
২. সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
৩. ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
৪. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন; এবং
৫. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

ফাউন্ডেশনের কর্ম-এলাকাঃ

ফাউন্ডেশনের 'Memorandum and Articles of Association' অনুসারে দেশের সমগ্র এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা হয় । ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা পূর্বে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের জন্য ৫০.০০ কোটি টাকা তহবিল সংস্থানের সুপারিশ করা হয়।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' নিয়ে শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে 'টাস্ক ফোর্স' সুপারিশ অনুসারে তহবিল সংস্থানের অভাবে কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় দফা আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে মোট ২৪.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্প' গ্রহণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা ও চাঁদপুর জেলার ৬০টি উপজেলায় জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে মোট ৫৯.১৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ২০১৬-২০১৯ মেয়াদে মোট ৯১৬৩.৭১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প'-এর মাধ্যমে বরিশাল, ফরিদপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, পঞ্চগর, রংপুর, গাজীপুর, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার ৬০টি উপজেলায় সহায়তা প্রকল্পের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ব্যবস্থাপনাঃ

সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সাধারণ পর্ষদ' রয়েছে। সাধারণ পর্ষদে ৮ জন পদাধিকার বলে এবং ৩ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন। সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'পরিচালনা পর্ষদ' রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে ৫ জন পদাধিকার বলে ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফাউন্ডেশনের তহবিল প্রাপ্তি (প্রকল্পসহ)

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	তহবিল প্রাপ্তির বিবরণ (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)				উৎস
	আবর্তক ঋণ তহবিল	জনবল ও পরিচালন ব্যয়	সম্পদ সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ	মোট (২+৩+৪)	
১	২	৩	৪	৫	৬
২০০৫-২০০৬	৫০০.০০	৩৫০.০০		৮৫০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৬-২০০৭	-	-		-	-
২০০৭-২০০৮	--	-		-	-
২০০৮-২০০৯	৫০০.০০	১০০.০০		৬০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৯-২০১০	৫০০.০০	-		৫০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১০-২০১১	৯২০.০০		৮০.০০	১০০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১১-২০১২	৯২২.০০		১৭.০০	৯৩৯.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১২-২০১৩	-		৮.০০	৮.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৩-২০১৪	১০৪২.৩৬		৬৩৩.৬৮	১৬৭৬.০৪	উন্নয়ন বাজেট
২০১৪-২০১৫	১২৫০.০০		৫৭৫.০০	১৮২৫.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৫-২০১৬	-	৩০০.০০	-	৩০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০১৫-২০১৬	১৫০২.০০	৩৫.৩৬	৬৮৩.৮২	২১২১.১৮	উন্নয়ন বাজেট
২০১৬-২০১৭	৪০০.০০	-	-	৪০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০১৬-২০১৭	২৫৭১.৬৮	৯৫৯.৯২	১৪৬.৪৫	৩২৭৮.০৫	উন্নয়ন বাজেট
২০১৭-২০১৮	২৩৬০.৩২	৭০৩.১০	২৭.৪৬	৩০৯০.৮৮	উন্নয়ন বাজেট
২০১৮-২০১৯	**১৪৬০.০০**	**৮০৭.০০**	**২৫.০০**	**২২৯২.০০**	উন্নয়ন বাজেট
মোট	**১৩৯২৮.৩৬**	**৩২৫৫.৩৮**	২১৭১.৪১	**১৮৮৮০.১৫**	-

আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহারের বিবরণ

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

তহবিলের উৎস	প্রাপ্ত আবর্তক ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ (সাঃ চার্জসহ)	ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়			মাঠে বিনিয়োগকৃত ঋণ স্থিতি (সাঃ চার্জসহ)
			আসল	**সার্ভিস চার্জ (১১% হারে)**	**মোট**	
১। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট	১৩৯২৮.৩৬	৯৬৭২০.৯৭	৭২৬৪৮.৯২	৭৯৯১.৩৮	৮০৬৪০.৩০	১৬০৮০.৬৭

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি'২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং ২০০৯-২০১৬ সময়ে প্রদত্ত ৬১.৩৬ কোটি এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৯.৭২ কোটি, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে, ২৩.৬০ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৪.৬০ কোটি এবং মোট ১৩৯.২৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন' ২০১৯ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০-৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫৫১ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২০,৩৬৭ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। জুন'১৯ পর্যন্ত ৬৫৬২টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১,৯৩,৫৫১ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায় (সার্ভিস চার্জসহ)

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। মোট ৪৬টি সমান কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৯৬৬৯.২০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১৯৩২৬.৬৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'১৯ পর্যন্ত ৯৬৭২০.৯৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৮০৬৪০.৩০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৬ ভাগ।



গবাদী পশু পালন খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যের খামার পরিচর্যা



এসএফডিএফ -এর সুফলভোগীর আয়বর্ধক (মুরগি খামার) কার্যক্রম

পুঁজি গঠন

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১১৯৮.৯৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'১৯ পর্যন্ত ৭৩৮৭.৯৭ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।



উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এবং ৭,৫০০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । জুন'১৯ পর্যন্ত ২,২৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ২১,১১৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



অটোমেশন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ১,৮১,৯৩৮ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ৮১৯০৭.৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ৬৯৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য নারী সদস্যদের ঋণ পরিশোধের মাত্রা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অধিক। এছাড়া নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদানে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।



সুফলভোগীদের সংগে এসএফডিএফ কর্মকর্তাদের গনশুনানী কার্যক্রম

এক নজরে ফাউন্ডেশনের মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি (প্রকল্পসহ)

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন' ২০১৯ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	**৩৯৪**	**৬১৬৮**	৬৫৬২
২। সদস্যভুক্তি	**১১৬১৩**	**১৮১৯৩৮**	১৯৩৫৫১
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	**৪৪৩.২৮**	**৬৯৪৪.৬৯**	৭৩৮৭.৯৭
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৫২২৮.১৬	৮১৯০৭.৮৫	৮৭১৩৬.০১
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৪১৫৮.৯৪	৬৮৪৮৯.৯৮	৭২৬৪৮.৯২
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	**৪৮৪.৫৫**	**৭৬০৬.৯৯**	৮০৯১.৫৪
৭। খেলাপি স্থিতি (লক্ষ টাকায়)	২৮১.৯৫	২৯০০.৫১	৩১৮২.৪৬
৭। ঋণ আদায়ের হার (%)	৯৪%	৯৬%	৯৬%
৮। সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ (জন)	১২৬৪	১৯৮৪৯	২১,১১৭



ফাউন্ডেশন-এর ১০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাফল্য

ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন'২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ১,৯৩,৫৫১ পরিবার হতে ০১ (এক) জন পুরুষ/মহিলাকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের কৃষি উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রতি পরিবার থেকে গড়ে ৫ জন করে মোট প্রায় ৯ লাখ ৬৮ হাজার জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। সুফলভোগীদের শতকরা ৯৪ ভাগই নারী। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম নারীদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহে সরকার হতে কোন অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। সরকার প্রদত্ত মোট ১৩৯.২৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল'এর মাধ্যমে পরিচালনাধীন ঋণ কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ১১% সার্ভিস চার্জের ১০% অর্থের মাধ্যমে পূর্ণকালীন ৪৫৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

ফাউন্ডেশনের সহায়তা কার্যক্রম

বর্তমানে ফাউন্ডেশনে ৯১.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সহায়তা (২য় পর্যায়) শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামোঃ ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, পল্লী ভবন (৭ম তলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগে স্থাপিত ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্পের তৃণমুল পর্যায়ের কার্যক্রম ৬০টি উপজেলায় স্থাপিত উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ে ০১ জন উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও ০৩ জন মাঠ সংগঠক সংশ্লিষ্ট উপজেলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটির কার্যক্রম ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, গাজিপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বরিশাল, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলার ৬০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাঠ কার্যক্রম

প্রকল্প অনুমোদন পরবর্তীতে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পাদন শেষে ডিসেম্বর'২০১৬ হতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয় । জুন' ২০১৯ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	১৮২	১৬৩৫	১৮১৭
২। সদস্যভুক্তি	৩৬৮৭	৩৩১৮৪	৩৬৮৭১
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	৮৫.১৮	৭৬৬.৭০	৮৫১.৮৮
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৭৫০.৬১	৬৭৫৫.৫৪	৭৫০৬.১৫
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৪২৮.৭১	৩৮৫৮.৪৭	৪২৮৭.১৮
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৪৭.১৬	৪২৪.৪৩	৪৭১.৫৯
৭। খেলাপি স্থিতি (লক্ষ টাকায়)	২.১৩	১৯.১৯	২১.৩২
৮। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার (%)	৯৯.৫০%	৯৯.৫০%	৯৯.৫০%

ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ

ফাউন্ডেশনটি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও সরকার এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন–ভাতা প্রদান করে না। ফাউন্ডেশনকে নিজের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকতা/কর্মচারীদের বেতন/ভাতাসহ প্রতিমাসে

সংস্থাপন ও পরিচালন খাতে প্রায় ১০০.০০ লক্ষ টাকা মাসিক ব্যয় হয়ে থাকে। সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য ১১% সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এর ১ ভাগ অংশ প্রবৃদ্ধির জন্য রেখে ১০ ভাগ থেকে ৪৫৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে।

'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি'২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৯১৬৩.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে।ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স-কাম-অফিস, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসএফডিএফ'কে শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক ১টি প্রকল্প জানুয়ারি'১৮ থেকে ডিসেম্বর'২০২১ মেয়াদে ৪৭১২.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিতরণকৃত ঋণের উপর সার্ভিস চার্জ ১১% (ফ্লাট রেট) ধার্য করে আদায়কৃত ঋণের সার্ভিস চার্জের ১১% এর ৮% ফাউন্ডেশনের জনবলের বেতনভাতা ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা এবং ৩% প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা করার লক্ষ্যে "রূপকল্প-২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন" শীর্ষক ১টি প্রকল্প জানুয়ারি'২০১৮ থেকে জুন'২০২২ মেয়াদে ৮৮২১৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণের জন্য ফাউন্ডেশনের ৩৮তম 'পরিচালনা পর্ষদ' কর্তৃক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণয়নকৃত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।



ফাউন্ডেশনের ৪২তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় সভাপতির আসনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মো: কামাল উদ্দিন তালুকদার

প্রকল্পটির জনবলের উপর সুপারিশ অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরবর্তী প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া (১) ৩৯৯২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক ১টি, (২) ২৯০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি' শীর্ষক ১টি, এবং (৩) ৬৫৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নসহ' শীর্ষক ১টি সহ মোট ৩টি প্রকল্প ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি'তে প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ৩টি প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব ইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।

উপসংহারঃ

এসএফডিএফ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে এ দেশে পথিকৃৎ সংগঠন হলেও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে এ সংগঠনের ঋণ কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকারের সময়ে মোট ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমে এ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশন দেশের মোট ১৭৩ টি উপজেলায় ১৭৪ টি কার্যালয়ের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষক পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এ সংগঠনের কার্যক্রম ইপ্সিত সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার .....

জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) ও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব),
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম
নিবন্ধকও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

জনাব আকবর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
মিল্ক ভিটা, ঢাকা

জনাব শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান
মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

জনাব এ এইচ এম আবদুল্লাহ্
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

কৃষিবিদ জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন

জনাব মো: মোমিনুল হক তালুকদার
মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড